হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

জিলা ঢাকা, রায়পুরা হইতে গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২৩।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভূমিকা
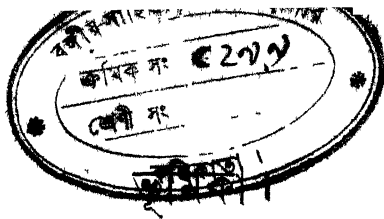
যিনি ভারতবর্ষের প্রেমে বিগলিত হইয়া, আমাদিগের এই ইতিহাসশূন্য দেশের ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য, নিভৃতে বসিয়া চিন্তা-মগ্ন হইয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে, ভারতে একটি অখণ্ড, মধুরনাদি, ইতিহাসের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। এই স্রোতের প্রতীরে, ভারতের কয়েকটি অমর, অতুলন সন্তান দণ্ডায়মান হইয়া, তর্জ্জনী হেলাইয়া, স্রোতের গতি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে, স্রোতকে পরিচালিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি, চক্ষুস্মান্ জ্ঞানীপুরুষদিগের সম্মুখে, চিরদিনের নিমিত্ত অভ্রঙ্কশ, গিরিবর কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায়, সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। ভারতগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ভারত মাতার কীর্ত্তিমান্ সন্তান স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহোদয় সেই স্রোত বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া, তাহার অনুধাবন পূর্ব্বক, মাতৃভূমির এক-খানা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস প্রনয়ন করিবার জন্য, সেই ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সেই মহতী বাসনা তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার পর, আর কোন মহাত্মা তৎপ্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই।

আমি ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পাই নাই, কাব্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি, এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি সেই ইতিহাসের স্রোতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ পুর্ব্বক, তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থে কোন কথা গোপন করিবার যত্ন করি নাই, যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়াছি, কাজেই তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

যে বিষয় লইয়া আমি এই গ্রন্থ লিখিবার যত্ন করিয়াছি, তাহা সাতিশয় গুরু; হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার ভীষণ সংগ্রাম। বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, যখন যে কোন দেশে কোন নূতন ভাব, কোন নূতন চিন্তা, কোন নূতন সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা অন্য কোন দেশ হইতে আগমন করিয়াছে, তখনই তৎতৎ দেশে,মানবের রক্তে তাহাদিগের পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইউরোপের 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ' জগদ্বিখ্যাত 'ফরাসী-বিপ্লব' প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, পুরাতন ভাব ও পুরাতন সভ্যতার সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উপযোগী শক্তি সামর্থ্য থাকিলেই এরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা হয় নাই। পৃথিবীবিজয়ী সেকেন্দর শাহের সম্মুখে, ক্ষুদ্র-বল আম্বির অধীশ্বরের মত স্বেচ্ছায় বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া, আপনার মস্তক অবনত করিয়াছে। এই কারণেই, ভারতীয় সভ্যতা বিনা রক্তপাতে, জগতের বহু অংশে, আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। ভারতের শান্ত, শিষ্ট, পরার্থপর, জগন্মঙ্গলরত, ব্রাহ্মণ অথবা শ্রমণের মধুর বাণীতে সহস্র সহস্র কামানের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। মুসলমান ভারতবাসীর রক্তে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়া, ভারতভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, ইংরাজ এক প্রকার বিনারক্তপাতে ভারতবর্ষ দখল করিয়াছেন।

হিন্দু কেন অধঃপতিত হইলেন? মুসমান কেন এদেশে আসিলেন? আসা কি আকস্মিক হইয়াছে, অথবা কোন গভীর কারণে ঘটিয়াছে? ইত্যাদি প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের সমাধানের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। সফল হইয়াছি, কি বিফল হইয়াছি তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। কোন কোন জ্ঞানী পুরুষের মতে বৌদ্ধগণের পাপা-নুষ্ঠানের ফল স্বরূপ, মুসলমান কর্তৃক ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছিল। তাহা

কতক পরিমাণে সত্য ; কারণ বৌদ্ধগণও ভারতের অধিবাসী। কিন্তু, কেবল বৌদ্ধগণই এজন্য দায়ী নহে। হিন্দুর পতনের জন্য হিন্দুই বিশেষ রূপে দায়ী। মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৌদ্ধগণের যেরূপ জনসংখ্যা ও ক্ষমতা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, ভারতের পতনের জন্য হিন্দুই দায়ী। হিন্দুগণ পর্ব্বত-প্রমাণ অনাচারে ভারতবর্ষ কলুষিত করিয়াছিলেন ; একবার বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, মহাপুরুষ শাক্যসিংহ সেই অনাচার বিদূরিত করিয়া, ভারতবর্ষকে পবিত্রিত করিয়াছিলেন। নতুবা, সেই সময়েই কোন পবিত্রতর, উদারতর জাতি কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজিত হইত। শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ যে এমনই কিছু করিয়া যান নাই, তাহাই বা কে বলিবে ? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন, কাজেই স্পষ্ট কিছু নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিতেও সঙ্কোচ করেন, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণিপাত করিতেছি। তাঁহাদিগের নিকট আমার কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু, তাঁহারা ভারতবর্ষে যেরূপ ভাবে পুজিত হইতেছেন, তাহা দ্বারা ইহা অনায়াসেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ও ভগবান্ শাক্যসিংহেরই মত সমাজে, চিন্তা জগতে অনুপম পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, ভারতে মুক্তিগঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেরূপ সমাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, তেমন ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, ভারতে অনেকবার ঘটিয়াছে। এরূপ বিপ্লব স্বাভাবিক, দেশের জীবনের লক্ষণ। যেই তেজঃ ফরাসীদেশে অথবা ইংলণ্ডে নেপোলিয়ান্ ক্রমোয়েল প্রভৃতি মহাপুরুষের মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়াছিল, সেই তেজঃ ভারতে শাক্যসিংহ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের রূপে বাহির হইয়াছে। দেশের প্রকৃতি ভেদে তেজের আকৃতি বিভিন্নরূপ অবলম্বন করিয়াছে মাত্র। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাবের বিশেষ

প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। যদি তেমন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিত, তবে ভারতবর্ষ পাঠানের হস্তে নিপতিত হইত না। সেই মহাপুরুষই আপনার দেশবাসীর সকল প্রকার কলুষের ভার আপনি গ্রহণ করিয়া, ভারতের মুক্তির গীতি প্রচার করিতে পারিতেন। যে ভারতবর্ষ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশাক্যসিংহ কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সে ভারতবর্ষ আর এ ভারত-বর্ষে আকাশপাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণের জীবন-নদীতে প্রবল ভাটা পড়িয়াছিল। হিন্দুর জীবন-সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছিল; গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যাদেবী পশ্চিম আকাশে উকি ঝুঁকি মারিতেছিল। সেই সময়ের অল্প পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার অর্দ্ধ বিকশিত হইয়াছিল, অপরার্দ্ধ বিকাশ লাভ করে নাই। অর্দ্ধেকের ফল ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কাজেই মুসলমান ভারতবর্ষ বিজয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। যবনের আগমনে কিছু অমঙ্গল হইলেও অনেক মঙ্গল ও ঘটিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। অমিশ্র মঙ্গল অথবা অমিশ্র অমঙ্গল পৃথিবীতে নাই। মিশ্র পৃথিবীতে মিশ্র জিনিসের উৎপত্তি। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বুঝাইয়াছি।

এক্ষণে ভারতের ইতিহাস ও কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত আরবীয়গণ, পশ্চিম এসিয়া, মিশর, স্পেন, প্রভৃতি দেশ সমূহ আপনাদের করায়ত্ত করিয়া ফেলেন ও বিজিত দেশ সমূহে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তখন তাহাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষে উপর নিপতিত হয়। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই মুসলমান-গণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকেন। কিন্তু প্রথম আক্রমণকারিগণ তেমন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ভারত-

বর্ষ আক্রমণ, মন্দির লুণ্ঠন, দেব বিগ্রহ চূর্ণ ও দেশ লুণ্ঠন করিতেন, এবং লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। এইরূপে, কিঞ্চিদধিক পাঁচশত বৎসর অতিবাহিত হইল। হিন্দুগণ, বিধর্ম্মীর প্রতিরোধে, তখন ও একত্রিত হইলেন না। তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না। অবশেষে, ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে আবগানিস্থানস্থিত ঘোর প্রদেশাধিপতি গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর ভ্রাতা ও সেনাপতি মৈজুদ্দিন বা শাহবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী, কোনও পলাতক মুসলমান নরপতির পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক, পঞ্চনদ প্রদেশে উপনীত হন, ও তাহার কিয়দংশ আপন অধিকারে আনয়ন করেন। তার পর, হিন্দুস্থানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল; তিনি তদানীন্তন হিন্দুদের দুর্দ্দশা দর্শন পূর্ব্বক, সেই দেশ আপনার করায়ত্ত করিতে অভিলাষী হইয়া উঠেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি, প্রথমবার দিল্লী আক্রমণ পূর্ব্বক, বিফলমনোরথ হন। কিন্তু, পুনরায় ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করেন। সে সময়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

কাব্যের সৌকর্য্যার্থে, ইতিহাসের মূল্য কোন ও মতে ক্ষীণ না করিয়া, আমি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের নাম ও ঐতিহাসিক ঘটনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। বলাবাহুল্য, যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া, এই কাব্য লিখিতে যত্ন করিয়াছি, তাহা হইতে অনুমাত্র ও বিচলিত হই। কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা, জয়চন্দ্র, মহম্মদ ঘোরী, কুতুব উদ্দিন, ঐইতিহাস ব্যক্তি। অন্যান্য পাত্রী ও পাত্রগণ আমার নিজের সৃষ্টি। পৃথ্বীরাজ বহুপত্নীক ছিলেন; আমি তাঁহার বহু পত্নী ত্যাগ করিয়া, কেবল সংযুক্তাকেই রাজমহিষী করিয়াছি। সংযুক্তা রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা। রাজা জয়চন্দ্র অন্য সম্পর্কে পৃথ্বরাজের মাসতুত ভ্রাতা। মাতামহ বিশালদেব জয়চন্দ্রকে দিল্লীরাজ্য প্রদান না করিয়া, পৃথ্বীরাজকে প্রদান করায় জয়চন্দ্র কুপিত হন; এবং বৈর নির্য্যাতন করিতে কৃতসংকল্প হন।

রাজা জয়চন্দ্র ও সেই সময়ে উত্তর ভারতের একটি অতি প্রবল নরপতি ছিলেন। তিনি আপন প্রভুত্ব প্রচার করিবার মানসে, রাজধানী কান্য কুব্জে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উক্ত যজ্ঞে ভারতের রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইল, কিন্তু চৌহানপতি পৃথ্বীরাজ তাহাতে উপস্থিত হইলেন না। ইহাতে রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে অপমানিত করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দ্বাররক্ষকের বেশে তাহাকে দ্বারে সংস্থাপিত করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সমাগত রাজন্যবর্গের মধ্য হইতে আপনার বর নির্ব্বাচন করিবার জন্য রাজা জয়চন্দ্র স্বীয় দুহিতা সংযুক্তাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। স্বয়ংবর সভা আহূত হইল, কিন্তু উপস্থিত রাজন্যবর্গের কাহাকে ও মনোনীত না করিয়া, তেজস্বিনী রাজপুত্রী দ্বারস্থিত পৃথ্বী-রাজের—দ্বার রক্ষকের গলদেশে অর্পণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ অনতি দূরে সৈন্যসামন্ত সহ লুক্কায়িত ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া, সংযুক্তাকে সঙ্গে করিয়া, তিনি আপন রাজ্যে উপনীত হইলেন। অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। জয়চন্দ্রের ক্রোধাগ্নি আরো প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বৈরনির্য্যাতনের উপায়ন্তর না দেখিয়া, বিধর্ম্মী মৈজুদ্দিনের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। রাঠোরের সঙ্গে মুসলমানের একবৎসর পরে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্যার্থে রাঠোরের যুদ্ধ ও তিরৌরীর যুদ্ধের পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী, পরে শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। আমি ইচ্ছামত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিবর্ত্তন করিয়াছি। জয়চন্দ্র পরবৎসর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। আমি সেরূপ না লিখিয়া, স্বদেশে ও স্বধর্ম্মদ্রোহীর পরিণাম যেমন হওয়ার দরকার তেমন করিয়াছি। যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

কুতুবউদ্দিন সম্বন্ধে এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি ভারতের নমঃশূদ্রজাতীয় লোক ; ক্রীতদাস স্বরূপে ভারতবর্ষ হইতে তিনি মুসলমান-কর্ত্তৃক নীত হন। প্রবাদ, প্রবাদ মাত্র; সত্য নয়। বিশেষ মারাত্মক বিবেচনা না করায়, আর মুসলমান সেনাপতির চরিত্র আরো পরিস্ফুট করিবার মানসে আমি প্রবাদ অবলম্বন করিয়াছি। আমি যে কাব্য লিখিতেছি, সে কথা যেমন পাঠকগণকে ভুলিবার অবসর দেই নাই, আমি যে ইতিহাস অনুসরণ করিতেছি, তাহাও ভুলি নাই। আমি 'যবন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কারণ, যবন শব্দ বিদ্বেষ-সম্ভূত নহে। পদ্যের ছন্দ চালাইতেও এই শব্দ বিশেষ উপযোগী। এই জন্যই মুসলমান শব্দ ব্যবহার না করিয়া যবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। আশা করি, ইহাতে কেহ বিরক্ত হইবেন না। যাহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, কাহারো কোন মনঃপীড়া ঘটে না, তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। ঐতিহাসিক সত্যের অনিবার্য্য অনুরোধে যদি ওরূপ পীড়া ঘটিবার কারণ থাকে, তবে তিনি তাহা ক্ষমার্হ মনে করিলে, সুখী হইব।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার এই আমার প্রথম উদ্যম। কাজেই, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাতে কয়েকটী বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গেল। অন্য প্রকারের ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকিলে, তাহা যদি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ মার্জ্জনা করেন, তবে সুখী হইব। ততোধিক সুখী হইব যদি কেহ তাহা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন করাইয়া দেন। উক্ত মহাকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে—(যদি কোনও দিন তাহা ঘটিয়া উঠে) সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তির সংশোধন করিব, বাসনা রহিল।

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী বিদ্যাম্বুধি, এম্, এ, মহোদয় কৃপা পুরঃসর এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিয়া, অনেক

ভ্রান্তির নিরাকরণ করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সর্ব্বশেষে, আমার নিবেদন এই যে, উক্ত গ্রন্থ পাঠে, আমার পরম প্রীতিভাজন ভ্রাতা ভগিনীবৃন্দের—দেশ মাতৃকার স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা-গণের—কাহারো মনে যদি মাতৃভক্তি উদ্ভূত ও বর্দ্ধিত হয়, তবে আমার সকল শ্রম সার্থক হইল মনে করিয়া প্রীত হইব। হরিপুর, ১৩২৩ সন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
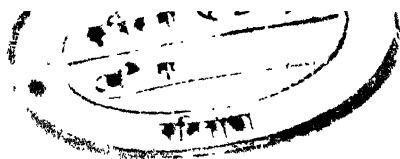
হিন্দুর

জীবন-সন্ধ্যা।

প্রথম সর্গ—ভারতমাতা।

সোণার ভারতবর্ষ করিয়া মোহিত,
ললিত ঝঙ্কারে বীণা, গায়িতে সঙ্গীত;
পর্ব্বতে পর্ব্বতে, আর কন্দরে কন্দরে,
নির্ঝরে নির্ঝরে, রম্য কাননে কাননে,
উঠিত ধ্বনিয়া তব মধুর ঝঙ্কার,
বিদূরিয়া ভারতের আলস্য জড়তা।
হায়, কি কুক্ষণে জানি, দৈব বিড়ম্বনে,
কোন্ দৈত্য—প্ররোচণে উঠিয়া সহসা
কণ্টকে আকীর্ণ লতা, তোমার গৌরবে
হিংসার আগুনে জ্বলি মরমে মরমে,
জড়াইল, বীণা, তব মনোহর তার,—
সেই হতে তুমি বীণা হইলে নীরব।
কিন্তু হায়! ভারতের গৌরবের দিনে;—
মনুষ্যত্ব, আত্মবলি, পরার্থপরতা,
দলিয়া হীনত্বে পদে, পূর্ব্বাশার শিরে,
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-প্রায় নিজপ্রভাচয়ে

হাসাইত যবে মা'র প্রশান্ত বদন,—
হাসিত হিমাদ্রি হ'তে কন্যা কুমারীকা,—
জগত উঠিত ভাসি কিরণে তাহার,
ভারত-কিরণে ছিল জগত উজ্জ্বল,
ভারত-জীবনে ছিল জগত-জীবন,
সেই দিন তুমি বীণা, ছিলেনা নীরব।
ছুটিত আকাশ-পথে, ইরম্মদ-বেগে,
সাগরে, তটিনীকূলে ভারত ব্যাপিয়া,
বার্ত্তাবহ প্রভঞ্জন কহিতে শ্রবণে,
ভুবন-ভুলানো গীতি প্রাণ-উদ্দীপনী।
উত্তরে অচল-রাজ মহাযোগীসম,
বাড়াইয়া তুঙ্গ শৃঙ্গ আকাশপ্রদেশে,
উৎকর্ণ শুনিত তব মধুর ঝঙ্কার।
জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, কাবেরী
আকুল তোমার তানে, উন্মত্ত-হৃদয়ে,
চুম্বিতে চুম্বিতে ধীরে প্রতীরে প্রতীরে,
কল কল স্বরে গেয়ে অনন্ত সঙ্গীত,
আনন্দে আপনভোলা, পাগলিনীসম,
ছুটিত ভর্ত্তার পাশে, কহিতে তাঁহারে
কি অপূর্ব্ব, অতুলন সঙ্গীত মধুর,
বাজিতেছে অহরহঃ ভারত-কাননে।
আজ কেন তুমি বীণা রহিবে নীরব?
অদৃষ্টে আকাশ-প্রান্তে সুন্দর তপন
গেল ডুবি, উঠিয়াছে জলদ-পটল

আবরিয়া প্রকৃতির বিমল বদন,
ভীমনৃত্যে, অট্টহাস্তে মর্ম্ম কাঁপাইয়া,
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা আর ভীরুতা ভীষণ,
স্বার্থ-চিন্তা, কলুষিতা ভৈরব হুঙ্কারে
বিদারিছে জননীর কোমল হৃদয়;
তাই দেখি তুমি বীণা হইলে নীরব?
উঠিবেনা পুনঃ বীণা? কানন-আননে
ফুটে ফুল, মধু গন্ধে ছুটিছে ভ্রমর,
গায়িছে বিহঙ্গরাজি সুরম্য শাখায়,
হাসিছে প্রকৃতি দেবী; সুন্দর সীমন্তে
ভাতিছে সিন্দুরবিন্দু-বালার্ক উজ্জ্বল,
নাচিছে লতিকা-পুঞ্জ কাননে কাননে,
বহিছে সুগন্ধবহ সুমন্দ মলয়,
কেবল মায়ের বীণা রহিবে নীরব?
জানি, আমি ক্ষুদ্র অতি,—সমুদ্রে শম্বুক,
জানি, আমি বালুকণা সাগর—সৈকতে,
তবু ডাকি তোরে বীণা, উঠ তুমি আজ,
বাজ গো মোহনবীণা মৃদুল, গম্ভীর।
পরশ পাথর, তুমি, পরশে তোমার
কত কালো বাঁকা লোহা সোণা হয়ে যায়।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তাল-লয়-হীন,
আমার কি শক্তি বীণা, তুলি মধু-রব,
তুমি যদি নিজগুণে নাহি বাজ আজ?
যদি থাক উদাসীনা অবহেলি মোরে,

উঠিবে বিদ্রূপ-হাস্য বদনে বদনে,
দহিবে হৃদয় মম দুঃখ-বৈশ্বানর।
আর যারে ভালবাসি, প্রাণ হতে প্রিয়া,
সেই যদি রাখে হাতে আবরি শ্রবণ,
কহিব কাহার কাছে দুঃখের কাহিনী?
কত দিন, কত নিশি, জাগ্রতে নিদ্রায়,
ভাবিয়াছি সেই কথা, ভাবি যত বার
ততই ভেসেছে বক্ষ নয়নের ধারে,
না জানি বায়স-ঘোষ পশিলে শ্রবণে
কাঁদয়ে বিষাদে, মোর দুঃখিনী জননী।
নাহি চাহি অর্থ, যশঃ, নাহি চাহি মান,
চাহি সুধু জননীর সহাস বদন।

কনক উদয়াচল করিয়া রঞ্জিত
নব রঙে, উঠিলেন বাল দিনকর
স্ফুট-হাসি, ফুটিলেক উষার কুন্তলে
কত স্বর্ণ পারিজাত, ভুবন-মোহন;
শত শত স্বর্ণ মেঘ ভাসিল আকাশে।
শত কণ্ঠে শত পাখী আনন্দে বিভোল,
শাখে শাখে উড়ি পড়ি হরষে মগন,
গায়িল মধুর স্বরে আগমনীগীতি।
কল্লোলিনী, স্বর্ণময়ী উষার আলোকে,
নাচিতে নাচিতে হর্ষে, তরঙ্গ অঞ্চল
কাঁপাইয়া, নাচাইয়া উষার হিল্লোলে,
গাইতে গাইতে গীতি সুধা-সঞ্জীবনী,

চলিলা অনন্তপানে অনন্ত-গামিনী।
স্থানে স্থানে মহীরুহ, সোণার কিরীটে
ভূষি নিজ শিরোরাজি, আনন্দে মগন,
খেলিল হিল্লোল সনে, পত পত স্বনে,
কত জীবনের কথা কহিতে লাগিল।
ঊষার আলোক পেয়ে, পুণ্য সমীরণ,
ছুটিল উধাও হয়ে, ভুবন যুড়িয়া,
দেখাইল আপনার নৃত্য মনোহর।
যেখানে ফুটিছে ফুল নবীন সৌরভে,
যেখানে নাচিছে নদী আহ্লাদে বিভোল,
যেখানে গাহিছে পাখী 'জয় জগদীশ',
যেখানে কাঁদিছে নর বিষণ্ণ-বদন,
সেখানে ত্বরিতপদে, যেয়ে সমীরণ,
ঘোষিল ঊষার বার্ত্তা বিশ্ব-বিমোহিনী;
কহিল দুঃখীর কানে "কাঁদিওনা আর,
আজি হতে কাঁদা তব হয়ে এলো শেষ,
ঊষাদেবী করে নিয়ে মঙ্গল-সন্দেশ।"
এরূপে সর্ব্বত্র-গামী বিদলি চরণে,
পৃথিবীর দুঃখ, শোক, আনন্দে নাচিয়া,
দুখে সুখ, সুখে সুখ ঢালি অহরহ,
কয়ে দেয় নর-কর্ণে, সুখান্বেষী নর,
এ জগতে নাহি দুঃখ, সুখের ভুবন,
প্রেমময়, পুণ্যময়, হর্ষ-সুখ-ময়।'
কাননে ফুটিল ফুল ঊষার বাতাসে,

ছুটিলেক পরিমল ভুবন যুড়িয়া,
অনিলের কোলে উঠি, ভেদিয়া আকাশ,
সপ্ত স্বর্গে প্রচারিলা মহিমা আপন,
বিভুর চরণ তলে, লুঠিয়া যতনে।
এমনি নীরবে দূরে গভীর অরণ্যে,
ফুটি ফুল, মধুঘ্রাণে সমগ্র ভুবন
করি তুলে উন্মাদিত; এমনি মহান্,
সমাজের এক কোণে লইয়া জনম,
কৌশলী, বিচিত্র-কর্ম্মা, এ মর ভুবনে
উড়াইয়া আপনার বিজয়নিশান,
উৎসর্গিয়া মনঃ প্রাণ নরের কল্যাণে,
করে প্রেমময়-পূজা নশ্বর জীবনে,
অনশ্বর কীর্ত্তিরাশি ভুবনে স্থাপিয়া।
আজি এই প্রকৃতির আনন্দের হাটে
উঠে গেল আনন্দের মহাকোলাহল,
ডুবি গেল এ সাগরে যাতনা বিষাদ,
দুঃখীর দুঃখের অশ্রু আবিল, পঙ্কিল।

বসিয়া ভারতলক্ষ্মী রত্ন-সিংহাসনে,
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত, হীরক-খচিত,
(সূর্য্যদেব যার করে হয় বিমলিন)
হাস্যাননা, স্থিরা, ধীরা, প্রশান্ত-মূরতি,
আপনি সৌন্দর্য্য-দেবী। বিচিত্র প্রাসাদ
হাসিল মায়ের রূপে, মানস সরসে
এককালে ফুটে যেন স্বর্ণ কোকনদ

কোটি কোটি। যেন ধীরে ঊষার আকাশে,
মুছায়ে কোমল করে, আঁধার-কালিমা,
অথবা সরায়ে ধীরে তিমির-গুণ্ঠন,
উঠিলেন প্রভাকর, বিমল হাসিতে,
প্রান্তে প্রান্তে নীলাম্বর উঠিল হাসিয়া।
কিবা রূপ! বসি স্থিরা ভুবন-মোহিনী!
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী কেশ পড়িছে এলায়ে,
কত যে হীরক-ফুল ফুটিছে তাহায়।
ললাটে সিন্দুরবিন্দু কেমন উজ্জ্বল!
দীপিছে স্থাণুর ভালে পূর্ণশশধর।
ভুবন-আরাধ্যা দেবী বসিয়া নিভৃতে
ভুবন-ভুলানো বেশে, যা কিছু সুন্দর
নশ্বর জগত-মাঝে, সকলি লুঠিছে
জননীর পদতলে। মনে হয় যেন
আপনি বিধাত্রীদেবী, সহস্র বৎসর
বিকল্পি মানস-মাঝে, করিলা নির্ম্মাণ
মানস-মোহিনী দেবী; করিলা নিবেশ
মনে মনে চিত্রপটে, ঘূর্ণি তুলিকায়।
যে দেশে কেবল আলো সুস্নিগ্ধ, কোমল,
সে দেশে বসিয়া বিধি, অনন্ত-মানসে,
নিরমিলা জননীর দেহ পুণ্যময়।
বিস্তৃত, প্রশান্ত স্থির নীলাম্বরতলে,
নিরমিলা জননীর বিশাল ললাট;
কম্বু-কণ্ঠ, কুন্দ-দন্ত, জলদ-অলক।

কত রত্ন, কত হীরা কত যে প্রবাল,
অংসে, কণ্ঠে, জননীর রম্য অবয়বে,
যথা স্থানে সুবিন্যস্ত, জগত-বিস্ময়,
পরিধানে মল মল সোনার অঞ্চল।
গম্ভীর সাগর নীল, বিস্তৃত আকাশ,
শোভার আধার গিরি, জননীর পদে
পড়ে থাকে, দূরে জীর্ণ পতাকার মত।
ভাদ্রের জাহ্নবীসম পূর্ণ-প্রবাহিণী,
কূলে-কূলে-জলে-পূর্ণা, ছাড়ি চঞ্চলতা,
গম্ভীর, আয়ত, স্থির, গজেন্দ্র-গামিনী;
ফুটিয়াছে লাখে লাখে সোণার কমল,
তীরে তীরে মহীরুহ স্থির দাঁড়াইয়া,
বৈতালিক-পাখি-কণ্ঠে গায়িছে মহিমা,
কেহ বা অর্পিছে পুষ্প চরণ-কমলে;
অনাবিল-প্রেমময়ী চুম্বিছে সাদরে,
যা কিছু পরিছে মুখে, সন্তানে যেমন
করে স্নেহ অহরহঃ বৎসলা জননী।
যেমনি অবোধ শিশু, মাতৃ বক্ষে উঠি,
ধরি জননীর কণ্ঠ হর্ষে-মাতোয়ারা,
হেরে মুগ্ধ জননীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
সুগোল নিটোল দেহ, কান্তি কমনীয়,
তেমতি হেরিত যদি কোন ভাগ্যবান্
জননীর এই দেহ রূপের আধার,
বিস্ময়ে থাকিতে চাহি জননীর পানে,

আত্মহারা, পৃথ্বীভোলা পাগলের মত।
নিরমি প্রতিমা স্বর্ণ, অর্চ্চনার তরে,
পুণ্যতিথি মাঝে তাঁয় করিলে স্থাপন,
পবিত্র মন্দির-বক্ষে, রাশি রাশি ফুল
ফেলি তাঁর পদতলে, প্রেমে গদগদ,
দেখে যথা ভক্তজন প্রতিমা সুন্দর,
তেমনি সুন্দর, কিংবা তাহতে অধিক,
রূপের শেখর, পুণ্য, জননী আমার।
এমনি নীরবে বসি ভারত জননী,
সুরম্য প্রাসাদ-বক্ষে রত্নসিংহাসনে,
খুলিয়া গবাক্ষ-দ্বার, আজি উষাকালে,
মুগ্ধনেত্রে হেরিলেন পূরব-আকাশ,
দেখিলেন নির্ম্মাতার অপূর্ব্ব কৌশল।
যে সৃজিল এসুন্দর, সে জানি কেমন!
মায়ের সমগ্র পুরী, উষার আলোকে,
হইল সুবর্ণরাঁগে রঞ্জিত, সুন্দর;
যেন কোন রম্যকর্ম্মা বিচিত্রকৌশলী,
কোন দূর স্বর্গ হতে নামি আচম্বিতে,
নিরমিলা স্বর্ণ পুরী বিশ্ববিমোহিনী।
বিচিত্র প্রাসাদ-চূড়া সুবর্ণ কিরণে
সুবর্ণের চূড়া সম ভাসিতে লাগিল,
উঠিল আকাশ-পথে কোটি বৈজয়ন্তী
স্বর্ণময়, রূপে তার ভাসিল আকাশ।
বাজিল কাঁশর, ঘণ্টা, করি উন্মাদিত

মায়ের বিস্তৃত পুরী, কোটি কোটি কণ্ঠে
বিঘোষিল পুণ্যময় 'মহিমনঃ' স্তব।
দেখিতে দেখিতে ধীরে দেখিলা জননী
এই দুই তিন করি পূরব আকাশে,
শত শত ক্ষুদ্র মেঘ ভাসিতে লাগিল,—
ক্ষণতরে, প্রভাতের সুবর্ণ কিরণে,
উঠিল সহস্র গিরি কনক, সুন্দর,
নাচিল আকাশপথে বায়ুর কৃপায়।
ক্রমে ক্রমে সমুজ্জ্বল প্রভাত-আকাশ,
করি আচ্ছাদিত গর্ব্বে, কৃষ্ণ পয়োধর,
ভীম-মূর্ত্তি, প্রকৃতির সুহাসি ভাঙ্গিয়া,
উঠিলেক গাঢ়তর, ভৈরবহুঙ্কারে
ডুবাইয়া প্রকৃতির রম্যবীণা রব,—
ধীরে ধীরে মেঘ-তলে ডুবিল তপন।
হায়রে, এমনি ভাবে করাল রাক্ষসী,
অসরলা, কূটনেত্রী সাজি উন্মাদিনী,
কৃষ্ণকেশদাম, গর্ব্বে এলায়ে অম্বরে,
হা হা রবে মহামুখ করিয়া ব্যাদান,
রণচণ্ডী, ধরি করে খরকরবাল,
পবিত্র-সরলা-দেবী করি বিদূরিত,
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা-ধূমে করে অন্ধকার,
ধবল সোনার রাজ্য মানস-মোহন।
দূর অতীতের গর্ভে, ইতিহাস-পটে,
এমনি সোনার রাজ্যে তুলি কোলাহল,

ভেঙ্গে দিয়ে প্রকৃতির সুখের স্বপন,
আলোকেতে অন্ধকার, চন্দনে কর্দ্দম,
কাঞ্চনে ধরিয়ে কাচ, কূট দুর্য্যোধন,
আঁকিলা ভীষণ চিত্র, হেলিয়া সুন্দর ;
আজো তাহা দেখি নর উঠে চমকিয়া।
সুখে দুঃখ, হাস্যে কান্না, হরিষে বিষাদ,
দেখিলা প্রভাতে মাতা সুনীল গগন,
গাঢ়তর, গাঢ়তর, ঢাকিল আঁধার।
চমকিল সৌদামিনী, গুড়ুম্ গুড়ুম্
ডাকিল ভৈরব-মন্দ্রে কৃষ্ণ পয়োধর,
সীমা হ'তে সীমান্তরে কাঁপিয়া উঠিল
সৌররাজ্য, ভয়ে ভয়ে প্রকৃতি সুন্দরী
ঢাকিল সুন্দরমুখ তিমির-বসনে,
শোকে দীনা, বিমলিনা বিধবার মত
মুহুর্মুহু দীর্ঘ দীর্ঘ ফেলিলা নিশ্বাস।
অকস্মাৎ জননীর নির্ম্মল হৃদয়,
বৈশাখী নীরদমালা করি অন্ধকার,
তাণ্ডবিয়া মহাগর্ব্বে, মহারব করি
আবরিল, প্রবেশিল নন্দনে দানব।
যেন কোন যাদুকর মায়ামন্ত্র বলে,
বিপুল, বিস্তৃতপুরী আনন্দ-মুখরা,
ভীষণ-শ্মশান-ক্ষেত্রে করি পরিণত,
নাচিলা কবন্ধসম উর্দ্ধবাহু করি।
কাঁপিল দক্ষিণ নেত্র, শুনিলা জননী

আপনার পুরী মাঝে শৃগালের রোল,
রক্ত-জিহ্ব নিশাচর, শ্মশান-বিহারী ;
উড়িল শকুনি-বৃন্দ অনন্ত আকাশে,
ছুটিল বিহগরাজি করি কল কল।
আচম্বিতে ঊর্দ্ধদিকে হেরিলা জননী,
উঠিছে আকাশমাঝে দিবসে তারকা,—
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ছুটিছে কখন।
উল্কাপাত, খরবায়ু, শৃগালের রব,
নয়ন-স্পন্দনে মাতা হইলা আকুল,
উঠিলা আসন ছাড়ি, চিন্তাকুলমনে,
সহসা ঠেকিয়া মাথা সোনার কপাটে
পড়ি গেল জননীর রতন কিরীট
গৃহাঙ্গণে, অশ্রুপূর্ণ হইল নয়ন,
দুরু দুরু মাতৃবক্ষ উঠিল কাঁপিয়া।
সবিষাদে বাহিরিলা কাতরা জননী,
শোঁ শোঁ রবে প্রবাহিল ভীম প্রভঞ্জন,
উড়িল তিমির সম ধূলি রাশি যত
পড়িল মায়ের নেত্রে, অঞ্চলে জননী
মুছিলেন আপনার সজল নয়ন।
হেন কালে সহচরী বিজয়া সুন্দরী,
জননীর পদ প্রান্তে হয়ে উপনীত,
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কহিতে লাগিলা,
"মহাদেবি, মোরা সবে আদেশে তোমার,
সমগ্র ভুবন সদা করি প্রদক্ষিণ,

দেখিতেছি কি ঘটিছে কাহার কপালে
কোন্ ক্ষণে কোন্ মতে দৈব-বিড়ম্বনে।
কভু মিশি মোরা দেবী মানবের সনে
সুন্দর মানব রূপে, কখনো আবার
পশি অন্তঃপুর-কক্ষে সাজিয়া রমণী,
কখনো আকাশে উড়ি, বিহঙ্গিনীরূপে,
দেখি হর্ষে অহরহ, অদৃশ্যে থাকিয়া,
পার্থিব ঘটনাবলী। কামচরী মোরা,
ইচ্ছামতে এ পৃথিবী করি পর্য্যটন।
সহস্র বর্ষের পথ, চক্ষুর নিমিষে
উড়ি, পড়ি মহাদেবি, তব কৃপাবলে।
আজি দেখিলাম দেবি, ভারতগগন
কাল বৈশাখের মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া,
নাচিতেছে উগ্রমূর্ত্তি প্রচণ্ড নিনাদে ;
কে জানে তোমার ভাগ্যে কিবা পরিনাম।
যথা যবে মাংস-খণ্ড লইয়া গৃধিনী
উড়িলে আকাশ পথে, শ্যেন পাখিচয়,
কাঁপে ক্রোধে থরহরি, থাকে তাকাইয়া
আহরিতে মাংসখণ্ড ভাবিয়া সুযোগ,
ভারতে নৃপতিবৃন্দ রহিছে চাহিয়া,
তেমতি পরের রাজ্য করিতে লুণ্ঠন।
উঠিছে দক্ষিণাপথে প্রচণ্ড অনল,
ছাইছে আকাশপথ ধূম-অন্ধকারে,
অকস্মাৎ ভস্ম-স্তূপে হবে পরিণত

সোনার দক্ষিণ-রাজ্য। তেমতি আবার
পুণ্য আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপি, উঠিছে হুঙ্কার
রাঠোর চৌহানরাজ চাহে পরস্পর,
কার রক্তে বসুন্ধরা করিবে প্লাবিত।
এমহাদুর্য্যোগ হেরি ঘোর-সেনাপতি,
আবার বিপুলচমূ করিয়া সংগ্রহ,
ছুটিছে ভারতমুখে শ্যেনপক্ষীসম,
লুঠিতে ভারত-রাজ্য, মানব-শোণিতে
কলুষিতে জননীর কোমল হৃদয়।
অচিরে উঠিবে ঝঞ্ঝা, মহাভয়ঙ্কর,
কাঁপিবে ভীষণ রোলে আসিন্ধু হিমাদ্রি,
ভেঙ্গে যাবে প্রকৃতির অনন্দ-বাজার,
রাজপুরী শ্মশানেতে হবে পরিণত,
চরিবে মানব-বাসে উন্মত্ত শ্বাপদ।
দূতী মোরা, ভাল মন্দ বুঝিনা জননী,
ঘুরি মাত্র অহরহ পৃথিবী বিশাল,
দেখি স্থির-নেত্র-যুগে ঘটনার স্রোতঃ,
চিন্তি অনিবার, কেমনে তোমার পুত্র,
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ছাড়ি, ভুলিয়া কলহ,
শান্তি-সরে অহরহঃ করিবেক স্নান,
দূরে যাবে পঙ্ক, ক্লেদ, কলঙ্ক-কালিমা।
ভাবিনা তাহার ফল, কর্ত্তব্য আপন
সাধি মাত্র মোরা দেবি, নিবেদি তোমায়
যা দেখি জগতমাঝে সুখদুঃখময়।

যা বুঝ কর্ত্তব্য তব করগো বিধান,
রক্ষ নিজ পুত্রবৃন্দে, নতুবা অচিরে
কে জানে ঘটিবে কিবা বাঁধা ভয়ঙ্কর।"
এত বলি দূতী-শ্রেষ্ঠ প্রণমি আবার
জননীর পদযুগে, রহিলা নীরব।
যথা যবে নরদেহে কনক, সুন্দর,
দংশিলে দুরন্ত সর্প উর্দ্ধফণা করি
আশীবিষ, ঢলি পড়ে বিষে জর জর,
কালি হয়ে যায় ক্রমে সোণার প্রতিমা,
জননীর সৌম্য মুখ, হায়রে তেমতি,
ঢাকিল নিবিড় আজ বিষাদ-কালিমা।
নিশানাথ সুধাংশুর বিমল কিরণে
জ্বলি পুড়ি মর্ম্মে মর্ম্মে, দারুণ হিংসায়,
উঠিল আকাশে রাহু, করাল-বদন,
বিস্তারিয়া মহামুখ, ভৈরব হুঙ্কারে ;
ভয়ে ভয়ে শশধর হইল মলিন।
সজল-নয়না আঁখি মুছিয়া জননী
কহিলা বিষাদভরে "চললো বিজয়ে,
নেহারিব উঠি আজ 'দর্শন'-শিখরে
কি ঘটিছে পুরী মাঝে, পুত্রবৃন্দ মোর
ভুলিয়া মায়ের কাজ, কার প্রলোভনে,
চাহিতেছে পরস্পরে দারুণ হিংসায়।
দেখিব কেমনে তারা জননী ভুলিয়া
দারুণ ঈর্ষার পদে অর্পে ফুল দল ;

আরও দেখিব চল কেমনে যবন
তুলে অগ্নিকুণ্ডরাশি হৃদয়ে আমার।
দর্শন-শিখরে উঠি, দেখিয়া ভারত,
ছুটিব ভারতমাঝে, দাঁড়াইব খুলি
আপনার আভরণ রত্নরাজি যত,
দীনা হীনা বিধবার মত ; উঠিবে না
পুত্রবৃন্দ, হেরি পাশে, পুত্রপাগলিনী ?”
এত বলি চলিলেন ভারতজননী
‘দর্শন’ শিখর লক্ষ্যি, উঠি যার’পরে
দেখিবেন ভারতের ঘটনার স্রোতঃ।
চলিলা ভারত মাতা, চলিলা বিজয়া,
যথা গিরিরাজ গর্ব্বে করি উচ্চ শির,
দাঁড়াইয়া, পাঠাইয়া মায়ের ভুবনে
কন্যাবৃন্দে, পুণ্যময়ী তরঙ্গিণী রূপে,
ঢালি সুধাধারা যারা, জননীর মত,
পালিছেন মহাযত্নে মায়েব সন্তান।
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া মহীরুহরাজি,
ফেলিছে প্রসূন-দল গিরিরাজ-পদে,
কূজিছে বিহঙ্গ-শ্রেণী বাঁশরীর রবে।
সেখানে মেঘের ছায়া গভীর হুঙ্কারে
আবরিল মহাশৈল, মহীরুহ রাজি,
ভয়ে ভয়ে পাখিবৃন্দ তুলিল কল্লোল,
কেবল নাচিল শিখি উঠি গিরি-চূড়ে,
আপনার রম্য দেহ করিয়া বিস্তার,

কেকা রবে প্রকাশিয়া আনন্দ অতুল।
এমনি স্বদেশ-দ্রোহী উপেক্ষি স্বদেশ,
উপেক্ষি জননী অশ্রু স্বার্থান্ধ পামর
ভ্রাতৃরক্তে বসুন্ধরা করিয়া প্লাবিত,
উড়াইয়া আপনার বিজয় নিশান
উচ্চনালাম্বরকোলে, করি কলরব
নাচে হর্ষে মাতোয়ারা নর-কুলাঙ্গার।
হেরি সহচরী সঙ্গে ভারত কমলা,
শশব্যস্তে বনদেবী হয়ে অগ্রসর,
বন্দিয়া মায়ের পদ, কহিলা হাসিয়া
"পুণ্যবতী দাসী তব, দৈবের কৃপায়
হেরিলাম জননীর এরাঙ্গা চরণ,
জগতে অতুল। কহ দেবি, কি আদেশ,
কোন্ কার্য্য সাধিবে কিঙ্করী? কোন্ কর্ম্মে
পরিহরি আপনার অলকা-ভুবন,
আসিয়াছ এপ্রদেশে জগত-আরাধ্যে?
যে মহিময় পদ ধ্যানে দিবা নিশি
পাইনা দেখিতে, আহা বড় ভাগ্যবলে
সেই দেবী উপনীত আপন ইচ্ছায়।
সেবিব মা পা দুখানি, দাসীর কুটীরে
আগুসরি, দেও তারে চরণযুগল।
রঞ্জিব অলক্তে পদ, ক্ষৌম বস্ত্রদানে
সাজাইব রম্য দেহ, শুনাইব গীতি
ভুবনমোহিনী দেবি, কণ্ঠে পাপীয়ার,;

কভু বাজাইব বীণা, কখনো আবার
নাচাইব মহাহর্ষে করভ, করভী,
কুরঙ্গিণী, ফুলদলে সাজাইব বপুঃ ;
যা আছে আমার মাগো তাই দিব তুলি।”
নীরবিলা বনদেবী, মুহূর্ত্ত হাসিয়া
কহিলা ভারত মাতা, “পরম সন্তোষ
লভিলাম বনদেবি, তব আচরণে।
লভিতে অধিক সুখ ইচ্ছা ছিল মনে
হেরি তব শোভাময় নিকুঞ্জ মঞ্জুল,
কুরঙ্গ-করভনৃত্য, শুনি শ্রুতি ভরি
বেণু-বীণা-পাখিরব ; কিন্তু পুণ্যবতি,
দর্শন-শিখরে উঠি হেরিব সত্বর
ভারতে ঘটনাবলী। আজি আচম্বিতে
আবরিয়া এহৃদয় চিন্তাকাদম্বিনী
করিছে তাণ্ডব-নৃত্য, মহারব করি।”
এত বলি দ্রুত পদে চলিলা জননী,
চলিলা বিজয়া সঙ্গে, হাসি বনদেবী
কতদূর পাছে পাছে হরিষে চলিয়া,
দেখাইলা গিরিরাজে সুন্দর-মূরতি।
যেন কেহ আঁকিয়াছে সুনীল আকাশে
বিচিত্র সুকৃষ্ণ মেঘ, চূড়া রাজি তার
উঠিয়াছে মহাগর্ব্বে নীল নভস্তলে
রাজিছে অসংখ্য ধ্বজা সুনীল, সুন্দর,
নয়ন ভরিয়ে যার রূপের শোভায়।

ফিরিলা আপন গেহে কানন-ইন্দিরা,
উঠিলা ভারতমাতা দর্শন-শিখরে
বিজয়া সঙ্গিনী সঙ্গে। কেমন সুন্দর!
ওই মহাদেশ দূরে বিস্তৃত, বিশাল,
প্রাচীনে কহিতে যারে জম্বুদ্বীপ বলি;
সুক্ষণে ভরত রাজা আপনার নামে
স্থাপিয়ে বিপুলকীর্ত্তি পুণ্য, অনশ্বর,
রাখিলা 'ভারত' নাম, যে পবিত্র নামে
পরিচিত এজগতে সোণার ভারত।
উত্তরে অচল-রাজ মানদণ্ড রূপে
সসাগরা ধরিত্রীর, শ্যামল-বসনা,
দাঁড়াইয়া স্থির, ধীর, গম্ভীর-মূরতি,
বিমল আকাশপটে ছড়ায়ে শেখর,
পবিত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা, মহাঋষি সম,
চাহিছেন ঊর্দ্ধদিকে, যেন জগতের
বিপুল সৌন্দর্য্যে মগ্ন, যাঁহার কৃপায়
রচিত এ সৌর রাজ্য, তাঁহার উদ্দেশ্যে
ফিরাইছে আঁখি যুগ অশ্রান্ত, অসীম।
বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায়
বহিতেছে মহারঙ্গে করি কল কল
পরশি জননী অঙ্গ, পরশে পরশে
কি অপূর্ব্ব সুধারাশি প্রবেশিয়া দেহে
ডুবাইছে শ্রান্তি ক্লান্তি আনন্দ-সাগরে।
রাখিছেন সাজাইয়া পুণ্য তরঙ্গিনী

অনন্ত শ্যামল বৃক্ষে ফল-ফুল-শোভী,
আপন প্রতীররাজি, বিহঙ্গমশ্রেণী
তুলিয়াছে শত কণ্ঠে মহিমা-সঙ্গীত
জননীর, পূর্ণ করি সুনীল অম্বর।
তার নীচে বিরাজিছে সুনীল সাগর,
আস্ফালি তরঙ্গ বাহু আনন্দে অধীর,
দানিছে মুকুতা রাজি মায়ের চরণে
ঢালিতেছে শতমুখে অজস্র সম্পদ,
ভাসায়ে বাণিজ্যপোত বক্ষে আপনার।
পশ্চিমে মহান সিন্ধু, গরজি মহান্,
উত্তালতরঙ্গমালা তুলি শূন্য দেশে,
প্রক্ষালিয়া জননীর চরণযুগল,
চুম্বিছে অনন্ত কাল, অনন্ত সঙ্গীতে
পূর্ণ করি বসুধার শ্রবণযুগল।
দক্ষিণে অসীম সিন্ধু মহাভয়ঙ্কর
শোঁ শোঁ করি মহাগর্ব্বে রণচণ্ডীসম,
তুলিয়া বিশাল বাহু মহাশূন্যকোলে
আছাড়িয়া, রাখিতেছে মায়ের চরণ
শত্রুর সমগ্র শক্তি করি অবহেলা।
জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, কাবেরী
পুণ্য-তোয়া, বহিতেছে মাতৃস্তন্যরূপে
পালিয়া বিশাল দেশ সুধাধারা দানে,
সাজাইয়া জননীর বক্ষ সুবিশাল ;
নানা শস্যে নানা বর্ণে হাসিছে জননী,

'সুজলা,' 'সুফলা' শ্যামা আপনার রূপে।
কি সুন্দর অন্নপূর্ণা, শোভার ভাণ্ডার,
রূপে এবিপুল বিশ্ব করি পরিম্লান,
হাসিছে মধুর হাসি বিমলবদনী,
জগত ভাসিয়া উঠে হাসির ছটায়।
কি নাই ভারত বক্ষে ? নশ্বর জগতে,
স্থানে স্থানে যে যে দ্রব্য রম্য, শোভাময়,
সে পদার্থ বিরাজিছে মায়ের হৃদয়ে,
হাসিছে রূপিণী মাতা আপন বৈভবে।
বিচিত্র আকাশ-লেহী মহামহীধর,
বহুদূর-বিসর্পিণী, পুণ্য তরঙ্গিণী,
অথবা নয়ন-লোভা, রম্য সরোবর,
বিস্তৃত-ভীষণ-মরু-প্রদীপ্ত-শ্মশান,
বিরাজিছে জননীর সুবিশাল পুরে।
গ্রহগণে যথা সূর্য্য, প্রসূনে কমল,
তারকায় শুক্র তারা, তেমতি ভারত
পুণ্যকর্ম্মা বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
এ ভারত জগতের মঞ্জুল উদ্যান,
বিশ্বশোভা, সৌন্দর্য্যের বিপুল ভাণ্ডার।
হেরিলা ভারত-লক্ষ্মী সেই প্রাতঃকালে,
ভারতের রম্যকান্তি, মানসমোহিনী,
ডুবিল নয়নদ্বয় রূপের সাগরে,
অন্যমনা স্থিরনেত্রা রহিলা চাহিয়া।
যেন দেব বিশ্বকর্ম্মা নিরমি জগৎ,

একত্র জগত পুনঃ করিয়া সৃজন,
উৎসর্গিতে বিভুপদে, শোভার ভাণ্ডার,
নিরমিলা এভারত, প্রসূনের মালা,
পরাইতে প্রেমানন্দে বিশ্বের ঈশ্বরে।
যেন ভক্তজন কত বৎসর ব্যাপিয়া
নিরত গভীরধ্যানে, ভাঙ্গি মহাধ্যান,
সাজায়ে নৈবেদ্য পুণ্য জগদীশপদে
করিলেন সমর্পণ। পতিবিরহিণী
বৃন্দাবন-কুঞ্জধামে শতেক বৎসর,
গেঁথেছিলা বন-ফুলে মালিকা সুন্দর,
আজি জানি কোন্ বিধি হইয়া সদয়,
পাঠাইলা কাম্যধনে, বিনোধিনী রাধা
উপহার দিল মালা কাম্যের চরণে,
হাসিল নিকুঞ্জবন, গায়িল যমুনা,
শিখিনী শিখীর সঙ্গে তমালে নাচিল,
পঞ্চমে ধরিল তান সুকণ্ঠ কোকিল,
উঠিলেক বিশ্ব যুড়ি আনন্দকল্লোল।
কহিলা বিজয়া দূতী অঙ্গুলিসঙ্কেতে
দেখাইয়া ভারতের অবস্থা ভীষণ,
"দেখ মা, ব্যাপিয়া আজ ভারত আকাশ,
কেমন উড়িছে গর্ব্বে শকুনি গৃধিনী,
কেমন নাচিছে শিবা মহারব করি
বিস্তৃত ভারতবক্ষে, শুন মাঝে মাঝে
উঠিছে বিকটকণ্ঠে কুররী ক্রন্দন

ভেঙ্গে দিয়ে শান্তিরাজ্য, সুখের ভবন,
দেখ মা দক্ষিণাপথ, নৃপবৃন্দ যত
তাকাইছে পরস্পরে, ভাবিছে সুযোগ
কেমনে অন্যের রাজ্য করিবে লুণ্ঠন।
হের পুণ্য আর্য্যাবর্ত্তে উঠিছে কেমন
প্রচণ্ড অনলশিখা মসীময় ধূমে
আবরিয়া দিঙ্মণ্ডল, কে জানে কখন
জ্বলিবে বিপুল বহ্নি, পতঙ্গের মত
পড়িবে রাজন্যবৃন্দ অনলের মুখে,
শোকাশ্রুতে পরিপ্লাবি বক্ষ জননীর।
এমহাসুযোগ হেরি, আবার যবন
লইয়া বিপুল চমূ, ভৈরব হুঙ্কারে,
আসিতেছে রণ ক্ষেত্রে, করিতে বিজয়
সোণার ভারত-রাজ্য, দিতে উড়াইয়া
ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র সুনীল অম্বরে,
বিদলিতে বিধর্ম্মীর কনক কেতন।"
হেরিলা ভারতলক্ষ্মী অনন্যমানসে
ভারতে ঘটনাবলী, চিন্তায় আকুল
চাহিলেন ভারতের পূরব গগনে,
অশ্রুতে ঢাকিল মার নয়ন যুগল,
কাঁদি উঠি দেখিলানা প্রান্ত গগনের।
অভাগিনী, মুছি আজ নয়নের জল,
কহিলা কাতরকণ্ঠে "শুনলো বিজয়ে,
যাব আমি দ্রুতবেগে ভারত ভুবনে,

তুলিব আমার পুত্রে ভুলায়ে বিদ্বেষ
রাখিতে আপন মায়। দেখিব কেমনে
কোন্ মন্ত্রে করে জয় আমার ভবন
দুরন্ত যবনবৃন্দ। যাও ত্বরা করি
মমপুরে সাবধানে থাকিও সতত,
দেখিও সতত লক্ষি জ্ঞানের কানন,
অঙ্ক-দ্রুম, মনোহর, অতুল জ্যোতিষ,
সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, বাণিজ্য সুন্দর,
শিল্প মহামহীরুহ, ব্রাহ্মণ-ভবন,
যাবৎ না ফিরি আমি আপনার পুরে
বিপুল ভারতবর্ষ করি নিরীক্ষণ।"
এত বলি চিন্তাকুলা ভারতজননী
উড়িলা আকাশ পথে, উঠিল সহসা
এককালে শত চাঁদ নীল ব্যোমতলে,
আঁধার কাননে কিংবা ফুটিল কুসুম।
ছাড়িয়া দর্শন-গিরি মায়ের আদেশে
ছুটিলা বিজয়া লক্ষি মায়ের ভবন।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতয় সর্গ—মন্ত্রণা (কানোজ)।

অস্ত গেল দিনমণি, আইল রজনী,
শোভিল অনন্ত তারা অনন্ত গগনে
নীলিম. বিশাল, স্থির, নির্ম্মুক্ত, সুন্দর ;
উঠিলেন ধীরে ধীরে রম্য শশধর
ঢালিয়া কিরণ রাশি, হাসায়ে জগত ,
আপনার পুণ্যময় শ্বেত সিংহাসনে।
চলিলেন তরঙ্গিনী তেমনি আবার
হাসি হাসি, গেয়ে তাঁর অনন্ত সঙ্গীত,
পরার্থ-রূপিণী দেবী জীব-প্রেমাকুলা,
কর্ম্মক্লান্ত অবয়বে না করি বিশ্রাম,
ঢালিতে ভুবন যুড়ি শ্যাম শস্যরাশি।
আনন্দে ফুটিল ফুল, বিমল বদন,
সরায়ে মুখের বস্ত্র, অপরের তরে
ঢালিয়া মধুর গন্ধ জীবন-মোহন।
ফুটিল কুমুদ-রাজি রম্য সরোবরে,
অনম্বরে হেরি রম্য প্রিয় প্রাণেশ্বর,
মানবহৃদয়ে যেন সরলাসুন্দরী
দেবের প্রতিমা খানি করি পুণ্যতর,
হাসিছেন ঢল ঢল আপনার মনে।
মুদিলেন কমলিনী সুন্দর আনন,
ডুবে গেল অন্ধকারে দেখি দিনকর,
পতি বিরহিনী ঢাকি বিষাদ ছায়ায় ;

এমনি বিরাজে সুখ দুঃখ ধরাতলে।
কাননে ডাকিল পাখী ‘জয় জগদীশ’
সায়াহ্নে বিভুর গীতি উচ্চে উচ্চারিয়া,
মুক্ত কণ্ঠে পরিপ্লাবি সমগ্র ভারত।
ছুটিল আনন্দে নাচি মন্দ সমীরণ,
প্রেমময়, জগতের আনন্দে বিভোল,
চুম্বিল প্রসূন রাজি, পত্র, মহীরুহ,
চুম্বিল তটিনী, জল, কুমুদ, কহ্লার,
চুম্বিল শৈবালদল, হিংসা দ্বেষ ত্যজি,
উচ্চ, নীচ, ধনী, দীনে সমভাবে তুষি
অবনীপ্রেমিক মত্ত প্রেমে অবনীর।
সুদূরে সুনীলাম্বরে মেঘ দেহে মিশি,
চকোর সুবর্ণ-দেহ, চন্দ্রিকার তরে,
মিটাইতে আপনার অদম্য পিপাসা,
বরষিলা পৃথ্বী মাঝে সুস্বর অতুল।
নিকুঞ্জে পাতায় ঢাকা গোলাপে যেমতি
ধীরে ধীরে সমীরণ পতত্র-গুণ্ঠন,
সরাইয়া, বহি নিজে সৌরভ তাহার,
মাতায়ে বিশ্বের জীবে, বলে তার কানে
‘অদূরে পাতায় ঢাকা সুন্দর গোলাপ’;
তেমতি সে মধুস্বর প্লাবিয়া আকাশ,
ভাঙ্গি নৈশ নিস্তব্ধতা, মেঘলোক হতে
নামি অতি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে
কয়ে দিলা নরকর্ণে অদূরে আকাশে,

চন্দ্রমার পাশে পাশে ঘুরিছে চকোর –
সুদূর কাননে বংশী, আপনার মনে,
ফুল্লচন্দ্রালোকমাঝে ঘন ফুকারিছে।
যেন কোন বংশীধর লইয়া মুরলী
উঠিলা নীরদ-গায় বসিয়া আকাশে.
গায়িলা জগত যুড়ি আনন্দসঙ্গীত
আনন্দে এরম্য বিশ্ব উঠিল স্পন্দিয়া।
এমনি সময়ে দূরে জাহ্নবীর কূলে.
কানোজের প্রান্তভাগে কান্যকুব্জ-পতি,
উদ্যানবাটিকামাঝে পাত্র মিত্র নিয়ে
সমাসীন জয়চন্দ্র। ফুটিয়াছে ফুল
নানা জাতি, নানা রঙ্গে অনিলে দুলিয়া।
ছড়াইছে আপনার রম্য পরিমল
গুন্ গুন্ মধুলোভে ছুটিছে ভ্রমর।
শরতের নানা পাখী নানা গীত গেয়ে
মুখরিছে নৃপেন্দ্রের সাধের উদ্যান,
উড়িছে পড়িছে কেহ; শরত সুন্দরী
হাসিছে বিমল হাসি আপনার রূপে।
শোভিছে উদ্যান বক্ষে রম্য অট্টালিকা
কত সাজে, কারুকার্য্যে শোভিত সুন্দর,
হিন্দুর বিচিত্র শিল্প, দেয়ালে দেয়ালে
কত বৃক্ষ, মুখরিছে কত বিহঙ্গম,
বসি তায় মধুকণ্ঠে, মহীরুহ রাজি।
উচ্চ চূড়া মিশিয়াছে অনন্ত আকাশে

উঠিছে তাহার'পরে বিচিত্র কেতন,
বক্ষে ধরি পুণ্যময় ত্রিশূল বিশাল।
স্বর্ণ স্তম্ভ সারি সারি, হীরকের ফুল,
পান করে মধু তার স্বর্ণ বিহঙ্গম,
বসিয়া সোণার পত্রে, কত ফুল পাশে
উড়িছে সোণার ক্ষুদ্র সুন্দর ভ্রমর।
এই অট্টালিকা মাঝে বসিয়া নৃপেন্দ্র
বীরবর জয়চাঁদ, পার্শ্বে চারি জন
কানোজের পুত্ররত্ন ; রত মন্ত্রনায়
কেমনে সাজিবে তারা যবন-সমরে।
এমনি কুসুমদামে থাকে লুকাইয়া,
তীক্ষ্ণ বিষধর ফণী অন্যের অলক্ষ্যে,
এমনি সোণার চর্ম্মে রাখে ঢাকা দিয়া,
অন্তরে গরল রাশি কনক মাকাল,
দেখাইয়ে জগজনে রূপ অতুলন।
বসি রত্নসিংহাসনে কানোজ-ঈশ্বর,
বসিছে দক্ষিণ পার্শ্বে সচিব যুগল
বুধঃশ্রেষ্ঠ রামসিংহ, ধনীন্দ্র বিমল
কনোজের কর্ণধার। বামপার্শ্বে বসি
সেনাপতি ভীমসিংহ সমরে দুর্ব্বার,
বীরবর তুমরাজ রাঠোর-প্রসূন,
দেশ-প্রিয়, শান্ত, ধীর, হিন্দু-অলঙ্কার।
দীপিছে উজ্জ্বল দীপ কক্ষ উদ্ভাসিয়া
বিমল কিরণ-মালে, প্রশস্ত, সুন্দর,

হাসিছে বিপুল কক্ষ, রত্নরাজি যত
প্রতিদানে রম্য কর দিতেছে ফিরায়ে।
এরূপে অতীত নিশি প্রথম প্রহর,
বাজিল প্রহর-ঘণ্টা রাজেন্দ্র-ভবনে,
হুঙ্কারিল রক্ষিবর্গ চীৎকারি গভীর,
নৈশ নীলাকাশে ক্রমে উঠি স্বররাজি,
মিশাইল আকাশের দূর সীমানায়।
কিন্তু সে উদ্যান-মাঝে নাহি কোলাহল,
ক্বচিৎ কোথাও পাখী ডাকিল হরিষে,
ক্বচিৎ নাচিল লতা মন্দ সমীরণে,
ক্রমে ক্রমে নৃত্য গীত হয়ে এলো শেষ।
নীরব উদ্যান রম্য, নীরব অবনী,
নীরব বিস্তৃত কক্ষ, মন্ত্রী চারিজন
চাহিতেছে রাজপানে, গভীর চিন্তায়
নিরত কনোজ পতি বীরকুল-ভূষা ;
কখনো মুদিল আঁখি, কখনো মেলিয়া
ভাবিল কর্ত্তব্য নিজ, রাজদণ্ড ভালে
কখনো উঠিল নাচি প্রদীপ্ত শোণিতে,
কখনো চক্ষুর তারা উঠিল জ্বলিয়া।
কতক্ষণ (কে বলিবে কতক্ষণ ?)
এইরূপে স্থির, ধীর, ভাবিয়া গম্ভীর,
ভারতের ভাগ্যলিপি কনোজ-ঈশ্বর,
কহিলেন মন্ত্রি-বৃন্দে করি সম্বোধন,—
"মন্ত্রিবর রামসিংহ ! ধনীন্দ্র বিমল !

ভ্রাতৃ-বর তুম্‌রাজ! বীর ভীমসিংহ,
রাজভক্ত-কুলরত্ন! আজি নিশাকালে
আনিয়াছি ডাকি সবে ঘোর মন্ত্রণায়।
তোমরা কানোজ-রত্ন মায়ের ভরসা;
তোমাদের বুদ্ধি বলে রাঠোর-সন্তান
বিশাল ভারত-বক্ষে বিজয়-পতাকা
উড়ায়েছে মহাগর্ব্বে প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন।
কুসুমে কমল যথা, গ্রহে গ্রহরাজ,
তেমতি ভারত-বক্ষে পবিত্র কনোজ,
মা আমার ভাগ্যবতী সম্পদ্‌-শালিনী
রাখিয়াছে নিজ গর্ব্ব বিশাল ভারতে।
অতীতের মহাগর্ত্তে হয়েছে বিলীন
বরষ সহস্র তিন, যখন দ্রুপদ
ভারতের নৃপ-সূর্য্য মহিমা-কিরণে
উদ্ভাসিল চরাচর,—হাসিল জগত
হাসে যথা সূর্য্য করে প্রফুল্ল কমল,—
লভিয়া যাঁহার কন্যা, বিশ্বে অতুলন
কুরু-কুল-ভূষা পার্থ, টঙ্কারি গাণ্ডীব
লইলা অর্দ্ধাংশ নিজ কানোজের বলে।
সেদিন ভারতবর্ষ আনত, প্রণত,
দেখেছিল ভীত, ত্রস্ত, শক্তি কানোজের
ভারতের ইতিহাস মগ্ন অন্ধকারে,
কানোজ তখন গর্ব্বে ভারত ব্যাপিয়া,
বিস্তারিল আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

আপনি জাহ্নবী দেবী বহি কল কল,
ধোয়াইছে জননীর চরণ যুগল,
পুরিছে সোণার দেশ শ্যামশষ্যরাশে,
শতমুখে বিতরিছে অতুল ভাণ্ডার,
বানিজ্য-ব্যবসা-দ্বারে, ভাস্কর বিদ্যায়,
নানা শিল্পে বসুন্ধরা জননী আমার।
তারপর গত মাত্র পাঁচশ বৎসর,
উঠিলা যখন দর্পে শ্রীহর্ষবর্দ্ধন,
ভারতের রাজ-কুল-চূড়া, যাঁররূপে
আপনি অশোক মৌর্য্য হয় বিমলিন,
(যথা শশধর ম্লান ভানুর উদয়ে)
গায়িলা মায়ের কীর্ত্তি গান্ধার হইতে
কুমারীকা অন্তরীপে, একচ্ছত্র রাজা,
পূরবে বিজয়ি গর্ব্বে ইন্দ্রজালপুরী
কামরূপ, গর্ব্বে জয়ি মালব পশ্চিমে,
দক্ষিণে চালুক্য-গর্ব্ব খর্ব্বি মহাবাহু,
উড়াইলা আপনার বিজয়-কেতন,
এই মহাদেশ যুড়ি—আজিও চারণ
গায় হর্ষে করি নৃত্য উত্তরে দক্ষিণে,
দাক্ষিণ্য, করুণা, বীর্য্য, পুণ্য নৃপতির,
ধার্ম্মিকত্ব, বৎসলতা, কবিত্ব অতুল।
তিন শত বর্ষ গত যবে ভোজ রাজ
মিহির, মিহির সম ভেদিয়া তিমির,
বিক্রম-আদিত্য রূপে ভারত-আকাশে

উঠিয়া, দানিলা কর মানস-রঞ্জন,
ভাসিল সমগ্র দেশ তাঁহার কিরণে।
নগরে, কান্তারে, দূরে, শৈল-মালা'পরি,
আজি ও ভোজের গাথা, কীর্ত্তি রাশ যত
গায় হর্ষে নাচি নাচি উন্মত্ত চারণ,
আজি ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ বসুন্ধরা
উৎকর্ণ তাঁহার কীর্ত্তি করিতে শ্রবণ।
যত দিন রবে বীর্য্য আদৃত জগতে,
দীনে দয়া, পুণ্য বিদ্যা, কৃপণে আশ্রয়,
পরার্থে মহান্ ত্যাগ, ততদিন রাজা
মিহির বিক্রমাদিত্য—ভারত আদিত্য
ঢালিবে কিরণ মালা ভারত-অম্বরে,
উল্লাসে গায়িবে পাখী, বহিবে সমীর,
নাচিবে লতিকাবৃন্দ, হর্ষে মহীরুহ,
পরিবে সোনার চূড়া, সোনার বসন
মহানন্দে তরঙ্গিণী. মানবসন্তান
শয্যা ত্যজি উঠিবেন স্মরি জগদীশ।
শতেক বৎসর পরে মহেন্দ্রের মত
উঠিলা মহেন্দ্র পাল এই পুণ্য ভূমে,
গায়িলা মায়ের গীতি প্রাণ বিমোহিনী,
আনন্দে উঠিল নাচি বিশ্ব সসাগর।
কত কব কীর্ত্তি রাশি কানেজ মায়ের?
কে পারে গণিতে নভে কত কোটী তারা?
কে পারে চিত্রিতে তার ক্ষুদ্র তুলিকায়

আকাশের নীলবর্ণ, সাগর-গাম্ভীর্য্য ?
উঠিল সাহিত্য-রাজ্যে সাহিত্য-সম্রাট্
বানভট্ট ; নাট্য-রাজ্যে কবি ভবভূতি,
হেলি কালিদাস-গাথা গায়িলা মহর্ষি
পবিত্র মৃদঙ্গ-ঘোষে ; বাক্‌পতিরাজ
প্রাকৃত-সাহিত্য-রাজা ; জগতে অতুল
রাজ-কবি-কুল-চূড়া শ্রীহর্ষ আপনি।
ধন্য মোরা সেই দেশে লয়েছি জনম,
তাঁদের চরণ-রেণু যত্নে অনুসরি,
আমরাও সেই পথে হয়ে অগ্রসর
রাখিব কানোজ-গর্ব্ব ; শরীর-শোণিতে
মুছিব ভীরুত্ব-কালি, দিব মনঃপ্রাণ
উৎসর্গিয়া জননীর পুণ্য পদতলে।
আমরা রাঠোর, নহি ক্ষত্রিয়ে অধম,
গুণে, জ্ঞানে, মানে, বলে ক্ষত্রিয়ের চূড়া,
খুলিয়া পিধান হ'তে খর করবাল
ভীম পিতামহবৃন্দ এ সোনার দেশ
করিলা বিজয় গর্ব্বে। সেই দিন হতে
জননী জনমভূমি শ্যামল কানোজ।
কিন্তু হায় ? কি বলিব বুক ফেটে যায়,
(স্মরিলে সে সব কথা) অধম চৌহান,
মেচ্ছ বলি চিরদিন ঘৃণি মোরা যারে,
পাইল দিল্লীর তক্ত কূট মন্ত্রনায়,
দহিল শরীর মম ক্ষোভ-তুষানলে।

উষার ললাটে যথা বালারুণফোটা,
তেমতি ভারতমার রাঠোর সন্তান ;
হেন কুলে কি বলিব দুষ্ট দুরাচার
প্রবেশিয়া চোর বেশে, করিয়া হরণ
রাঠোর-দুহিতৃ-রত্নে পাপাত্মা অধম,
করিলেক কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।
সেই হতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
চৌহানের তপ্ত রক্তে প্লাবিব মোদিনী,
হৃদয়ের তৃষাণল করিব নির্ব্বাণ,
তুষিব অমরাবাসী পিতামহগণে
চৌহানের শোনিত-তর্পণে। কি বলিব,
হয় যদি প্রয়োজন প্রতিজ্ঞা সাধিতে,
লইব মহেন্দ্র-বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল,
ফেলিব হিমাদ্রি-চূড়া যমুনার জলে।
উলঙ্গ-কৃপাণ-করে অনম্বরে উঠি,
আকাশের মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করি,
তুলিব আকাশে ভানু হৃদয়-রঞ্জন,
মাতিয়া উঠিবে বিশ্ব, গাবে বিহঙ্গম,
গাবে মন্দ সমীরণ, নাচিবে বল্লরী
নাচিবে তরুর পত্র, নাচিবে তরঙ্গ
মনোরঙ্গে তরঙ্গিণী-বক্ষে সুমধুর,
উন্মত্ত উঠিবে নাচি মানব-সন্তান।
অহো কি ভীষণ দৃশ্য আকাশের পটে !
লাজে ক্ষোভে হায় ! আজ কনোজ-কমলা,

তেয়াগিয়া রম্যহর্ম্ম্য, সাজি উলঙ্গিনী,
মুক্তকেশা, হি হি রবে কাঁপায়ে জগত,
দলি বামা পদ তলে শিব আপনার,
সঙ্কেতিছে আপনার এলানো কুন্তলে
দাঁড়াইতে রণরঙ্গে রাঠোর-সন্তানে।
আজি মোরা মাতৃ-আজ্ঞা করিব পালন ;
উড়াইয়া রাঠোরের বিশাল ত্রিশূল,
কর আক্রমণ সবে দিল্লীর প্রাচীর
ডুবুক চৌহান-লক্ষ্মী শোনিত-সাগরে,
উঠুক নাচিয়া রঙ্গে কনোজ-কমলা,
আনন্দে দানুক হুলু দিগ্ধ্বনিকর।
কার কিবা ইচ্ছা বল ; করিয়া আকুল
সিন্ধুর সলিল রাশি অগাধ, অসীম,
বাজিতেছে তার স্বরে যবন-বিষাণ।"
যথা বরষার মেঘ গুমরি গম্ভীর,
গরজি অশনি-নাদে, চমকি বিদ্যুৎ,
গভীর নিশ্বাস ফেলি ঘোর হুহুঙ্কারে,
মুক্তকেশা রহে চাহি পৃথিবীর পানে
এক দৃষ্টে তীব্র-আঁখি লোহিত-নয়ন,
তেমতি কনোজরাজ অনল-নয়নে,
চাহিলা দিল্লীর পাণে জিঘাংসা-আকুল।
ভারত-ভবিষ্য-ভাগ্য বলি এইরূপে,
কুক্ষণে রাঠোররাজ ভুলিয়া জননী,
পুত্রের পবিত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,

হিংসার চরণ-তলে সঁপি ফুলদল,
সাজিলেন দেশদ্রোহী নর-কুলাঙ্গার।
এরূপে ভ্রান্তির মোহে মজিয়া রাঠোর
দিয়া কুমন্ত্রনা হায়! মন্ত্রনার সাজে,
ঢাকিয়া কুসুম-দামে দুষ্ট কালসাপ,
বসিলা আসনোপরি। এমনি করিয়া
জিংঘাংসার রূপরাশি আপাতসুন্দর,
হেরিয়া মানব-পুত্র তাহার চরণে
অর্পিলে আপন প্রাণ, সুমতি সুন্দরী
দেববালা, যায় চলি ঢাকিয়া বদন,
ভয়ে ভয়ে পরিহরি মানবের পুরী।
এমনি করিয়া ভ্রান্ত, অন্ধ, মূর্খ নর,
হেরিয়া পলাশ-বন, মানস-মোহন,
মঞ্জুল, বিস্তৃত হায়! তেয়াগি রসাল,
অবলেপে যায় চলি পলাশের বনে,
তুলিয়া মধুর হাসি কুমতির মুখে,
বিষাদে কাঁদয়ে একা সুমতি সুন্দরী।
দাঁড়াইলা ভীমসিংহ সমরে দুর্ব্বার,
মৈনাক পাহাড় যেন রহি অম্বুতলে
হেরি আজ অনম্বরে পবনতনয়ে,
বাড়াইলা আচম্বিতে সুন্দর শিখর,
ভাসিল সুন্দর পুরী সাগরের কোলে।
অথবা প্রচণ্ড মেঘ সাজি বায়ু কোণে
বাড়াইল যেন চূড়া ব্যাপিয়া আকাশ,

ঘন, কৃষ্ণ, সুবিশাল, কড়্ কড়্ নাদে
কাঁপায়ে বিপুল পৃথ্বী দামিনীচ্ছটায়।
মহাবাহু, মহাগর্ব্বে করি আস্ফোটন
প্রচণ্ড যুগল ভুজ, করীশুণ্ডসম,
ঘূর্ণিয়া জলদ-মন্দ্র গভীর হুঙ্কারে,
স্মরি পিতৃ মৃত্যু কথা চৌহান-সমরে,
পিতৃ-শোধ-কামনায় আকুল-অন্তর,
ভাল-মন্দ-হিতাহিত-জ্ঞান-বিরহিত,
কহিলা রাজেন্দ্রে ডাকি "শুন মহারাজ!
নাহি বুঝি ভাল মন্দ সুকাজ, কুকাজ,
জানি মাত্র তব অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
সাজিয়াছি করে তব ভীম করবাল।
যেদিকে যখনি দেব, কর সঞ্চালন,
সেদিকে তখনি ঘুরি তোমার ইচ্ছায়,
ঘুরে যথা বিষ্ণু-হস্তে চক্র সুদর্শন।
আশৈশব উৎসর্গিত কৃপাণ-পূজায়
এজীবন, অবহেলি বঞ্চনা, শঠতা;
আশৈশব উৎসর্গিত এক্ষুদ্র জীবন
পিত্রাদেশে রাজেন্দ্রের চরণ-যুগলে।
একদিকে সৌরবিশ্ব, অপরে রাজেন্দ্র,
মাপি যদি, রাজা মম গুরু হয়ে যায়।
যেদিন দিল্লীর তক্তে, দিল্লীর ঈশ্বর,
ঘৃণি রাঠোরের দাবী, চৌহান-পামরে,
ম্লেচ্ছাধমে বসাইল, সেইদিন হতে

ব্যাপিল বিশাল ধূমে ভারত-গগন,
অচিরে উঠিবে জ্বলি মহাবৈশ্বানর।
তারপর কি বলিব, তস্করের মত,
পশি কান্যকুব্জ-বক্ষে দুর্ম্মতি চৌহান,
হরিল কনোজ-লক্ষ্মী সংযুক্তা রূপসী,
দিয়ে কালি কনোজের বিমল বদনে।
জ্বলিল বিশাল অগ্নি রাঠোর-চৌহানে
প্লাবিল ভারত-বক্ষ পুত্রের শোণিতে,
উঠিল আকাশ ভেদি কাতর ক্রন্দন,
বিধবার আর্ত্তনাদ, শিশুর চীৎকার,
জননীর অরুন্তুদ শোকের নিশ্বাস।
ভুলিছে সে সব কথা রাঠোর সন্তান?
তার চেয়ে শতবার গরজি গম্ভীর,
উঠুক জাহ্নবী দেবী প্রলয় ভীষণা
ডুবে যাক্ কান্যকুব্জ অগাধ সলিলে।
অথবা ছুটুক ঝঞ্ঝা প্রলয়-হুঙ্কারে
প্রলয়ের মেঘ-রাজি করি সহচর,.
ফেলে দিক্ উপাড়িয়া সাগর-সলিলে,
কান্যকুব্জ, হোক্ লুপ্ত রাঠোরের নাম,
ডুবুক্ কনোজ-নাম ভারত-সাগরে।
সহস্র সহস্র পুত্র কনোজ মায়ের,
সহস্র কমল যেন মানসসরসে
কেবা নাহি উঠিবেক মাতৃ-দুঃখ স্মরি,
মুছিতে কলঙ্ক-কালি হৃদয়-শোণিতে

পরাইতে রাজ-টীকা মায়ের ললাটে ;
অমৃতের পরিবর্ত্তে দানিয়া গরল !
কে হেন পাপাত্মা আছে জননীর কোলে ?
থাকে যদি হেন ভীরু, নরকুলাঙ্গার,
পাপাত্মা স্বদেশ-দ্রোহী, ধরি আনি তায়,
খণ্ড খণ্ড করি দেহ, দ্বিখণ্ডি মস্তক
মাংসাহারী জীব-বৃন্দে কর বিতরণ,
লেপ নিজ পদতল শোণিতে তাহার।
উড়ে যথা বায়ু-মুখে শুষ্কতৃণরাজি
বৈশাখী নীরদ-মালা, করি অন্ধকার,
নাচিলে পশ্চিম নভে ঘোর হুহুঙ্কারে,
উড়িবে চৌহান-চমূ তেমতি নরেন্দ্র,
মন্ত্রিলে রাঠোর-সেনা ইন্দ্রপ্রস্থপারে।
উঠ মহারাজ, ছাড়ি আলস্য নিরাশা,
মুক্তকরবালকরে পৈশাচ হুঙ্কারে,
কাঁপাইয়া জল, স্থল, অনন্ত অম্বর,
দারুণ দানবসম ইন্দ্রপ্রস্থে পড়ি,
পূজ জননার পদ অরাতি-শোণিতে,
আবার হাসুক মাতা জগত-মোহিনী।
শুনিয়াছি মহাদম্ভী যবনসন্তান
মহাগর্ব্বে ভারতের বক্ষ কাঁপাইয়া,
ভেদি দুরারোহ শৈল, কাপাইয়া সিন্ধু,
সুপ্রশস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ করিতে বিজয়,
উড়াইয়া অর্দ্ধচন্দ্র অনন্ত অম্বরে,

আসিছে হরিতে ধন, সম্পদ অতুল।
যথা যবে পশুরাজ করিলে দর্শন,
আক্রমিতে হিংস্র ব্যাঘ্রে কোনও শীকার,
মেঘনাদে কাপাইয়া অরণ্য, প্রান্তর,
পড়ে শীকারের ঘাড়ে হেলিয়া শার্দ্দূলে,
তেমতি পড়িব মোরা ইন্দ্রপ্রস্থ-বক্ষে,
লুঠিব সোণার দিল্লী উল্লাসে মাতিয়া,
উড়াইব নীলাম্বরে বিশাল ত্রিশূল,
ভাসিবে দিল্লীর লক্ষ্মী শোণিত-সাগরে।
যেমতি কুহেলিচ্ছন্ন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড,
পদাঘাতে কুজ্ঝটিকা ছিন্ন ভিন্ন করি,
বিদূরিয়া ধরণীর আঁধার-মালিন্য,
তুলে দেয় হাসি রাশি অধরে তাহার,
তেমতি সম্মুখরণে প্রচণ্ড নিনাদে,
পড়ুক রাঠোর সেনা দানবের মত
বিস্তারিয়া মহামুখ, কানোজ-ইন্দিরা
হাসিবেন, হাসাইয়া সমগ্র জগত।
আসে যদি বীর-গর্ব্বে দুরাত্মা যবন,
ভীম প্রভঞ্জন যথা ভৈবরহুঙ্কারে,
আবরিয়া দিঙ্মণ্ডল নাচায় শূন্যেতে,
তুলি রঙ্গে ধুলি রাশি মরুভূমিপরে,
নাচাইব যবনের বিপুল বাহিনী
বহাইয়া রক্তে নদী করবাল-করে।
কি বলিব, যেই দিন জনক আমার

পড়িলেন বীরবাহু চৌহানসমরে,
সে দিন জিঘাংসা-দেবী হৃদয়-মন্দিরে
লইল আপন হাতে স্বর্ণ সিংহাসন,
কহিল আমারে ডাকি করিতে অর্চ্চনা।
সে দিন দাঁড়ায়ে গর্ব্বে দেবীপদতলে
করেছিনু অঙ্গীকার, ধরি করবাল
করিব দেবীর পূজা অরাতির লোদে,
পিতার মনের বাঞ্ছা করিব পূরণ,
অথবা আপন রক্তে সে পুণ্য দেবীর
মিটাইব রক্ত-তৃষ্ণা জনমের মত।
এখনও শুনি যেন শয়নে স্বপনে
পিতা মোর অহরহঃ কহিছেন ডাকি,
করিতে তর্পণ তাঁর চৌহান-শোণিতে।
চির দিন পিপাসিত যে অমৃত-পানে,
আজি যদি মহাদেব প্রসন্ন হইয়া,
দাসের মনের বাঞ্ছা করিতে পূরণ,
দেয় করি এ সুযোগ———”
অকস্মাৎ ভীমসিংহ হইলা নীরব,
ছুটিল নয়নে জল, কাঁপিল শরীর,
বাস্পাকুল কণ্ঠে পুনঃ প্রচণ্ড হৃদয়ে,
ভীম করে ভীমাঘাত করি বীরেশ্বর,
কহিলা গম্ভীরে “এ হৃদের সাধ মিটে ;
হয় শান্ত এ হৃদয় ; প্রাবৃটে যেমন
শীতলিত তপ্ত পৃথ্বী ; চাতক যেমতি

নব নীরদের নীরে উৎফুল্ল হৃদয়,
যেমতি চকোর নাচে চন্দ্র-পরশনে।”
এইরূপে ব্যক্ত করি কানোজ-সেনানী
আপনার মনোবাঞ্ছা সরল ভাষায়,
ভারতের মানচিত্র লেপিতে কৰ্দ্দমে,
হিংসায় আকুল, ভুলি প্রকৃত জননী,
আশামরীচিকা-মুগ্ধা হরিণীর মত,
চলিলা আপন হাতে পরিবারে ফাঁস।
রাজ-ভক্ত-কুল-রত্ন বুঝি রাজ—মন,
যোগাইলা অনলে ইন্ধন ; নাহি দেখি
নিয়তির কি ভীষণ মহাচিত্রপট
খুলিবে মুহূর্ত্ত পরে করি অভিনয়,
কোন্ নাটকের কোন্ দৃশ্য বিভীষণ।
দাঁড়াইলা তারপর ধনীন্দ্র বিমল,
অতীব সুন্দর-মূর্ত্তি, কাঞ্চনবরণ,—
সমগ্র কানোজ যুড়ি বিমলের সহ
রূপে, ধনে, মানে, গর্ব্বে, বুদ্ধির কৌশলে
কেহ নাহি পারিত আঁটিতে। নিজে রাজা
বিমলের ঋণজালে ছিলা বিজড়িত।
বাণিজ্যের শত দ্বারে আপনি কমলা
ঢালিত অজস্র ধন বিমলের পুরে,
ভারতে অতুল ধনী সচিব বিমল।
মধুর আকৃতি তার, মধুর প্রকৃতি,
মধুর চাহনি তার মধুর বচন,

যার সনে নাহি ছিল সম্বন্ধ তাহার।
জীবনের সারব্রত পর-অপকার,
জীবনের সারব্রত ইন্দ্রিয়ের সেবা,
জীবনের সারব্রত ধন-উপার্জ্জন।
ধন-উপার্জ্জনে কিংবা ইন্দ্রিয়সেবায়
পড়িত কণ্টক যদি, ধনীন্দ্র বিমল,
গোহনন, ব্রহ্মহত্যা, নারী-হত্যা আদি
অকাতরে হাসি মুখে করিত সাধন,
তুলিত কণ্টকরাজি হাতে আপনার।
হায়রে যেমতি শোভে কৃষ্ণ-সর্প-শিরে
মহামূল্য মণিরাজ, বাড়াইতে তার
হলাহল-বিষ-রাশি, তেমতি বিধাতা
করিল নির্ম্মাণ এই পাপিষ্ঠ মানবে,
ভূষিয়ে অমূল্য-রত্ন সকল বিদ্যায়।
যেই শিক্ষা, যেই ধন, যেই বুদ্ধিবলে
মরুভূ নন্দন বনে করে পরিণত,
নরশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্, নিন্দি দেবজ্যোতিঃ,
সেই শিক্ষা, সেই ধন, সে বিদ্যা বিপুল,
খোঁযাইত পাপাচারী পাপলালসায়,
তুলিত হৃদয়-ভেদি কাতর ক্রন্দন
দরিদ্রের গৃহে গৃহে। কে পারে বলিতে
কি রাখিত মহাপাপী আপন হৃদয়ে?
সমুদ্র-অতল-গর্ব্ভে হাঙ্গর কুম্ভীর,
থাকে যথা ডুবাইয়া দেহ সুবিশাল

সুযোগের প্রতিক্ষায়, উঠিয়া যখন
গিলিবে দুর্ভাগ্য নরে ব্যাদানি বদন,
তেমতি তাহার বাঞ্ছা থাকিত গোপনে,
সহস্র সূর্য্যের করে সেই অন্ধকার
নাহি হ'ত বিদূরিত ; সে ঘোর বিপিনে
কোন দিন আলোরেখা করেনি প্রবেশ।
কিন্তু পাপী বরষিয়া বচনপীযূষ
ভিজাইত মহাপৃথ্বী, দেখাইত খুলি
হৃদয়ের অন্তঃস্থল উন্নত, বিশাল,
ধবল মাধুরী-রাজ্য, আপনি আকাশ
তার কাছে ভয়ে ভয়ে হয় বিমলিন,
লয়ে কোলে শত সূর্য্য কনক-বরণ।
ভাবিতেন শেঠরাজ মনে মনে সদা,
অনর্থক যুদ্ধ আদি বক্ষে কানোজের,
অনর্থক যুদ্ধ-সাজে সাজিছে রাঠোর
দুর্দ্দম চৌহান-রণে, নিজের শোণিতে
প্লাবিতে বিশাল দেশ হিংস্রজন্তুপ্রায়।
করুক চৌহান জয় সুন্দর কানোজ,
ডুবে যাক্ জয়চন্দ্র সিন্ধুর সলিলে ;
কি ক্ষতি প্রজার তায় ? যথা জয়চাঁদ
তেমতি হবেন রাজা দিল্লীর ঈশ্বর।
অথবা চৌহান-গর্ব্ব খর্ব্বি মহাবলে,
উঠে যদি রণ-রঙ্গে যবন-সন্তান,
ভাঙ্গি হিন্দু-স্বাধীনতা লৌহ-গদাঘাতে,

নহে তাতে অশ্রুমুখ শেঠেন্দ্র বিমল
পড়িবে না বিষাদের একটি নিশ্বাস ;
যেমতি চৌহান প্রভু তেমতি যবন।
দেশ-প্রেম, নর-প্রেম, ভকতি রাজেন্দ্রে,
যে সুন্দর পারিজাতে মানব-উত্থান,
শারদ-পূর্ণিমা-শশী করি পরিম্লান,
হাসে আপনার রূপে বিশ্ব হাসাইয়া,
ফুটিতনা বিমলের কণ্টক-কাননে।
এমনি মন্ত্রীর করে এহেন সময়ে,
হায় মা ভারতলক্ষী, ভাগ্য-চক্র তোর
ঘুরেছিল অবিরত, ললাটের লেখা ;
কর্ম্মের ভীষণ ফল কে করে খণ্ডন ?
বলিতে লাগিলা ধীরে ধনীন্দ্র বিমল,
"প্রকৃতির কিসুন্দর অমল মূরতি !
উঠিয়াছে নীলাকাশে নক্ষত্রনিকর
পুঞ্জে পুঞ্জে, তার মাঝে পুণ্য শশধর
হাসিতেছে, ভাসাইয়া বিশ্ব চরাচর
আপনার সুবিমল প্রশান্ত কিরণে ;
যেন রাজা ভাগ্যবান্ অমাত্য-বেষ্টিত,
আপনার পুণফলে পিতৃসম পালি
পুত্রসম প্রজাবৃন্দে, মনের কৌতুকে
হাসাইলা বসুন্ধরা শ্যামশস্যস্তোমে।
এখনও নিদ্রালস বিহঙ্গ ক্বচিৎ
হর্ষে মগ্ন, নেহারিয়া শোভা প্রকৃতির,

গায়িল মধুর গীতি, মন্দ সমীরণ
পর্য্যটিল, এজগত আনন্দে বিভোল।
কাননে ফুটিল ফুল গন্ধে আমোদিয়া
দিগ্‌বধু, মহাহর্ষে চলিল জাহ্নবী
কূলে কূলে জলে পূর্ণা, প্রশান্ত-বদনা,
স্থিরা, ধীরা অনাবিল, গজেন্দ্র-গামিনী,
বিধাতৃ মহিম-গীতি গাহি কল কল।
হেরিলে এহেন কালে বিস্তৃত জগত,
মনে হয় সাজিছেন প্রকৃতি সুন্দরী
নানাবিধ অলঙ্কারে, মনের হরিষে
সীমন্তে সিন্দূর পরি বিশ্ব-বিমোহন,
চলিলেন অভিসারে প্রাণ-পতি যথা।
ষোড়শী যুবতী যেন স্বামী প্রতীক্ষায়,
সাজায়ে সুন্দর দেহ নানা আভরণে
স্মিতমুখী বসেছেন চঞ্চল মানসে
উৎকর্ণ, শুনিতে দূরে চরণের তালি।
আজি কিবা রম্য দৃশ্য জগত যুড়িয়া ;
ফলে ফুলে, পত্রে বৃক্ষে, কাননে কাননে,
সরোবরে সরোবরে, সুনীল আকাশে,
নদে নদে, মাঠে মাঠে শরত সুন্দরী
নামিছেন উড়াইয়া শ্যামল অঞ্চল ;
যে সৃজিল এই বিশ্ব এমন সুন্দর,
যুক্তকরে তাঁর পদে করি প্রণিপাত ;
আর তাঁরে গলবস্ত্রে করি নমস্কার,

যাঁহার চরণাশ্রয়ে ঘৃণিয়া বিপদ
কনক প্রাসাদে বাস করি নিশিদিন।
যেমতি প্রচণ্ড গর্ব্বে মহামহীরুহ
তুলিয়া বিশাল শির সুনীল গগনে,
বিস্তারিয়া দশদিকে ভীম বাহুরাজি,
লয়ে মাথে ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, করকা ভীষণ,
ঠেলিদূরে মহা গর্ব্বে ভীম প্রভঞ্জন,
অনলের মত তপ্ত তপনের তাপ,
রাখেন আশ্রিত জনে শীতল ছায়ায়,
ক্ষুধায় দানিয়া ফল মিষ্ট সুরসাল,
তেমতি রাজেন্দ্রশ্রেষ্ঠ করি প্রসারিত
আপন অভয়-বাহু, ব্যাপিয়া জগত
ঠেলিয়া বিশাল মাথা, ভেদি মেঘরাজি,
লইয়া বিপদরাশি আপনার শিরে,
পালিছেন নিজপ্রজা পুত্রের মতন,
দীন, হীন নিরাশ্রয় সহস্রে সহস্রে,
বিতরি সতত ধান্য, বস্ত্র-ধন-জাল।
এহেন রাজার তরে কোন্ হতভাগা
করেনা জীবন দান বীরেন্দ্রের মত?
কে হেন দুর্ভাগা আছে মানবের কুলে?
রাজতরে করিবেন আত্মবলিদান,
এই কথা স্মৃতি-পটে হলে সমুদিত,
কাহার এ পোড়া প্রাণ উঠেনা নাচিয়া?
কাহার শোণিত-স্রোত ধমণীভিতরে

নাহি বহে খরতর ? মাদৃশ অধম,
হয় যদি প্রয়োজন রাজেন্দ্রের তরে
অনায়াসে পারে দিতে এছার পরাণ,
পারে—কিংবা দন্তে কিবা প্রয়োজন ?
বিভুর বিপুল বিশ্বে মানবসন্তান
স্রষ্টার সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি অপূর্ব্ব, অতুল,
তাঁর কুলে আছে কেহ অধম এমন,
তেয়াগিয়া তুচ্ছ প্রাণ, রাজার কারণে,
চায়না যে লভিবারে যশঃ অনশ্বর ?
কোন্ সদাগর আছে এ ভবের হাটে
মাটি দিয়ে না লভিবে অমূল্য কাঞ্চন ?
কে নাহি সিমুল বন করি পরিহার
লভিবে আমের বন মানস-রঞ্জন ?
কিন্তু তবু ভাবি মনে নর জ্ঞানবান্
বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্রে হবে অগ্রসর।
জিঘাংসা অথবা গর্ব্ব কাণ্ডারী যাহার,
অকালে তাহার তরী জলে ডুবি যায়।
এবিপুল কর্ম্মক্ষেত্র অন্ধকারময়,
জ্ঞান মাত্র আলো মানবের। যেই মূর্খ
দর্পে অন্ধ, জ্ঞান বুদ্ধি করি অবহেলা,
সাঁতারে সংসার-হ্রদে, সেই মূর্খ হায় !
অচিরে অতল হ্রদে নিজে ডুবে যায়।
মানবের বিবেচনা আঁধারে আলোক,
অপার সাগর-বক্ষে সোণার তরণী।

ভাবিয়া আপন বল প্রতি-পক্ষ-বল,
সুবুদ্ধি হইবে ধীরে কাজে অগ্রসর।
হিমাদ্রি চূর্ণিতে যদি যতনি আমরা
ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডাঘাতে কি ফল লভিব ?
দুর্জ্জয় অর্ণব-পোত ক্ষুদ্র ভেলা দিয়া
করিব বিজয়, সুধু উন্মত্ত-প্রলাপ।
প্রচণ্ড অনল-কুণ্ড যদি নির্ব্বাপিতে
ঢালি মোরা সোলারাশি, নির্ব্বোধের মত,
কি হইবে পরিণাম ? বিশাল শাল্মলী
করিতে কর্ত্তন যদি কর্ত্তরিকাঘাতে
অবোধ শিশুর মত হই অগ্রসর,
উঠিবে অস্ফুট হাস্য মানব-অধরে।
প্রবল বন্যার জল করিতে বন্ধন
বাঁধি যদি বালি-বাঁধ, টিকে কতক্ষণ ?
নির্ব্বোধ পতঙ্গ সম যে নির্ব্বোধ নর
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে করে ঝম্পদান,
হয় সেই পরিণামে ভস্মও তেমন।
কোন্ মূর্খ আছে হেন এ জগতীতলে,
সুধু জিঘাংসার তরে সোণার পৃথিবী
মানবের পূত রক্তে করিবে প্লাবিত ?
কিবা প্রতিহিংসা ? ক্ষুদ্র বিহঙ্গম যদি
শোষে ক্ষীণ চঞ্চুপুটে অগাধ সাগর,
অথবা মক্ষিকা যদি তুলে অদ্রিরাজ,
পূর্ণ প্রতিহিংসা তবে জানিও নিশ্চয়।

"যথা যবে পশুরাজ করিলে দর্শন
আক্রমিতে হিংস্র ব্যাঘ্র কোনও শীকার,
মেঘনাদে কাঁপাইয়া অরণ্য প্রান্তর,
পড়ে শীকারের ঘাড়ে হেলিয়া শার্দ্দূল,
তেমতি পড়িব মোরা ইন্দ্রপ্রস্থ-বক্ষে,
লুঠিব সোণার দিল্লী উল্লাসে মাতিয়া,
উড়াইব নীলাম্বরে বিশাল ত্রিশূল,
ভাসিবে দিল্লীর লক্ষ্মী শোণিত-সাগরে।"
বলুক্ তাহারা, যারা মত্ত অহঙ্কারে,
অন্ধ যারা, নাহি দেখে বিচিত্র ভবিষ্য;
কিন্তু মন্ত্রস্থল নহে সংগ্রাম-প্রাঙ্গণ।
সেদিন দেখিনু সেই স্বয়ম্বর-কালে
আজিও শরীর মম হয় কণ্টকিত
মুষ্টিমেয় সৈন্য সহ বীরেন্দ্র চৌহান,
দিবা-দ্বিপ্রহর-মাঝে, কানোজের বুকে
হানি ভীম পদাঘাত, রাঠোর-সম্মুখে
হরিলেন বীর-গর্ব্বে সংযুক্ত রূপসী।
কোথায় ছিলেন তারা, যারা বীরমদে
'লুটিবে সোণার দিল্লী উল্লাসে মাতিয়া,
ভাসায়ে দিল্লীর লক্ষ্মী শোণিত-সমরে।'
রাঠোর-চৌহান-যুদ্ধ নহে কালি হতে;
হলো কত মহারণ চৌহান-রাঠোরে
কোন্ যুদ্ধে প্লাবি পৃথ্বী চৌহান-শোণিতে,
বিজয়ী রাঠোর-সৈন্য বিজিত প্রদেশে

উড়ায়েছে আপনার বিশাল ত্রিশূল ?
শত্রু জয় নাহি হয় মুখের কথায়।
সেই সেনা, সেই অস্ত্র, সেনাপতিগণ,
অতুল সাহস সেই, সুপ্রসন্ন বিধি,
কেমনে বিদলি সবে হবে অগ্রসর ?
মহারাজ! অগ্রসরি অসাধ্য সাধিতে
তুলিওনা হাসি রাশি শত্রুর অধরে।
অথবা হেলিয়া যদি উপদেশ মম,
হও অগ্রসর দম্ভে, পৃথ্বী কাঁপাইয়া,
ইন্দ্রপ্রস্থ এইরূপে করিতে বিজয়,
জ্বলিবে বিগ্রহ-বহ্নি রাঠোর-চৌহানে
সহস্র বরষ ব্যাপি, যুগ যুগান্তর,
সমগ্র সিন্ধুর জলে হবেনা নির্ব্বাণ।
ভাসিবেন রক্ত-স্রোতে ভারত-জননী
লুটিবে পুত্রের শির দিয়া গড়াগড়ি,
রাজপুরী শ্মশানেতে হবে পরিণত,
ভ্রমিবেক হুহুঙ্কারে কবন্ধ, প্রেতিনী,
রক্তজিহ্ব নিশাচর, শৃগালের দল ;
হায়রে নন্দন-বনে ভ্রমিবে দানব,
ভ্রমিবে বায়স-কুল কমল-কাননে
ভ্রমে যথা রাজহংস মধুর-নিনাদী।
ভাসিতেছে কান্যকুব্জ জাহ্নবী-পুলিনে
সাজায়ে আপন বপু নানা আভরণে,
নবোঢ়া রমনী সম হাসি ঢল ঢল,

কেজানে তাহার কিবা হবে পরিণাম?
এই ভীম দুর্গ-শ্রেণী অনশ্বর-লেখী
কে জানে শুইবে হায়! ধরণীর কোলে।
নিরমিলা শিল্পী যাহা শতেক বৎসরে
বিচিত্র প্রাসাদ রাজি, চক্ষুর নিমিষে,
দিতে পারে গড়াগড়ি ধরিত্রীর তলে।
বিচিত্র উদ্যান-রাজি বিনিন্দি নন্দন,
জাহ্নবীর পারে পারে, অথবা নগরে,
কে জানে কেমন হবে করবালাঘাতে।
ভাসিবেন রক্ত-স্রোতে দুঃখিনী জননী,
বিধবার আর্ত্তনাদ ভেদিয়া হৃদয়,
পিতৃহীন বালকের করুণ ক্রন্দন,
পুত্রশোকে সমাকুলা বৃদ্ধা জননীর
ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি, প্লাবি ধরাতল,
কি ভীষণ দৃশ্য করি, রাজেন্দ্রের শিরে
বর্ষিবেক অভিশাপ দিবস রজনী।
আসুক্ যবন-বৃন্দ, শোণিত-পিপাসু,
প্রচণ্ড শোণিত-ক্ষেত্রে করিয়া বিজয়
চৌহানের মহাচমূ, ভৈরব নিনাদে
দেক্ উড়াইয়া গর্ব্বে বিজয়কেতন,
পূর্ণ হোক্ রাজেন্দ্রের চির অভিলাষ।
অথবা তিরৌরী-ক্ষেত্রে দুরাত্মা যবন
বহাইয়া নিজ রক্তে খর স্রোতস্বিনী,
আবার স্বদেশ পানে যাক্ পলাইয়া,

বেত্রাহত কুক্কুরের মত ; বসি দেখ
মহারাজ ! দুই ঊর্ম্মি হানি পরস্পর,
হইবে বিলুপ্ত ধীরে সাগর-গহ্বরে।
এখন যেরূপে আছি তাহাই উত্তম,
সুখের সদনে কভু জ্বেলোনা অনল।
অচিরে খেলিবে মহা নিয়তির খেলা,
আমরা দর্শক মাত্র, বসি কাষ্ঠাসনে
নেহারিব নাটকের কোন্ মহা অঙ্কে
উঠে কোন্ মহাদৃশ্য করিয়া তাণ্ডব।”
এইরূপে প্রকাশিয়া মত আপনার,
বসিলেন শেঠ-শ্রেষ্ঠ ধনীন্দ্র বিমল,
ভীরুতা আলস্য ঢাকি শান্তির বসনে,
ঢাকিয়া গরল রাশি দুগ্ধ-আবরণে,
দেখাইয়া আপনার পাণ্ডিত্য অতুল,
সুদীর্ঘ-বক্তৃতা বাক্যে। উঠিলা অমনি
মন্ত্রিবর রামসিংহ ব্রাহ্মণ-তনয়,
অভিমানী, আত্মগর্ব্বী ভাবি মনে মনে,
এ জগতে তাঁর মত নাহি বুদ্ধিমান্।
বুঝি বিধি এককোণে বসিয়া নীরবে
জগতের বুদ্ধিরাশি একত্র করিয়া,
এই মহাপুণ্যময় মানবের মনে
পাঠাইলা, দেখাইতে বিশ্ব চরাচরে
বুদ্ধির অপূর্ব্ব খেলা অবোধ্য, অদ্ভুত।
ছিল মনে অহঙ্কার তাঁহার মতন

নাহি ছিল কোন জন সুমতি, বিদ্বান্,—
মিষ্ট বাক্যে ভুলাইত রাজেন্দ্রের মন।
কানোজের মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মহাদম্ভভরে
কাঁপাইত পদক্ষেপে পৃথিবী বিশাল,
সরে যেত প্রজাবৃন্দ হেরিলে কখনো
আশে পাশে মন্ত্রিবরে। ভয়েতে তাঁহার
ছিল ভীত কানোজের প্রজাবৃন্দ যত।
"ক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ! রাজেন্দ্র-রতন!
কানোজের বীরবৃন্দ ভারত-গৌরব!
সুবিশ্বস্ত, মহাপ্রাণ, সমরে অতুল!
প্রাণ খুলি নিবেদিব কথা আপনার,
দংশে যাহা অহরহ হৃদয় আমার,
ভীম কালসাপসম নির্ম্মম, নির্দ্দয়।
চিরদিন রাজেন্দ্রের দয়ায় পালিত,
বর্দ্ধিয়াছি এই দেহ অন্ন জলে তাঁর।
যেদিন রাঠোররাজ ঘনঘটারোলে,
কাঁপাইয়া মহাসিন্ধু, হিমাদ্রি পর্ব্বত,
করি কান্যকুব্জ জয়, বীর-পদ-ভরে,
উড়াইলা জয়ধ্বজা নীল অনম্বরে,
সেই দিন হতে মোরা সচিবের পদে
সমাসীন, পিতৃ-পিতামহ-পদে
মোর মত মুর্খ বসে রাজার কৃপায়।
যেমতি জননী দেবী, করুণা রূপিণী,
স্তন্য-সুধা-ধারে শিশু করিয়া পালন,

করি বিদূরিত ক্ষুধা, রাখিয়া হৃদয়ে,
অতীব যতন-ভরে চুম্বি শতবার,
বীজনি কোমল করে, দূরে বিতাড়িয়া
মশা মাছি, সুনিদ্রায় করেন আদেশ
আলিঙ্গিতে বুকে বুক করিয়া মিলন,
তেমতি রাখেন রাজা প্রকৃতি-সন্তানে
সকল বিপদ বহি নিজের মাথায়।
যেমতি সহস্র করে সহস্র-কিরণ
আবিল, পঙ্কিল জল, ক্ষুদ্র জলা হতে,
ক্ষুদ্র খাল বিল হতে, কিংবা অম্বু হতে,
মহাহর্ষে অহরহ করিয়া গ্রহণ,
ঢালেন সহস্র ধারে অমৃত সলিল,
শীতলি উত্তপ্ত পৃথ্বী, করিয়া শ্যামল
বসুন্ধরা, মরুভূমি করিয়া উর্ব্বর,
তেমতি নরেন্দ্র নিয়ে ষষ্ঠাংশ রাজার,
পালেন প্রকৃতি-বৃন্দ পুত্রের মতন,
দমিয়া তস্কর দস্যু, পাপাত্মা পামর,
ক্ষুধার্ত্তে প্রদানি অন্ন, শীতার্ত্তে বসন,
ভয়ার্ত্তে অভয়, আর তৃষ্ণার্ত্তে সলিল।
এহেন রাজার তরে কোন্ নরাধম,
করিবেনা হাসিমুখে আত্মবলিদান ?
কে লেপিবে চিত্রপট আপনার হাতে
তুলি কৃষ্ণ পঙ্করাশি, সাজিয়া কৃতঘ্ন ?
কে সাজিবে রাজদ্রোহী আপনার করে,

অনন্ত নরক-দ্বার করি উদ্‌ঘাটন ?
শাসনের মেরুদণ্ড আদেশ-পালন ;
সে আদেশ কোন্ পাপী করি অবহেলা,
তুলিবে শান্তির রাজ্যে মহান্ কল্লোল,
ভেঙ্গে দিয়ে স্বভাবের আনন্দ-বাজার।
যথা যবে 'দুধ-সাপ' জড়ায়ে লাঙ্গুল,
কপিলার অবয়বে নির্ম্মম-হৃদয়,
করি পান দুগ্ধরাশি, করে বিষদান,
তেমন সাজিবে কেবা বিশাল জগতে,
পরি রাজদ্রোহটীকা ললাটে আপন ?
বরং ত্যজিব প্রাণ জাহ্নবীর জলে
দেখিবনা পাপাত্মার কলুষ-বদন।
যখন যে আজ্ঞা মোরে করেন রাজেন্দ্র,
সেই আজ্ঞা প্রাণপণে করিব পালন ;
লইব ভীষণ বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল ;
দিতে পারি ব্যাঘ্র-মুখে কর আপনার ;
অথবা পশিতে পারি সমুদ্রের তলে
করেন আদেশ যদি কানোজ-ঈশ্বর।
দাঁড়ায়েছি একদিন করি অঙ্গীকার
পুণ্য সিংহাসন স্পর্শি, রাজার মঙ্গল
জীবনের মহাব্রত, চিন্তা জীবনের,
আপনা দিয়েছি ডুবি রাজেন্দ্র-সাগরে।
কিরূপে কানোজ-পতি ভাস্করের মত
পরিপ্লাবি পুণ্য করে বিশাল ভারত,

করিবেন বিদূরিত জলদ-পটল,
ওই একমাত্র চিন্তা, ওই পুণ্যব্রত।
কি কহিব, চৌহানের কূট মন্ত্রনায়
অবহেলি দিল্লীশ্বর বীরেন্দ্র রাঠোরে,
স্থাপিলা দিল্লীর তক্তে ম্লেচ্ছ পাপাচারে
বসাইলা দুষ্ট দৈত্যে নন্দন-কাননে।
তারপর স্মরিবনা স্বয়ম্বর-দিন!
তূষের অনল সম এপোড়া হৃদয়ে
জ্বলিতেছে অহরহ জিঘাংসা-অনল,
অপমানে মৃতবৎ সোণার কানোজ।
'উড়ে যথা বায়ু মুখে শুষ্ক তৃণরাজি
বৈশাখী নীরদ-মালা করি অন্ধকার,
নাচিলে পশ্চিম নভে ঘোর হুহুঙ্কারে,
উড়িবে চৌহান-চমু তেমতি রাজেন্দ্র,
মন্দ্রিলে রাঠোর-সেনা ইন্দ্রপ্রস্থ-পারে।'
ভাবিছে একথা যারা তুলিছে তাহারা
অপূর্ব্ব কনক হর্ম্ম্য সুনীল অম্বরে।
চৌহানের বাহুবল নহে ঘৃণা আজ;
ছিল বটে একদিন ইচ্ছিলে নরেন্দ্র,
বিতাড়িয়া ম্লেচ্ছাধমে ভারত হইতে
পারিতেন এভারত করি দিতে পার,
উত্তরে পর্ব্বত মাঝে, গভীর অরণ্যে।
কিন্তু রম্য ইন্দ্রপ্রস্থ চৌহানের করে,
(সোণার তরণী মাঝে কপি কর্ণধার)

অজেয় করিছে তুলি চৌহান পামরে।
সুধু বাহু-বল নহে বসুন্ধরামাঝে
সাফল্যের হেতু মাত্র; হ'ত যদি তাহা
রাজিতেন সিংহাসনে দুরন্ত বারণ,
কিংবা বীর পশুরাজ; মানবসন্তান
থাকিত অতল জলে ডরে পলাইয়া।
কিন্তু বুদ্ধি জগতে অতুল, যার কাছে
বাহুবল মহাচণ্ড ভাস্করে খদ্যোত,
সমুদ্রের পাশে যথা গোষ্পদের জল।
যেই অপমানানলে দহিছে শরীর,
তাহাতে ঢালেন যদি সহস্র বৎসর,
আপনি জাহ্নবীদেবী শীতল সলিল,
তাহাতেও নিবিবেনা ভীষণ অনল।
যিনি মহা উদাসীন সন্ন্যাসীর মত,
নর-প্রেম-মহাব্রতে উৎসর্গ করিয়া,
আপনার এজীবন, সংসার-সাগরে
দিয়াছেন ভাসাইয়া জীবন-তরণী,
ভাবুক বিরলে তিনি আপনার মনে
'ভাসিবেন রক্ত-স্রোতে ভারত-জননী,
লুঠিবে পুত্রের শির দিয়ে গড়াগড়ি।'
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে সৃজিত সংসার;
যেদিন কলহ যুদ্ধ হবে বিদূরিত,
সেদিন চলিয়া যাবে এ বিশ্ব সংসার,
কর্ম্ম হতে মহেশ্বর হবে অবসর

মন্ত্রিবরে তাঁর কার্য্য করিয়া অর্পণ ;
ততদিন মোরা নর বিগ্রহেতে রত।
কি উপায় করি তবে কানোজ-সন্তান
ভাঙ্গিবে চৌহান-গর্ব্ব ? সম্মুখ সমরে
পারিবে না বিজয়িতে চৌহানের পুরী।
শুনেছি বীরেন্দ্র-গর্ব্বে যবন সন্তান
আক্রমিবে ইন্দ্রপ্রস্থ কিছুদিন পরে,
ভাঙ্গিতে চৌহান-গর্ব্ব শোণিত-বিগ্রহে,
বিজয়িতে ইন্দ্রপ্রস্থ মাতি রণ-মদে।
গত বৎসরের শিক্ষা ভুলেনি যবন,
তাই পাঠায়েছে দূত রাঠোরের পুরে
রাখিতে রাঠোররাজে যবনের সহ,
দলি দিল্লী, হিন্দুস্থান করিবে অর্পণ,
দুরন্ত রাঠোর-করে, কানোজ-ঈশ্বর
অচিরে ঘোষিত হবে ভারত-ঈশ্বর।
এ সুযোগ ধরি যদি রাঠোরসন্তান,
মিলিয়া যবন সহ হয় অগ্রসর,
মিলিবে অনল সহ ভীম প্রভঞ্জন,
কার সাধ্য করে রোধ বিপুল বাহিনী ?
আসিবে যবন-বৃন্দ লুণ্ঠনের লোভে,
লুটিয়া সোণার দিল্লী, হরি ধন জাল,
আপনার বাসভূমে যাইবে ফিরিয়া
পরিত্যজি ইন্দ্রপ্রস্থ জয়চাঁদ—করে।
কে করিবে পরিহার সুযোগ এমন ?

আলস্য জড়তা ছাড়ি কানোজ-সন্তান,
উঠ আজ রণ-রঙ্গে ধরি করবাল,
পড় ইন্দ্রপ্রস্থ বক্ষে, লুটিয়া নগর
বসাও রাজেন্দ্র-রত্নে, বসিতেন যথা
হিন্দু-সূর্য্য যুধিষ্ঠির ভারত-সম্রাট্।”
এইরূপে কহি মন্ত্রী কথা আপনার
দুর্ম্মতি, অদূরদর্শী, রাঠোর-চৌহানে
বাধাইয়া মহাযুদ্ধ, যবন-সহায়,
ভাঙ্গিতে দিল্লীর বল প্রচণ্ড সংগ্রামে
বসিলেন হাসি মুখে! অদৃশ্যে থাকিয়া
কাঁদিলা ভারত-লক্ষ্মী, নয়নের জলে
ভাসাইয়া আপনার কোমল হৃদয়;
কেহনা দেখিল কান্না, শুনিল না কেহ
জননীর অরন্তুদ শোকের ক্রন্দন।
গৃহ-কোণে পড়ি যথা লুটি ভূমিতলে
অবোধ বিধবাবালা কাঁদে নিশিদিন,
বিশ্বস্রষ্টা পানে তুলি রম্য যুক্ত কর,
কেহ নাহি দেখে তাহা, কেহ নাহি শুনে,
শুনিয়া না শুনে তাহা, হায়রে তেমতি
আজি কাঁদিলেন দুঃখে ভারত জননী
অলক্ষ্যে; নয়নবান্ কাঁদিল নীরবে।
এইরূপে মূর্খ নর সরোবর-ভ্রমে,
বিস্তৃত মরুতে ছুটে দিগ্‌দিগন্তর,
লভিবে শীতল জল, পান করি যাহা

বিদূরিবে মহাতৃষ্ণা বক্ষ-বিদারিণী।
উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-পূর্ণ-পারাবারে,
অসীম, অনন্ত যাহা মহাশূন্য-দেহে
বিরাজিছে মিলাইয়া ভীম কলেবর,
এইরূপে মূর্খ মাঝি ভাবিয়া প্রতীর,
চালায় তরণী খানা ভুলি দিক্ রাজি।
এইরূপে ভারতের অদৃষ্ট গগনে,
তুলিয়া জলদরাজি, দুর্ম্মতি সচিব,
ভ্রান্তি-মোহে ভাবি মনে, শীতল ছায়ায়
নিদাঘের ঘর্ম্ম ক্লান্তি হবে বিদূরিত,
বহিবেনা প্রভঞ্জন ভীম-শিলারাশি,
বসিলেন ; উঠিলেন বীর দুম্‌রাজ।
যেন আজ কত দিন ডাকিতে ডাকিতে,
উঠিলেন শ্যাম-কান্তি, নবীন নীরদ,
গ্রীষ্মের প্রচণ্ডাকাশে, নিদাঘ তাপিত
পৃথিবীর শোক দুঃখ করিতে বারণ।
অকস্মাৎ যেন পৃথ্বী করি বিদারণ,
ভাসিল সোণার স্তম্ভ উর্দ্ধে করি মুখ,
পূরিয়া বিপুল বিশ্ব মধুর নিকনে।
যেন শুনি মৃত্যুঞ্জয় সতীর নিধন,
দক্ষ-যজ্ঞাগারে, ক্রূর দক্ষের নিন্দায়,
লইলা ত্রিশূল ভীম, বীরভদ্রে ডাকি
বম্ বম্ মহাশব্দে পূরি চরাচর,
উঠিলা আকাশ-পথে জটা ছড়াইয়া,

বাজায়ে গভীর শিঙা, পাগলের মত,
উগারি অনল ভীম যুগল নয়নে।
যথা রত্নাকর-গর্ভে থাকে লুকাইয়া
মণি, মরকত, হীরা, বিচিত্র প্রবাল,
সমুজ্জ্বল, নানা রঙে ভাতি দশ দিশ্,
তেমতি হৃদয়ে তাঁর ছিল লুক্কায়িত
মাতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, ভকতি রাজেন্দ্রে ;
কেহনা দেখিত তাহা, খুঁজিত না কেহ।
যদি কোন ভাগ্যধর গজেন্দ্র-গমনে,
এই রত্নাকর-গর্ভে করিত প্রবেশ,
দেখিত কত যে চাঁদ সুনীল অম্বরে,
একটি চাঁদের করে বিশ্ব ভেসে যায়।
সকলে জানিত ইহা ঝড়বর্ষী মেঘ,
যদি কোন ভাগ্যবান্ হেলি প্রভঞ্জন,
ছুটিত তাঁহার পাশে, আত্মহারা হয়ে
দেখিত বর্ষিছে সুধু মণি মরকত।
নীরব নিশীথ মাঝে অন্ধকারময়,
যদি কোন ভ্রান্ত পান্থ ভুলি নিজ পথ,
এই কাননের কোলে হত উপনীত,
থাকিত সে আত্মহারা পাগলের মত,
ভাবিত বিধাতা নিজে করিল সৃজন
মন্দার-টগর-পুষ্পে, হেলিয়া নন্দন,
নাহি মাত্র সে কুসুমে কণ্টকের লেশ।
রাজকুলে মহাবীর সুমতি, সুধীর,

লইয়া জনম, কানোজের সৈনাপত্য
করিত গ্রহণ, যখনি বিপদ্‌মেঘ
গুরু গুরু গুমরিয়া গর্জ্জিত গগনে।
না চাহিত অর্থ, যশঃ, অন্য পুরস্কার,
হিন্দু-গর্ব্বে মহাগর্ব্বী হিন্দু ভূম্‌রাজ।
হিন্দুর গৌরব তরে বৈভব সম্পদ,
আপনার নিজপ্রাণ পতঙ্গের মত,
করিতে পারিত বীর হর্ষে বলিদান।
বিরলে মধুর-ভাষী প্রকৃতি-গম্ভীর,
আজি এ বিপৎ কালে হয়ে অগ্রসর,
শুনিলা নীরবে যত সচিবের মত।
চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সুমতি,
চাহি জয়চন্দ্রপানে বিনম্র, গর্ব্বিত,
কহিলা, অম্বরে যেন মন্দ্রিল জীমূত,—
"সুল্‌তান মামুদ, কিংবা পামর কাশিম,
মহারাজ! আসে যদি বীরপদভরে
বিচূর্ণি দিল্লীর বল সিন্ধুনদ-তীরে,
লুটিতে হিন্দুর রাজ্য দেবের মন্দির,
শৃঙ্খলিতে হিন্দুস্থান অয়স মালায়,
কে আর ভারতবর্ষে গর্ব্বে দাঁড়াইয়া,
রোধিবে যবন-শক্তি ভৈরব হুঙ্কারে।
লুটি স্বর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ, হরি ধনজাল,
রঞ্জি জননীর বক্ষ পুত্রের শোণিতে
দেয় উড়াইয়া যদি বিজয়কেতন,

কানোজের রম্যবক্ষে, তবে কি রাঠোর
পারিবেন বিরোধিতে প্রচণ্ড যবনে ?
উঠিবেন বীরগর্ব্বে চৌহান-তপন
বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামে অতুল,
কাঁপাইয়া জলস্থল অনন্ত অম্বর,
নাচি কবন্ধের মত ভীষণ শ্মশানে,
মুছিতে কলঙ্ক কালি হৃদয়-শোণিতে।
সে দিন দেখিনু যুবা দৃশদ্বতীতীরে,
লইয়া চৌহান-সৈন্য, কুলিশের মত,
পড়িলেন ভীম মন্দ্রে যবনের 'পরি,
রঞ্জিল মায়ের বক্ষ, যবন-শোণিতে,
পরাইল জয়মাল্য গলে জননীর।
সেদিন যবন দুষ্ট কুক্কুরের মত
বেত্রাহত, ঊর্দ্ধশ্বাসে গেল পলাইয়া,
সুদূর পর্ব্বত-গর্ত্তে লইয়া জীবন,
বিসর্জ্জিয়া চিরতরে বিজয়ের আশা
অতল জলধি-গর্ত্তে। একটি বছর
কদাচিৎ গেল চলি, আবার যবন,
আসিছে ভারতবর্ষ করিতে বিজয়
উড়াইতে "অর্দ্ধচন্দ্র" ভারত-আকাশে।
ওই যে অম্বর-লেখী উচ্চ মহীরুহ
দশদিকে দশ হস্ত করি প্রসারিত,
আছে স্থির, শান্ত, ধীর, অচল, অটল
নিন্দিয়া অশনিরাজি ঘূর্ণি শিলারাশি,

অবহেলি প্রভঞ্জনে হিমাদ্রির মত ;
আছি তার পার্শ্বে বসি নির্ভয় অন্তরে,
কেন কর বৃথা মন্ত্র কাটিতে তাহায় ?
মহারাজ ! মনে মনে জানিও নিশ্চয়
কাট যদি তরুবরে এহেন নিদাঘে,
কালধর্ম্মে নীলাম্বর করি আচ্ছাদিত,
উঠিবে নৈদাঘ ঝড় প্রলয়-হুঙ্কারে,
উপাড়ি ফেলিবে রাজ্য জাহ্নবীর জলে।
যেমতি ভৈরব নাদে গর্জ্জি অবিরাম,
হানে সুবিশাল সিন্ধু উত্তুঙ্গ তরঙ্গ,
প্রতীর উপরি ঘন, দুরাত্মা যবন
হানিতেছে ভীমকর ভারতের দ্বারে,
ভাঙ্গি দ্বার প্রবেশিবে এই পুণ্য ভূমে,
প্রবেশিবে বন্য কপি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে।
ইন্দ্রপ্রস্থে পৃথ্বিরাজ ক্ষত্রিয়-তিলক
দাঁড়াইয়া মহাগর্ব্বে বিশাল প্রাচীর,
নিরুপায় ঢেউগুলি ভেঙ্গে চূরে যায়।
এমনি সময়ে হায় ! এমনি সময়
ভাঙ্গিবে আপন হাতে আপন প্রাচীর ?
পঞ্চশতবর্ষ ব্যাপি দুরন্ত যবন
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ সোনার ভারত,
তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে হয়ে অগ্রসর,
কাঁপাইছে ভীমনাদে মায়ের হৃদয়।
ছিল মাত্র পঞ্চনদে গর্ব্বে দাঁড়াইয়া,
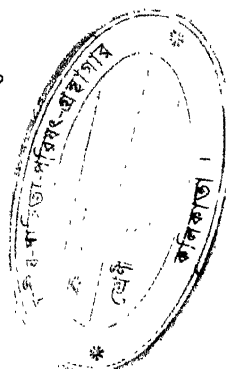
হিন্দুসূর্য্য জয়পাল, রাজেন্দ্রের মত,
বিরোধি যবন শক্তি; কিন্তু কালচক্রে
ঢাকিল দুরন্ত রাহু হিন্দু-প্রভাকর,
চিরতরে জয়পাল মুদিলা নয়ন,
কঠোর জহর-ব্রত করি উদ্‌যাপন,
সেই হতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে;
উড়িয়াছে যবনের বিজয়-পতাকা,
বিষাদে হিন্দুর লক্ষ্মী ত্যজি পঞ্চনদ,
ঢাকি মুখ, সুবদনী সিন্ধু হয়ে পার,
ইন্দ্রপ্রস্থে চৌহানের লয়েছে আশ্রয়।
আজ পঞ্চনদ-বক্ষ ব্রাহ্মণ-শোণিতে,
গাভীরক্তে পরিপ্লুত, দেবের বিগ্রহ
লুটিতেছে ধরাতলে, দেবের মন্দির
ভগ্নদেহ, যবনের ভীম পদাঘাতে;
হায়রে কনকপুরে পশিছে দানব,
সোণার শান্তির রাজ্য হলো ছারখার।
যেমতি শোণিত-স্বাদে উন্মত্ত শার্দ্দুল,
ভীম নাদে চারিদিক্ করি বিকম্পিত,
শীকার উদ্দেশে ছুটে দিগ্ দিগন্তরে.
"আল্লাহু আক্‌বর" শব্দে বিদারি আকাশ,
মেদিনী, সাগর, জল, বিশ্ব চরাচর,
ছুটিয়াছে জয়োন্মত্ত দুরন্ত যবন
ভারতের প্রান্তে প্রান্তে, হিন্দুর শোণিতে
রঞ্জি ভারতের বক্ষ; অভাগী জননী

তিতিছে নয়ন-নীরে বুক আপনার।
মহারাজ! বৃথামন্ত্র করি পরিহার,
উঠ, নাচ, রণরঙ্গে ধরি করবাল,
সুধাভ্রমে হলাহল করিওনা পান।
ওই শুন ইতিহাস অশনি-নিনাদে
বিদারি মেদিনী, জল, অনন্ত অম্বর,
বিঘোষিছে মাতৃদ্রোহ হিন্দুপাপাত্মার;
ধরিয়াছে বীরদর্পে জগতের মুখে,
হিন্দুর স্বদেশ-প্রেম, কলঙ্কের রেখা।
পতিত ভারতভূমি, তাঁহার হৃদয়ে
আজি এ পতনকালে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা,
স্থাপিয়াছে অনলের কুণ্ড বিভীষণ,
পুড়িয়া ভারত-মাতা হলো ছারখার,
মাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম ডুবিল সাগরে।
গৃহস্থের গৃহে থাকি মূষিক যেমন,
দুরাত্মা, আলেখ্যাবলী, পুস্তক সুন্দর,
কাটি করে ছারখার, ক্ষণ সুখ তরে,
তেমতি মায়ের বক্ষে ইন্দুরের দল
উঠিছে তাণ্ডব-নৃত্যে, আবিল কর্দ্দমে
ম্রক্ষি হায়! জননীর ললাট বিশাল।
ভাবিছে এখন যারা করিয়া বিজয়,
পুণ্যময় ইন্দ্রপ্রস্থ, হিন্দুরাজধানী
লুটি যাত্র যাবে চলি যবন সন্তান
আপনার বাসভূমে নির্ব্বোধের মত,
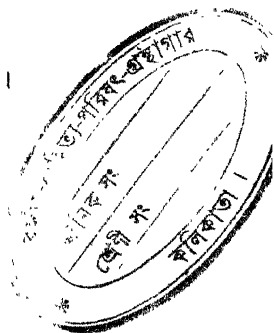
ফেলিয়া দিল্লীর রাজ্য রাঠোরের করে,
মূর্খ তারা নাহি দেখে ভবিষ্য ভীষণ।
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে দুর্দ্দান্ত যবন
লুটি স্বর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ, অশনির মত,
পড়িবে রাঠোর রাজ্যে ঘন ঘটারোলে,
উড়াইবে কান্যকুব্জ একটি ফুৎকারে।
পারে যদি ইন্দ্রপ্রস্থ করিতে বিজয়,
দুরাত্মা বিদেশী দস্যু বিজয়হুঙ্কারে,
পার হয়ে ভাগীরথী, লইবে কনোজ,
কে পারিবে এভারতে রোধিতে যবনে ?
পড়িবে রাঠোররাজ, কদলীর বন
পড়ে যথা সারি সারি ঘোর ঝটিকায়।
অচিরে ভারতবর্ষে দুইটি সভ্যতা
মহাহবে অবতীর্ণ হইবে নিশ্চয়,
ভাসিবে হিন্দুর লক্ষ্মী শোণিত-তরঙ্গে,
হিন্দুর হিন্দুত্ব হায়! যাইবে ডুবিয়া।
মহারাজ! মহাদম্ভে যবনপামর
আসিতেছে হিন্দুস্থান করিতে বিজয়,
লুটিতে হিন্দুর রাজ্য, হিন্দুর মন্দির,
ভুলে যাও পূর্ব্ব কথা পূর্ব্বের শত্রুতা,
একতান-মনঃপ্রাণ হিন্দুর সন্তান,
উঠ, জাগ রণমদে করিয়া তাণ্ডব,
ভাসাও ভারত-বক্ষ যবন-শোণিতে।
খুলিয়া পিধান হতে খর করবাল,

ভাসাও সমর-স্রোতে জীবন-তরণী ;
জাহ্নবীর কূলে কূলে ধাইয়া সমরে,
জাহ্নবীর পুণ্যজল যবন-শোণিতে
কর রক্ত বর্ণ আজ। উঠ হিন্দু ভাই,
পঞ্জাব ডাকিছে তোরে হাহাকাররবে,
ভাসে পঞ্চনদ-বক্ষ সন্তান-শোণিতে।
ওই দেখ উড়িতেছে অম্বরে অম্বরে
বীরবর জয়পাল, বীরেন্দ্র দাহির ;
অসংখ্য হিন্দুর রত্ন, মন্দ্রিয়া গভীর,
করিতে যবনরক্তে তর্পণ তাঁহার ;
নতুবা অনন্তকাল অনন্ত অম্বরে
ঘূরিবেন জয়পাল, বীরেন্দ্র দাহির,
আর যত মহাভাগ জননীর তরে
দিয়াছেন আত্মবলি অসংখ্য সমরে।
আর একজন হায়! বিশ্বে অতুলনা
দীনা, হীনা, হতশ্রীকা, দলিতা রমণী,
হিন্দুর আত্মার আত্মা, প্রাণ হতে প্রিয়া,
ঘুরিবে অনন্তকাল অনন্ত আকাশে,
যাবৎ যবন-রক্তে জননীর পদ,
না করে অলক্তরাগে রঞ্জিত সুন্দর।
মহারাজ! ক্ষুদ্রহিংসা করি পরিহার,
হিন্দুর জীবন তরে আত্মবলি দিয়া,
দেও উড়াইয়া গর্ব্বে বিজয়কেতন
ভারতের দুর্গে দুর্গে, অম্বরে অম্বরে ;

হাসিবে তোমার রূপে সমগ্র ভারত,
হাসে যথা সূর্য্য-করে সমগ্র জগত।
কিংবা যদি নাহি পার কি ক্ষতি তাহায় ?
সহস্র বৎসরব্যাপী অনন্ত সমর
জ্বাল এ ভারতবক্ষে ; সহস্রে সহস্রে
উঠিবেন হিন্দু-পুত্র সমরে উন্মত্ত,
কাঁপাইয়া জয়নাদে সমগ্র ভুবন।
যে আদর্শ মহারাজ, দেখাইবে তুমি
স্থাপিবে ভারতবক্ষে সাম্রাজ্য অটল,
ধাইবে নবীন হিন্দু লক্ষ্য করি তাহা,
অনন্ত সমর-স্রোতে ভাসিবে তরণী।
পুত্রপৌত্রপরম্পরা জ্বলিবে ভারতে
পবিত্র অনল-কুণ্ড, পুড়িয়া জঞ্জাল
ভাতিবে উজ্জ্বল স্বর্ণ বিশ্ব-বিমোহন।
হিন্দুর বীরত্ব, কীর্ত্তি, মনুষ্যত্ব, দয়া,
উদারতা, জীবে প্রেম, আত্মবলিদান,
হরিয়াছে অভাগার এক্ষুদ্র মানস।
পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, সোণার কানোজ,
হয় যদি তেয়াগিতে রাজার আজ্ঞায়,
পারি তাহা অনায়াসে করিতে বর্জ্জন,
কিন্তু হিন্দুর বিরুদ্ধে, ভ্রাতার শোণিতে
কলুষিতে ভ্রাতৃ-হস্ত এভুজ নিশ্চল।
বীর-প্রসূ কান্যকুব্জ, ভীরু হুম্‌রাজ
শত শত তাঁর গর্ব্ভে লইবে জনম ;

হুম্‌রাজ ভালবাসে জন্মভূমি তার,
তাহতে অধিক ভক্তি ভারতের প্রতি ;
যাতে হয় হিন্দুর মঙ্গল, যাতে হয়
ভারত-মঙ্গল, তার তরে হুম্‌রাজ
সতত আকুল। হিন্দুর মঙ্গল তরে
অনায়াসে পারে নিতে হৃদয় পাতিয়া,
ইন্দ্রের কুলিশ ভীম, পারে দিতে বলি
পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, আত্ম, করে আপনার।"
এতবলি হুম্‌রাজ হইল নীরব,
প্লাবিয়া সে রাজসভা আপনার মতে ;
নাহি কোন কপটতা, নাহি কুটীলতা,
হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে দুর্নিবার
বাহির হইল বেগে আরাবের রূপে,
হুম্‌রাজ-ভালবাসা ভারতের প্রতি ;
কি সাধ্য হুম্‌রাজ তাহা করিবে বারণ ?
দেখা দিল রাজেন্দ্রের বিশাল ললাটে
চিন্তা কালিমার রেখা, যেন নীলাকাশ
আবরিয়া মেঘরাজি গভীর গর্জ্জনে
গুরু গুরু করিলা তাণ্ডব ; পুনরায়
সে কালিমা বীরগর্ব্বে করি পরিহার,
আবার হাসিল রাজা নীরব, গম্ভীর।
এইরূপে ব্যক্ত করি মত আপনার
কানোজের মন্ত্রিবৃন্দ, রহিল চাহিয়া
কানোজ-ঈশ্বর পানে, কিন্তু রাজ্যেশ্বর

কহিল না কোন কথা, ভাবিলা নীরবে
উপাড়িবে কোন্ মতে ফ্লেচ্ছরাজ-কণ্টক।
অটল প্রতিজ্ঞা তার, চৌহান-শোণিতে
ভারতমাতার বক্ষ করিয়া প্লাবিত,
নাচিবেন মুক্তরণে কবন্ধের মত,
হি হি রবে দশদিক্ করি বিকম্পিত।
উঠিলেন ঋক্ষরাজ নৈশ নীলাকাশে,
দূরে দূরে গুরু গুরু গর্জ্জিল পেচক,
সন্ সন্ দ্রুত বেগে বহিল পবন,
নীরব নিশীথ-রাজ্যে তুলি কোলাহল,
কুররী ডাকিল বৃক্ষে হাহাকার রবে।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ—পতিপত্নী।

শরতের শেষ নিশি হইল প্রভাত,
পোহাইল কানোজের সুখের রজনী ;
উঠিলেন উষাদেবী প্রাচীর প্রাসাদে,
অন্ধকার-যবনিকা ধীরে সরাইয়া
কোমল করযুগলে, হাসির লহরে
বিপুল ভারতবর্ষ করিয়া রঞ্জিত।
সুবিচিত্র হর্ম্ম্য' পরি বীর দুম্‌রাজ,
কনোজের শুক্রতারা, হিন্দু-অলঙ্কার,
রাঠোর কুলের চাঁদ, সাথে ভার্য্যারত্ন
সুন্দরী পদ্মিনীদেবী জগত—মোহিনী।
ভারত-বিটপীশাখে একটি বোঁটায়
দুইটি মন্দারপুষ্প হাসি ঢল ঢল ;
যেন বিধি বহুরাজ্য করি অন্বেষণ,
এদুটি রতন করি একত্র মিলিত,
পাঠাইলা ধরাতলে অমল হাসিতে
বিভুর বিপুল সৃষ্টি করিয়া উজ্জ্বল।
সরলতা, পবিত্রতা, বীরত্ব, করণা,
আজি যেন স্বর্গপুরী করি পরিহার,
নামিল ভারতবর্ষে কনোজনগরে।
যেন স্থির বিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আকাশে

উঠিল সুধাংশুযুগ, বিশ্ববিমোহন,
শত শত সৌররাজ্য করে উদ্ভাসিয়া।
সংযুক্তা-পদ্মিনীদেবী ভগিনীর মত
বহুদিন কান্যকুব্জে এক হর্ম্ম্যতলে,
শৈশব কৈশোর দুটী করি অতিক্রম,
বেঁধেছিলা বুকে বুক একটী সূতায়।
পুণ্য স্বয়ম্বরকালে পদ্মিনী রূপসী,
দাঁড়াইয়া চণ্ডীসম পাশে সংযুক্তার,
অর্পিলা নিজের হাতে পৃথ্বীরাজকরে,
জীবন-সঙ্গিনী-রত্নে। বিস্ময়-চকিত
সমগ্র ভারতবর্ষ আনন্দে বিভোল,
আত্মহারা হেরেছিল, বিমল প্রভায়
সীমা হতে সীমান্তরে ভাসিল জগত।
নৃপতির সহোদর বীর ভুমরাজ ;
সংযুক্তা-পদ্মিনীদেবী ছাড়ি সেই ভাব,
ভগ্নীসম পরস্পর দেখিত সতত।
শৈশবে পদ্মিনীদেবী ভুমরাজকরে
ভাতিলে, সংযুক্তাদেবী অতুল সৌন্দর্য্যে
দশদিক করি আলো মিলিলা তাহায়,
দুটী তরঙ্গিণী যেন প্রয়াগের মুখে,
মিলি হাসি পরস্পর, নাচিলা উল্লাসে।
পাদপে অঙ্কররাজি বর্ষে বর্ষে যথা
ধীরে ধীরে উঠে বাড়ি, দুইটি হৃদয়ে
তেমতি প্রণয়রাজ্য হল সংস্থাপিত,

দিন দিন সে প্রণয় হইল বর্দ্ধিত।
প্রশান্তসাগর-বক্ষে প্রবাল-পতঙ্গ
ক্রমে ক্রমে মহাদ্বীপ নিরমে যেমন,
আচম্বিতে জলবক্ষে ভাসয়ে প্রদেশ
নরনারী-পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ,বিপুল,
উঠে অগণিত পুরী,—তথা ক্রমে ক্রমে
দুইটী তরল হৃদে প্রণয়ের রাজ্য
হয়েছিল সংস্থাপিত, পুণ্য, মনোরম।
কালের প্রবলস্রোতে দুটী তরঙ্গিনী
দুইটী সাগর-গর্ভে হইল বিলীন,
তথাপি সাগরদ্বয় বুঝিলা নীরবে
একই সলিল রাশি তটিনীযুগলে,
এক ভাষা, এক গতি, এক হাসিরাশি।
মাতৃপ্রিয়, কর্ম্মবীর, নিশীথ সময়ে,
হতাশে ছাড়িলে দেশ, তবু কর্ণে তার
উঠে যেন জননীর মধুর আহ্বান,
আকুল অন্তরে ফিরি চাহে বার বার;
তেমতি তটিনাযুগ সমুদ্র হইতে
শুনিত সতত যেন কাহার আহ্বান,
শীতল সমীরকাণে কহিত সংবাদ,
সততই বার্ত্তাবহ সাজিত পবন।
এরূপে কালের বক্ষে হাসিতে হাসিতে,
জীবনের ত্রিংশ বর্ষ করি অতিক্রম,
দিতেছিলা করমালা ভারতগগনে,

ভারতের দুটী তারা আনন্দে বিভোল,
ঘেরিয়া দুইটী শশী বিশ্ববিমোহন।
মহানিয়তির আজ মহাচিত্রপট
প্রবল পবনভরে খুলিল আপনি,
ভারতের ভাগ্য-অঙ্কে বিষাদ-নাটকে,
দুইটী রমনীরত্ন খেলিতে উঠিল।
"মহাদেবি!" দুমরাজ বিষাদ-গম্ভীর,
চাহি পদ্মিনীর পানে কহিতে লাগিল,
জল ভরা মেঘ যেন বৈশাখী গগনে,
গুরু গুরু ভীমনাদে গর্জ্জিল গম্ভীর,
পুলকে শিখিনী সখি পেখম ধরিয়া,
নাচিল শিখর-চূড়ে, অ.নন্দ-নিক্কণে
পরিপ্লাবি শৈলমালা অরণ্যপ্রদেশ।
"মহাদেবি, ধীরে ধীরে ভারতগগনে
নীরবে হতেছে ক্রমে জলদ সঞ্চার।
দৃষদ্বতীনদীতীরে আবার যবন,
লইয়া বিপুল চমূ, লুব্ধ ব্যাঘ্র সম,
চাহিছে ভারত পানে ফেলি দীর্ঘ শ্বাস,
কখন না জানি পড়ি গভীর হুঙ্কারে,
ছিঁড়িবে মায়ের বক্ষ বজ্রনখাঘাতে।
পাপাত্মা, যবনাধম মামুদ পামর,
উত্তেজিতে রাঠোরের রাজাজয়চাঁদে,
ডুবাইতে, ভারতের পুণ্য সুধাকর,
অতল জলধি-গর্ভে চিরদিন তরে।

পদ্মিনী।

"কি বলিয়া মহারাজ, রাঠোর-সুধাংশু
দিয়াছেন জয়চাঁদ যবনে বিদায়?
করিবে কি রোধ তারে পর্ব্বতের মত,
মহাশৃঙ্গাবলী ঊর্দ্ধে করিয়া বিস্তার,
ভৈরব জলদ-মন্দ্রে? বাসুকির মত
বিস্তারি অযুতফণা গর্জ্জি ভয়ঙ্কর,
অনলগরলরাশি মুহুর্মুহু ছাড়ি,
দংশিবে কি যবনেরে বীরেন্দ্র রাঠোর?
অথবা পক্ষীন্দ্র যথা পাখসাট মারি,
উড়াইয়া নভস্থলে হিমাদ্রি অযুত,
পৃথিবী তুলিয়া শূন্যে, শূন্য নীচে ক্ষেপি,
মহারবে সৌর বিশ্বে তুলিয়া কল্লোল,
ছুটেছিল একদিন সুদূর অতীতে,
তেমতি ছুটিবে কি গো রাঠোরসন্তান
জয়রবে অনম্বর করি বিদারিত?
বৃথা আশা মহারাজ, রাঠোরের নাম
রাঠোরের বীর্য্য, তেজ, ডুবায়ে সকল,
অগ্রে পাঠায়েছে দূত যবনশিবিরে,
প্রতিদানে পাঠায়েছে যবনাধিপতি
আপন বিশ্বস্ত চর। সে কি মহারাজ!
সে কথাকি মন্ত্রিবৃন্দ করেনি জ্ঞাপন?
নিজে মন্ত্রী রামসিংহ পাপ মন্ত্রণায়,
উত্তেজি রাঠোররাজে, পাঠাইলা দূত।

ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসিয়া মন্ত্রিবরে ডাকি,
জান স্পষ্ট সত্য, মিথ্যা সব সমাচার।

ভুমরাজ।

কি জানিব হায়! দেবি, গত নিশাকালে
গিয়েছিনু হতভাগা এই মন্ত্রণায়,
নিজে মহারাজা আর মন্ত্রিবৃন্দ যত,
সকলি কহিলা গর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে পড়ি,
তোমর-চৌহান-রক্তে প্লাবি ধরাতল
নাচিতে উন্মাদসম মহাকোলাহলে।
কি বলিব হায়! রাজা নিজে ডুবাইয়া
পবিত্র কানোজ নাম, নাম রাঠোরের,
পিতামহ চন্দ্রদেবে অতল সলিলে,
ঘৃণিত হিংসার পদে অর্পিল প্রসূন।
রাঠোর কুলের পুষ্প সংযুক্তা সুন্দরী,
নানা গুণে গুণবতী, ভারত যুড়িয়া
এমন একটী ফুল পাইনা দেখিতে,
যাহা পারে এ ফুলের হইতে তুলনা।
মা আমার,—কত ভালবাসি তারে!
তাহার বৈধব্যতরে জনক হইয়া
উঠিয়াছে জয়চন্দ্র কানোজের রাজা।
যে পিতার—না না লইব না তার নাম—
সে পবিত্র নামে করিব না কালিমার
গরল সঞ্চার। মোর ভ্রাতা দেবি, আর
পারিনা সহিতে আমি বুক ফেটে যায়,

লেপিল হিন্দুর মুখ ঘোর কালিমায়।
কহ দেবি, এ দুর্য্যোগে কোন্ কর্ম্ম করি,
চালাইব কোন দিকে জীবন-তরণী,
তলহীন পারাবারে ডুবে দুম্‌রাজ।”
দুই হাতে বীরবর বাষ্প রোধ করি,
রুদ্ধকণ্ঠে বক্ষ চাপি, বসুধার পানে,
চাহিয়া কহিলা ধীরে অন্তরে অন্তরে,
“মা বসুধে! দেও খুলি হৃদয়-কবাট
কুলাঙ্গার দুম্‌রাজ করুক প্রবেশ
তব গর্ভে, ডুবে যাক্ যাতনা বিষাদ।”
বিঁধিল ভীষণ শেল পদ্মিনীর বুকে,
উঠি দেবী দুই হাতে নয়নের জল
মুছি অতি যতনে, কহিতে লাগিলা
“বৃথা চিন্তা মহারাজ! এ পৃথিবী যুড়ি
কত রাজ্য উঠে পড়ে কালপারাবারে,
তার ভরে জ্ঞানিগণ করেনা ক্রন্দন।
বিশেষ, অদৃষ্টে যদি থাকে সংযুক্তার
অকালে বৈধব্যদশা জনকের করে,
পারিবে কি এ পৃথিবী রোধিতে তাহায়?
অথবা অদৃষ্টে যদি ভারতমাতার
যবনের অধীনতা থাকে কোন দিন,
পারিবে কি বিরোধিতে ভারতসন্তান?
ছেড়ে দাও পাপ চিন্তা, চিন্তা ভবিষ্যের,
নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া।”

ভ্রমরাজ।

সেকি দেবি, দেখি নিজে ভারতমাতার
অনন্ত অশ্রু-প্রবাহ, শুনিয়া ক্রন্দন,
পুত্র হয়ে গৃহকোণে থাকিব বসিয়া ?
বরষার জল যথা তরঙ্গে তরঙ্গে,
সমগ্র ভারতবর্ষ করিয়া প্লাবিত,
ভাঙ্গি গৃহস্থের গৃহ, নগর কান্তার,
শ্যামল শস্যের রাশি দেয় ডুবাইয়া ;
তেমতি যবনবৃন্দ, উন্মত্তের মত,
"আল্লাহু আক্‌বর" শব্দে বিদারি গগন,
দিগ্‌দিগন্তরে ছুটে শার্দ্দূলের মত।
তাই দেবি, মনে মনে করেছি বাসনা
ছাড়ি আজ কান্যকুব্জ, রাঠোর-আলয়,
শৈশবের প্রিয় গৃহ, কৈশোরের ক্রীড়া,
যৌবনের রঙ্গভূমি, জগতে অতুল,
পিতৃ-পিতামহ-তীর্থ, স্বর্গ গরীয়ান্,
যাব জলি ইন্দ্রপ্রস্থে চৌহান-সমরে
ভাসাইব আপনার জীবন-তরণী।"

পদ্মিনী।

না, না, প্রভো, রাজদ্রোহ-মহাপঙ্ক-তলে
করিওনা নিমজ্জিত এ পুণ্য জীবন,
উন্নত পবিত্র ব্রত রাজসেবা—তব,
এজীবনে এই ব্রত করি উদযাপন,
চলিছ অনন্ত-পথে মুকুতির লাগি,

ক্ষণতরে মোহলাগি দিশা হারা হয়ে,
ডুবায়োনা সেই ব্রত জলধির জলে।
সহস্র সংযুক্তা—রক্তে ধরা ভেসে যাক্,
ভেসে যাক্ নররক্তে পৃথ্বী সুবিশাল,
তথাপি বীরেন্দ্রবর, মুহূর্তের তরে,
রাজাদেশে ভালমন্দ করোনা বিচার,
করিওনা উন্মোচন নরকের দ্বার।
এক দিন মনে মনে ভাবিয়াছ দেব!
নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা নহে পাপময়ী,
রাজাদেশে সেই কর্ম্ম হলে অনুষ্ঠিত।
সেই লক্ষ্য চোখে চোখে রাখি বীরবর,
হও অগ্রসর গর্ব্বে কর্ত্তব্যের পথে,
রাখ পিতামহ-মান নিজের শোণিতে।"

ভূমরাজ।

নহে রাজদ্রোহী দেবি, হিন্দু ভূম্‌রাজ
আজি যদি মহারাজা জিঘাংসা ভুলিয়া,
দুর্দ্দম রাজ্য-লালসা করি পরিহার,
ডাকে উচ্চে 'কোথা তুমি হিন্দুর সন্তান,
রাখ মান নিজরক্তে এবিপত্তিকালে ;
ছুটিবে অযুত হিন্দু শুনিয়া আহ্বান,
রাজার পাদুকা পুণ্য বহিতে মাথায়।
কিন্তু দেবি, হিন্দুরক্তে করি কলঙ্কিত,
সোণার ভারতভূমি, যেই কুলাঙ্গার
আপন গৌরবপথ করে পরিষ্কার,

হউক সেজন পিতা, অথবা জননী,
কিংবা ইন্দ্র দেবরাজ, আপনি শঙ্কর,
শত্রুতার প্রতিমূর্ত্তি ক্ষীণ ডুম্‌রাজ।
চাহিনা ঐশ্বর্য্য, ধন, সাম্রাজ্য বিপুল,
চাহিনা অলকাপুরী নন্দনকানন,
চাহিনা বৈকুণ্ঠ, কিংবা অতুল কৈলাস,
চাহি সুধু এক মনে হিন্দুর মঙ্গল।
এই কি রাজার ধর্ম্ম প্রকৃতি—রঞ্জন ?
এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ?
এই কি মানব-ধর্ম্ম ? ভুলিয়া সকল
জ্ঞাতি, ভ্রাতা, আত্ম, বন্ধু, যেই নরাধম
জ্বালিতেছে অগ্নিকুণ্ড বক্ষে জননীর,
সুধু প্রতিহিংসা তরে, নিজের গৌরবে,
সেই কি হিন্দুর রাজা দেব-অবতার ?
ভ্রান্তি দেবি, মহাভ্রান্তি, ভ্রান্তি মানবের।"
পতিগতপ্রাণা-দেবী পদ্মিনী-শ্রবণে
পাশিলে বচনাবলি, পদ্মিনী দেবীর
বদনের কালমেঘ গেল পলাইয়া,
হাসিল বদন পুণ্য, নির্ম্মুক্ত আকাশে
শরতের পূর্ণ চন্দ্র উঠিল ফুটিয়া।
প্রভাতী গায়িল পাখী কাননে কাননে,
ছুটিল সৌরভবহ সুমন্দ মলয়,
কহিতে মানব-কাণে 'রাত্রি অবসান।'
খুলি বাতায়ন-দ্বার বীর ডুম্‌রাজ

হেরিল পরাণ ভরি শোভা প্রকৃতির।
কতক্ষণ প্রকৃতির ভুবন-মোহিনী
অতুলন রূপরাশি করি নিরীক্ষণ,
রসে মগ্ন মনে মনে কহিতে লাগিল,
"অহো কি মধুর দৃশ্য মানসমোহন!
ধীরে ধীরে স্বর্ণ-কর বাল দিনমণি
সোণার পুরবাকাশ সিন্দূরে রঞ্জিয়া,
দিয়াছে সিন্দূর-ফোটা ভুবন-মোহন,
ঊষা সুন্দরীর ভালে জগত-মোহিনী।
নীলসিন্দু, নীলাকাশ করিয়া রঞ্জিত,
রূপের বিভায় যেন ধীরে ধীরে ধীরে,
পদ্মমুখী উঠিলেন, সাগর-দুহিতা,
রাজলক্ষ্মী, সৃষ্টিঅঙ্ক করি অভিনয়।
যেন নীল মাধবের নীল বক্ষপরি
মথিয়া বিশাল সিন্ধু, হৃষ্ট দেবগণ,
সঁপিলা কৌস্তুভরত্ন; আভায় তাহার
সৌর বিশ্ব, প্রান্তে প্রান্তে উঠিল হাসিয়া।
বিরাজিছে কি সুন্দর ঊষার কুন্তল,
ফুটিছে তাহাতে কত মণি মুক্তারাজি;
ফুটিল বকুলবৃক্ষে তিমির নিশীথে
অগণ্য প্রসূনরাজি, মানস-মোহন।
সমগ্র পুরবরাজ্য সুবর্ণে রঞ্জিয়া,
ঢালিছে আনন্দ—উৎস বিপুল জগতে,
পূরব-প্রাসাদ-চুড়ে উঠি ঊষারাণী।

ওই ডাকিতেছে পাখী কলাপী, পাপীয়া,
সুন্দর দয়েল, শ্যামা, নানা বিহঙ্গম,
দলে দলে মধুকণ্ঠে বৈতালিক-কুল।
মনে হয় যেন দেবী উষা মহারাণী,
অন্ধকার-যবনিকা ধীরে সরাইয়া,
আপন কোমল করে, করিলা সঙ্কেত
পাখিবৃন্দে, নাচি নাচি মহীরুহ-শিরে,
গায়িতে বিভুর গীতি মহিমা-পূরিত।
পাঠাইলা হাসি রাণী মন্দ সমীরণ
কহিতে মানবগণে মধুর ভাষায়,
আসিছেন উষাদেবী এজগতীতলে,
রজনীর অন্ধকার করি বিদূরিত,
মুছাইতে হৃষ্ট মনে দুঃখীর ক্রন্দন,
সুহাসিনী সহচরী আশা সঙ্গে নিয়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম-নিকর
হাসিছে মধুর হাসি, উষারাণী তায়
ঢালিছেন ধীরে ধীরে সুবর্ণ কিরণ,
শিশুর অধরে যেন রাজিছে লোহিত,
সুবর্ণ পদ্মের পর্ণ, হর্ষে বালা যেন
রঞ্জিল তাম্বুলরাগে কোমল অধর।
পাদপের চূড়ে চূড়ে কেমন সুন্দর
বিরাজিছে স্বর্ণ মৌলি নয়নরঞ্জন,
যেন স্বয়ম্বর—কালে, বিস্তৃত সভায়,
বসিছেন রাজ-বৃন্দ, আনন্দে মগন,

সোণার কিরীট পরি অগ্নিশিখাসম।
হাসিতেছে তরঙ্গিণী কুলু কুলুরবে,
ফুটিছে সরোজরাজি, প্রাণবিমোহন,
গুঞ্জিছে ভ্রমর তথা করি গুণ্ গুণ্।
হাসিছে শ্যামল মাঠ, হাসিছে কানন,
পলায়িছে তমোরাশি সুদূর গগনে
সমগ্র মানব-বৃন্দে দানিয়া জীবন
হাসিছে অপূর্ব্ব হাসি ঊষা মহারাণী।
মানব হইতে ধীরে লইলা বিদায়
আলস্য, ঔদাস্য শত্রু ; আশা সুহাসিনী
বিচিত্র সোণার পট সম্মুখে স্থাপিয়া.
ভুলাইল মানবের নিরাশ মানস,
আবার কর্ম্মের স্রোতে ঝম্প দিল মন।
একটি সুন্দরী ঊষা সমগ্র জগতে
স্থাপিয়াছে কি মধুর রাজ্য আনন্দের!
আপনার কুল ঊষা করিয়া উজ্জ্বল,
উজলিছে চরাচর কিরণমালায়,
জীবিছে সমগ্র বিশ্ব, ধন্য ঊষারাণী!
আমরা মানব সুধু স্বার্থপরতায়
নিমজ্জিয়া মানবের অতুল জীবন.
প্রেমের সংসারে হায়! ভ্রান্তি—মোহে মজি
তুলিয়াছি অনর্থ মহান্। ভুলিয়াছি
ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃপ্রেম, ভক্তি জননীর,
হিংসা, দ্বেষ. ঈর্ষ্যারিপু প্রচণ্ড প্রতাপে ;

সোণার প্রেমের রাজ্য করি অধিকার,
উড়ায়েছে মহাদম্ভে বিজয়কেতন।
মানবত্ব ধীরে ধীরে করি পরিহার,
পশুত্বে মণ্ডিয়া শির, পতিত মানব,
বিভুর সোনার রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা
করিয়াছি উত্তোলিত। লক্ষ্য জীবনের
দেবের, দেবত্ব লাভ ; (কি বলিব হায় !
"পার্থিব উন্নতি" করি দিগ্‌ভ্রান্তনর
পথ ছাড়ি মহারণ্যে করিছে প্রস্থান।
আমরা মানব অহো ভ্রান্তির কুহকে,
সুন্দর রসালবন করি পরিহার,
পুষ্পিত পলাশবন, মানস—রঞ্জন,
হেরি পাশে, শুনি কর্ণে ভ্রমর-গুঞ্জন
ছুটে যায় সেই বনে উন্মত্তের মত।
কতদিনে এই ভ্রান্তি করি বিদূরিত,
হাসিবে মনুজবৃন্দ আনন্দে অধীর,
হাসে যথা নীলাকাশে পূর্ণ শশধর
বিদূরিয়া রজনীর তমিস্রা ভীষণ।
কতদিনে ভ্রান্ত নর, মেলিয়া নয়ন,
হেরিবে দেবের রাজ্যে, ভৈরব হুঙ্কারে,
তাণ্ডবিছে সিংহগর্ব্বে দনুজ-সন্তান।
কতদিনে হায়! নর করিবে দর্শন,
সুন্দর নন্দনবন করি অধিকার,
ঢালিছে কালিমারাশি পারিজাতফুলে

বিকট দানববৃন্দ, কমলে কণ্টক
রাখিতেছে সংস্থাপিয়া নীলম্বরে মেঘ।
যেমতি দেবের বৃষ্টি পুণ্য, অনাবিল,
ক্ষিতিপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হয়ে নিপতিত
আপনার পবিত্রতা করি বিসর্জ্জন,
আবিল পঙ্কিল জলে হয় পরিণত ;
কিম্বা যথা ঝরণার পবিত্র সলিল,
অমল, শীতল, উঠি ভানুকরে নাচি,
মণিমুক্তাসম খেলি, পড়িয়া ভূমিতে,
আপনার অমলত্ব করে পরিহার ;
অথবা মানবশিশু করি উন্মোচন,
না জানিয়া ভালমন্দ, শৈশব মন্দির,
প্রবেশিলে যৌবনের প্রাসাদ-দুয়ারে,
যেমতি মারুত আসি বিষগন্ধময়
কেড়ে নেয় বালকের সারল্য অতুল,
অনুপম ভালবাসা, অমৃত-বচন,
নরের দেবত্ব ; হায়! পতিত ভারত
হারায়েছে সেইরূপে আপন মঙ্গল
ভ্রাতৃপ্রেম, মাতৃপ্রেম, প্রেম জগতের।
যে ভারতে আত্মত্যাগ হৃদয়ে হৃদয়ে
স্থাপিত অটল রাজ্য, দিত ছড়াইয়া
শান্তির অনন্তস্রোত জগত যুড়িয়া ;
আত্মত্যাগ—বাঁশরিতে হৃদয়-ভুলানো
গীতি ঝঙ্কারিত হত অনিবার,

বাজে যথা বেনুবনে অনিল-কৃপায়
সতত বাঁশের বংশী আপনার মনে ;
দেখ বিরাজিছে তথা স্বার্থ মহাবল।
যেমতি পবিত্রতোয়া নির্ম্মলা জাহ্নবী
বহিয়া, ভারতবর্ষ করিছে শীতল,
তোষিছে অমৃত-ধারে ভারত-সন্তানে,
করিতেছে জননীরে শ্যামলা, সুফলা,
তেমতি এ পুণ্যময় দধীচর দেশে
আত্মত্যাগ-প্রবাহিণী বহিয়া মধুর,
সঞ্জীবনী-সুধারাশি ঢালিত সতত,
দূরিয়া বিষাদ, দৈন্য আর্ত্ত-হাহাকার।
প্রাচীন ভারতে অহো! যে দিকে ফিরাই
আপনার মনশ্চক্ষু, সেই দিকে দেখি
আত্মত্যাগ-নিদর্শন অপূর্ব্ব অদ্ভুত ;
অমৃত-ধারায় যেন আর্দ্র বসুমতী!
ভারতের শিরোরত্ন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ;
সেদিকে যখনি করি নয়ন নিক্ষেপ,
কি জানি কি আসি ধীরে, প্রবেশি হৃদয়ে,
করে বিগলিত তায় ; আনন্দে সলিল
ছুটে নয়ন যুগলে। হের জনস্থান,
স্থানুবন, সিদ্ধাশ্রম, মানস-নয়নে ;
দেখে কত পুণ্যপ্রাণ, সংসার-বিরাগী
যতিকুল ভারতের কৌস্তুভ-রতন
বসিয়া বিবশ প্রাণে ; হৃদয়ে তাদের

খেলিতেছে মহাভাব, কিরূপে আনিয়া
মন্দাকিনী-শীত-ধারা প্লাবিবে ভারত!
পুণ্য "মহিমনঃ"-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
অনিলে কাঁপিয়া, লইতেছে বক্ষেকরি
ভারতের অমঙ্গল; বর্ষার প্লাবন
যথা ভাসায়ে প্রান্তর, প্রান্তর হইতে
নিয়ে যায় বক্ষেকরি সকল জঞ্জাল,
পরিবর্ত্তে পলিসুধা আনন্দে ফেলিয়া।
হের ওই রৈবতক, আশ্রম ব্যাসের;
ত্যজিয়া কনক হর্ম্ম্য, রম্য উপবন,
সর্ব্ব-সুখ-মূল করি উৎপাটন,
ত্যজি জন-কোলাহল, জগত-মঙ্গলে
অনুদিন জাগরূক, হাসিতে হাসিতে
রৈবতক-গিরি-পাশে নিরমি কুটীর,
বসিয়া নীরবে মগ্ন গভীর ধেয়ানে
শান্তির প্রতিমাখানি! আশ্রম ঋষির
হাসিতেছে নানাবৃক্ষে ফল-ফুল-নত,
যেন ঔৎসুক্যে অধীর, প্রদানিতে ফল
ফুল অতিথি-নিকরে; রয়েছে প্রশান্ত
হিংস্র জন্তু-কুল ত্যজি হিংসা আপনার।
মহর্ষির আত্মত্যাগ অহো কি মধুর!
বিদূরিছে হিংসা দ্বেষ আশ্রম হইতে।
সমগ্র ভারত ব্যাপি, শ্বাপদ-সঙ্কুল,
গিরিগুহামাঝে কিংবা ভীষণ অরণ্যে

বিরাজিছে শান্ত, শুভ্র আশ্রম মুণির।
ত্যজিয়া সকল সুখ, ভোগলিপ্সা ত্যজি
ভারত-মঙ্গলে রত, জগত-মঙ্গলে
ভারতের পুণ্যপ্রাণ নিরত মহর্ষি!
কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ! কি মহান্ দেশ-
প্রেম! কি মহান্ বিশ্বপ্রেম! এভারতে
জন্ম যার, জন্ম তার হয়েছে সার্থক,
পুণ্য রত্নাকর-গর্ভে জন্মিছে সে জন।
ঊষা সুন্দরীর মত তেমতি তাঁহারা
আপনার পিতৃকুল করিয়া উজ্জ্বল,
ঢালিত আনন্দ-ধারা নিখিল জগতে।
সেই পিতৃগণ-কুলে আজ অসময়ে,
জন্মিছে ভারত ব্যাপি, মহাকুলাঙ্গার,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে ক্ষুদ্র জোনাকী সঞ্চার।
আর ওই মহাজাতি হিমাদ্রির মত,
(বীরেন্দ্র ক্ষত্রিয় বৃন্দ) ঊর্দ্ধে তুলি শির,
বিস্তারিয়া মহাবাহু ভীম বজ্র-রাজি,
রক্ষিত ভারতবর্ষ পরম আদরে,
শীর্ণ রোগী সন্তানের জননীর মত।
বিদূরিয়া দস্যু, চোর, সমাজ-জঞ্জাল,
রাখিত সমাজ খানি শান্তি-গৃহে পূরি ;
বিদেশী তস্কর-বৃন্দে করিয়া শাসন
বহিঃশান্তি বীরবৃন্দ রক্ষিত সতত,
উৎসর্গিত মনঃপ্রাণ ভারত-কল্যাণে।

এই জাতি হতে জনমিছে রামচন্দ্র
পুণ্যপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ
রাজর্ষি জনক, ভীষ্ম, রাজা যুধিষ্ঠির,
ভগবান্ বাসুদেব, বীর ধনঞ্জয়,
দানবীর অঙ্গরাজ, সম্রাট্ ভরত,
মানব-মঙ্গলে রত, জগতে অতুল—
সহস্র সহস্র শুক্র ভারত-গগনে।
আজি জাহ্নবীর কাজ করিতে সাধন
উঠিছে গোমতী নদী কুলু কুলু করি,
হিমাদ্রির স্থানে দেখ পূর্ব্বঘাট গিরি।
তাঁরা ও উষার মত পূরব গগনে
নীলসিন্ধু, নীলাকাশ, নিখিল ভুবন
সোণার কিরণমালে করিয়া রঞ্জিত,
হাসিতেন বিশ্বযুড়ি অমৃতের হাসি।
অহো আজ ভারতের কিবা পরিণাম !”
এরূপে নীরবে বসি বীর হুম্‌রাজ,
পূরব আকাশ পানে স্থির নেত্রে চাহি,
ভারত-অতীত-রাজ্য করিয়া ভ্রমণ,
ভবিষ্যের তরে ক্ষুব্ধ আকুল-হৃদয়,—
বহি তাঁর গণ্ডযুগ মুকুতের মত,
ছুটিল অজস্রধারে পবিত্র সলিল।
বসিয়া নীরবে স্থির পদ্মিনী সুন্দরী
দেখিলা নয়ন ভরি মূর্ত্তি মহিমার,—
প্রভাতের আলোরাশি হইল পতিত

অমল বদনে পুণ্য ; যেন নিরিবিলি
ঊষামুখে বসিলেন মহর্ষিরতন,
দাঁড়াইয়া স্থির ধীর পাশেতে তাঁহার
শিষ্যরত্ন, দেখিলেন আলোকযুগল
পরস্পর মুখোমুখী চাহিয়া নীরবে।
এইরূপ কতক্ষণ—(কে পারে বলিতে ?)
উভয়ে নীরবে বসি ভাবে নিমগন।
ডাকিল বিহঙ্গরাজি কলরব করি
প্রভাতের হাসি রাশি নিয়ে সমীরণ
নিখিল ভুবন যুড়ি লাগিল ভ্রমিতে।
হর্ম্ম্যের সুন্দর দ্বার খুলিল হঠাৎ
চাহিলা পদ্মিনী দেবী ; দেখিলা সম্মুখে
শুভ্র জটাজূট-ধারী অতি দীর্ঘকায়,
গলে রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মাবৃত-তনু,—
দ্বিতীয় তপন যেন রশ্মি ছড়াইয়া,
উঠিলেন ধীরে ধীরে শারদ আকাশে।
আস্তে ব্যস্তে উঠি দেবী হয়ে অগ্রসর,
মহাপুরুষের পদে প্রণমি সাষ্টাঙ্গি,
লয়ে পদধূলি মাথে কহিলা হাসিয়া,—
"গুরুদেব ! সুপ্রভাত রজনী আমার,
বড়ভাগ্যে দেখিলাম চরণ-যুগল।
গ্রীষ্মের মেঘের মত নবীন শ্যামল
আসিয়াছ, রয়েছিনু চাতকীর মত।
দেখ আজ দেখ চেয়ে বিপ্লব মহান্

গরজিছে গুরু গুরু ঘনঘটারোলে ;
শিষ্য তব তার মাঝে কোন্ অঙ্কে জানি
কোন্ মহাখেলা প্রভো, খেলিতে দাড়ায়।"
আশীষি সম্ভাষি গুরু মধুর বচনে,
অগ্রসরি দাঁড়াইলা, যথা তুম্‌রাজ
খুলি বাতায়ন-দ্বার স্বভাবে মগন,
হৃদয়-সমুদ্র যুড়ি তরঙ্গ উত্তাল,
চঞ্চল, আলোড়ি গর্ব্বে মহারব করি,
তখনো ছুটিতেছিল দিগ্‌দিগন্তরে।
কি মধুর দৃশ্য অহো! প্রভাত সময়,
শূরত্বের প্রতিমূর্ত্তি বীর তুম্‌রাজ,
সম্মুখে হাসিতে ভরা শরতসুন্দরী,
পুণ্যের বিমল মূর্ত্তি সন্ন্যাসী পুরুষ,
পত্নীপ্রেম দাড়াইয়া পদ্মিনীর রূপে।
"তুম্‌রাজ!" জলভরা মন্দ্রিল গম্ভীর
প্রাবৃটের অনম্বরে কৃষ্ণ পয়োধর।
"গুরুদেব!" "গুরুদেব!" উচ্চ কণ্ঠ করি
আত্মহারা তুমরাজ ছাড়িয়া আসন,
ছিন্ন ব্রততীর মত পড়িলা চরণে ;—
"কতদিন কতনিশি জাগ্রতে নিদ্রায়
ভাবিতেছি পুণ্যপদ আত্মহারা হয়ে,
বড় ভাগ্যে ওচরণ মিলাইল বিধি।
কহ দেব, কোন্ তীর্থে করিলা যাপন
এতবর্ষ, কোন্‌রূপে দিলা কাটাইয়া

জীবনের সার ভাগ? যেই অর্থ তরে
ভুলিয়াছ সুখের সংসার, সেই অর্থ
এতদিনে মিলাইল বিধি? কহ দেব,
অধমের কোন্ ভাগ্যগুণে আসিয়াছ
কান্যকুব্জে, পদরজে পবিত্রিয়া দেশ।
"ভূমরাজ!" যতি-গুরু কহিতে লাগিলা
"চিন্তি পরমেশ-পদ, ছাড়িয়া সংসার,
প্রবেশিনু সঙ্গীহীন গহন কাননে
বসিনু গভীর ধ্যানে জপি জগদীশ।
তথা হতে কাশি, কাঞ্চী, পুণ্য হরিদ্বার,
বৃন্দাবন, ব্রজপুর করি পর্য্যটন,
মনের কলুষরাশি করি বিদূরিত
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে হৈনু উপস্থিত;
ভাসিল প্রভুরলীলা নয়ন উপরে,
খেলিল মানস-তরী সেই পারাবারে।
কত নদ, কত নদী, হ্রদ অগণন,
গিরিরাজি অতিক্রমি বিস্তৃত কান্তার,
মরুভূমি শত শত যোজন—বিশাল,
পার হইলাম ধীরে অদ্রি অভ্রঙ্কষ
উঠিনু তির্ব্বত-রাজ্যে। মানসরোবরে
মহাহর্ষে সমাপিয়া পিতার তর্পণ,
নিরমিনু নিজ হাতে লতায় পাতায়
বিচিত্র কুটীর এক, স্থাপিনু তাহায়
নিরাকার পরমেশে করিয়া সাকার।

সেই পুণ্য সরোবর-কূলে, উৎসর্গিয়া
এজীবন মহানন্দে স্রষ্টার চরণে,
যাপিনু কয়েক বর্ষ, বড় ভাগ্য-বলে
মিলাইল মহাপ্রভু পুরুষ মহান্,
যাঁহার পবিত্র মন্ত্র করিয়া গ্রহণ
বঞ্চিলাম সেই স্থানে ; প্রভুর আজ্ঞায়
এতদিনে ফিরিলাম কানোজ নগরে।

ছুম্‌রাজ।

বর্ষার নবীন মেঘ শ্যামল, সুন্দর
ভাসিলে বিশাল নভে যেমতি শিখীর
উঠে প্রাণে আনন্দ বিপুল, ভেঙ্গে দিয়ে
নীরবতা কেকারবে বিশাল সংসার
আন্দোলিত করি হর্ষে, পেখম ধরিয়া
নাচে উচ্চ গিরি-চূড়ে, প্রভুর চরণ
দেখিয়ে রাঠোর-কুল নাচিবে তেমতি।
আগ্নেয়-পর্ব্বত-গর্ব্ভে অগ্নি রাশি যথা,
জ্বলি অতি ধীরে ধীরে, শতেক বৎসর,
সংগ্রহি বিপুল শক্তি, উঠি একদিন
মেঘমন্দ্রে আলোড়িয়া পৃথিবী বিশাল,
ভেঙ্গেদেয় গিরিরাজে, আবরি আকাশ
গাঢ় কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জে, ভস্ম-ধাতু-রাশে
চারি পাশে গ্রাম-পুঞ্জ করি আচ্ছাদিত ;
দেখ প্রভো, দেখ আজ ভারত-গিরির
অন্তঃস্থল করি ভেদ গভীর হুঙ্কারে,

উঠিছে তিমিরপুঞ্জ, ছাইয়া গগন,
আবরি সহস্র-রশ্মি সোণার তপনে,
ডুবাইল এ ভারত ভস্মের সাগরে।
কি প্রবল হিংসা-অগ্নি রাঠোর-চৌহানে,
কাশ্মিরে, পঞ্জাবে, দূর দাক্ষিণাত্য যুড়ি,
পুণ্যভূমি রাজস্থানে দেখ দেব, আজ
হইতেছে বিধূমিত, জননী তোমার
ভাসাইল অশ্রুজলে বক্ষ আপনার।
কহ দেব, কোন্ মতে শিষ্যাধম তব
অর্পিয়া জীবন ক্ষুদ্র জননীর তরে,
মায়ের বিকল অশ্রু করিবে বারণ।

পদ্মিনী।

গুরুদেব, নিপীড়িত এ শিষ্যা তোমার
বহুদিন, মনে বড় ভাবনা জটিল ;
কত জনে জিজ্ঞাসিনু। সকলি নির্ব্বাক্।
যে তৃষ্ণার ফাটিতেছে বক্ষ অবলার,
শত শত দীঘি হ্রদ তটিনীর জলে
নাহি হলো নির্ব্বাপিত ; প্রভুর কৃপায়
সাগরের পাদ-মূলে হৈনু উপস্থিত,
মিটাইব অম্বুনীরে পিপাসা দারুণ।

মহাপুরুষ।

কহ মাতঃ, কোন্ কথা হৃদয়ে তোমার ;
পারি যদি নানা শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
উত্তরিব যথাযথ ; মন্দাকিনী-বারি

সিঞ্চিয়া হৃদয়ে তব তৃষ্ণা মিটাইয়া,
রাঠোর কুলের লক্ষ্মী, তুষিব তোমায়।

পদ্মিনী।

গুরুদেব! নাহি জানি রাঠোর-ঈশ্বর,
কি কুক্ষণে পুণ্যপথ, করি পরিহার
দুরাশায় রাজ-ধর্ম্ম, প্রকৃতি-রঞ্জন,
হিংসায় মজিলা নিজে; সেই হতে প্রভো!
শিষ্য তব কান্যকুব্জ করি পরিহার,
যাইবেন রাজ্যান্তরে, আছে প্রতীক্ষায়।
শুন আজ গুরু গুরু ভৈরব গর্জ্জনে
নাচিছে যবন-ভেরী, মেদিনী, অম্বর,
কাঁপাইয়া ভারতের বিশাল শরীর।
তাতে আজ রাজ-ধর্ম্ম করি পরিহার
ভ্রান্তির কুহকে ভুলি, আশার মায়ায়,
কুক্ষণে রাঠোর-পতি যবনের সনে
সঙ্গোপনে মিশিবারে করিছে যতন।
শিষ্য তব তাই পিতঃ, তেয়াগি কানোজ,
ছুটিবেন ইন্দ্রপ্রস্থে, চৌহানের সহ
বাড়াইয়া বীরভুজ, মিলিয়া মিশিয়া,
পাপিষ্ঠ অরাতিবৃন্দে করি বিতাড়িত,
নাচিবেন পুণ্যকর্ম্মা ভাবিছে সুযোগ।
তাই পিতঃ, এ অভাগী ভাবে অনুক্ষণ
রাজ-দ্রোহে শিষ্য তব হবে নিমগন,
উন্মোচিয়া চিরতরে নরকের দ্বার।

যেই শিষ্য তব গুয়ো, রাজার কারণে
বিসর্জ্জিতে এ জীবন উঠিত নাচিয়া,
সেই আজ রাজ-দ্রোহে হবে নিমজ্জিত ;
হায়রে কমলবনে ভ্রমিবে শূকর।

মহাপুরুষ।

বৃথা চিন্তা কর তুমি কানোজ-কমলা,
নহে তায় রাজদ্রোহী বীর তুম্‌রাজ।
সুদূর অতীতে সর্ব্ব মানব-সন্তান,
ঘুরিত ফিরিত সদা, সন্ন্যাসীর মত,
হেথা সেথা চতুর্দ্দিকে আপনার মনে ;
ক্রমে ক্রমে বুঝিলেন গড়িয়া সমাজ
না স্থাপিলে গ্রাম দেশ, শান্তি-সুখ-হীন
বিভুর বিশাল সৃষ্টি। গড়িয়া সমাজ,
গুণে শ্রেষ্ঠ কয় জনে করি নির্ব্বাচন,
দিলা তারে সমাজের বিধান-ক্ষমতা।
হেরিলেন ক্রমে ক্রমে বহু হতে একে,
শাসিত সমাজ-রাজ্য বড়ই সুন্দর,
নাহি কোন বিশৃঙ্খলা। মানবের ভক্তি
সেই শাসকের প্রতি হলো নিয়োজিত,
কৃতজ্ঞতা-রসে মগ্ন ; ক্রমে এইরূপে
হিন্দুর রাজার পদ হইল সৃজিত।
পুণ্যময় দেশপ্রেম হলো পরিণত
রাজ-প্রেমে। রাজভক্তি, দেশ-প্রেম এক।
দেশের মঙ্গলরূপে করে অধিষ্ঠান

নৃপবর, অমঙ্গল করি বিদূরিত।
যদি কোন হতভাগ্য কর্ত্তব্য আপন
রাজ-ধর্ম্ম, পুণ্যময়, প্রকৃতি-রঞ্জন,
পরিহরি, রাজ্য-মদে, সাজে অমঙ্গল,
বিভুর বিদ্রোহী প্রজা পাপিষ্ঠ সে জন।
'প্রভু' 'প্রভু' করি ফিরে সহস্র জীবন
ক্ষুদ্র-আত্মা, কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্
তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব পায় বুঝিবার ;
যাঁরা পায়, দেখে তাঁরা বিপুল সংসার
সাধকের মহাপ্রভু ; জীববৃন্দ তাঁর
আপনার পূজ্য রত্ন প্রাণের পরাণ।
এহেন বিশ্বের মাঝে, মানবসমাজে,
হিংসায় জ্বলিয়া, কিংবা নিজস্বার্থ তরে,
যেই মহাপাপী নর তুলে কোলাহল,
সকলের বধ্য সেই। মোহেতে মজিয়া
যদি কেহ সে বধার্হে না করে বিনাশ,
সেও পাপ-ফল-ভোগী সেই দুরাত্মার।
থামিলা সন্ন্যাসিবর, বীর ভূম্‌রাজ,
সুন্দরী পদ্মিনীদেবী চাতকের মত,
নীল অনন্তের কোলে করি আরোহণ,
নব প্রাবৃটের বৃষ্টি আকণ্ঠ পূরিয়া,
করিলেন মনানন্দে পান। যেন আজ
গগনের কৃষ্ণ মেঘ করি বিতাড়িত,
দূর সমুদ্রের পারে, সুধাংশু সুন্দর

উঠিল, জগতখানা ভাসি' চন্দ্রিকায়।
কাননে ফুটিল ফুল চামেলী মালতী,
মলয় সমীরস্পর্শে, অনন্তের পানে
হাসি মুখ মনানন্দে করি বিকশিত।
"দুম্‌রাজ", চাহি পুনঃ দুমরাজ পানে
কহিতে লাগিলা ধীরে পুরুষ মহান্‌,
"বলেছিলা কোন্‌রূপে ভারত-মাতার
দুঃখ-অশ্রু তুমি বীর করিবে মোচন।
বড়ই জটিল প্রশ্ন, উত্তর কঠিন;
কে পারে বলিতে দূর ভবিষ্য-গহ্বরে
কোন্ দৃশ্য কোন্ মতে আছে লুকাইয়া?
তবু বীরগর্ব্বে ঠেলি বিপদ্ আপদ্,
আপন কর্ত্তব্য-পথে হবে অগ্রসর,
করিবে জীবনপণে স্বধর্ম্ম পালন,
ডুবুক্ ভাসুক্ তরী বিধির ইচ্ছায়।
সাবধান দুম্‌রাজ, পাপে পরিপূর্ণ
সোণার কনোজ-রাজ্য; সেই পাপ-স্রোতে
ভাসিতেছে বহুদিন জননী ভারত,
জগতের মহাতীর্থ সিদ্ধ-ঋষি-ভূমি।
বহাইও সুবিমল পুণ্য স্রোতস্বিনী,
নেয় যেন ভাসাইয়া পাপের প্রবাহ;
কদাচ পশ্চাতে পদ করোনা নিক্ষেপ।
মানব পুণ্যেরমূর্ত্তি; একবিন্দু রোদে
সমুদ্র-কলুষ-রাশি পারে শোধিবায়,

অগস্ত্য শুষিলা যথা একটী গণ্ডুষে,
তিমির পলায় যথা হেরিয়া তপন।”

তুম্‌রাজ।

আর কতদিনে দেব, হেরিব আবার
ও পবিত্র পদ-যুগ, কতদিনে পুনঃ
পূরিব শ্রবণ-যুগ বচন-পীযূষে।

মহাপুরুষ।

কে বলিবে কতদিন? বৎসর ব্যাপিয়া
থাকি যদি কান্যকুব্জে, ঘটনার চক্রে
শত যত্নে পারিবেনা করিতে দর্শন।
থাকিবনা কান্যকুব্জে, তেয়াগি কানোজ
সমগ্র ভারতবর্ষ করি পর্য্যটন,
দীন, হীন, বিমলিন সন্ন্যাসীর মত
গুরুর আদেশ বৎস করিয়া পালন,
মানসরোবরতীরে ফিরিব আবার।
জানি রাঠোরের বাঞ্ছা, অচিরে ভারতে
মহা বৈশ্বানর-জ্বালা হবে প্রজ্জ্বলিত।
রাঠোর কুলের লক্ষ্মী জননী পদ্মিনী
করিও স্বামীর সেবা কায়মনোপ্রাণে,
স্বামীসহ পালি ধর্ম্ম পরমাত্মাসহ
মিশিও আনন্দে অন্তে; ভীম প্রভঞ্জনে
ভীতহয়ে ছাড়িওনা জীবন তরণী
লক্ষ্যভ্রষ্ট, যূথভ্রষ্ট নির্ব্বোধের মত।
মানব-জীবন সান্ত; ফল অন্তহীন;

প্রেম জগতের মূল ; সত্য কর্ণধার ;
পবিত্রতা পারাবারে ডুবো অনিবার।
আর কি আশীষ আমি করিব তোমায় ?"
এইরূপে আশীষিয়া সন্ন্যাসীরতন
উচ্চারিয়া 'জগদীশ', ছাড়িয়া আসন
উঠিলা, সাষ্টাঙ্গে পদে করিলা প্রণাম,
বীরবর তুম্‌রাজ, পদ্মিনী সুন্দরী।
অগ্রসরি কতদূরে দানিলা বিদায়
গুরুদেবে, গুরুদেব আপনার মনে
সামগান গুণ্ গুণ্ গায়িতে গায়িতে
ছুটিলা আপন পথে ;—মুহূর্ত্তের মাঝে
অনন্তের মাঝে শান্ত গেলো লুকাইয়া।
শূন্য মনে তুম্‌রাজ পদ্মিনীর সহ
হারাইয়া মহারত্ন, বিষাদ-পূরিত
ফিরিলেন ধীরে ধীরে কক্ষে আপনার।
ধীরে ধীরে উঠিলেন দেব দিনকর
উচ্চতর, ক্রমে ক্রমে বিহঙ্গমরাজি
থামিল, সমীর মৃদু হলো প্রবাহিত।
অমনি সময়ে দূরে উঠিল কল্লোল ;
বাহিরিয়া তুম্‌রাজ দেখিলা দুয়ারে
নীরবে দাঁড়ায়ে দ্বারী, পার্শ্বেতে তাহার
অদূরে প্রাঙ্গণতলে শত অশ্বারোহী।
বুঝিলা বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, বাহিরিয়া বেগে
জিজ্ঞাসিলা সৈন্যাধ্যক্ষে কোন্ কামনায়,

শত অশ্বারোহী সৈন্য ঘেরিল প্রাঙ্গণ।
হেরি বীর দুম্‌রাজে, অশ্বহতে নামি
বিষণ্ণ ধরমসিংহ নুয়াইয়া শির,
কহিলা কাতরস্বরে "বীরবর তুমি
বন্দী আজ রাজাজ্ঞায়। কোন্ ভ্রান্তি-মোহে
নাহি জানি, মহারাজ করিলা আদেশ
নিজের অনুজ-রত্নে করিতে বন্ধন।
আমরা সেবক মাত্র, রাজার আদেশে
ভাল মন্দ না বিচারি পালি অহরহ
কহ, রাজানুজ তুমি, রাজেন্দ্রের মত
অর্চ্চনার্হ, কোন্ কর্ম্ম করিব সাধন।"
এইরূপে ব্যক্তকরি রাজার আদেশ,
চাহিলা ধরমসিংহ, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্।
রাজার শতেক সৈন্য করিয়া বেষ্টিত
দেখিলেন, ক্রমে ক্রমে যত অনুচর
দাঁড়াইল বীরগর্ব্বে দুম্‌রাজ তরে,
ক্ষণলাগি বজ্রাহত রাঠোর-প্রসূন।
বাজিল মহতী ভেরী গভীর নির্ঘোষে,
কাঁপিয়া উঠিল পুরী; বীর দুম্‌রাজ
চমকিত, মুহূর্ত্তেকে ভাঙ্গিয়া চমক
অনুচরে চাহি উচ্চে কহিতে লাগিলা;
মিশাইল সেই স্বর ভেরীর নিঃস্বনে।
চাহি দুম্‌রাজপানে রক্ষিবর্গ যত
কহিলা গভীর ঘোষে "শুন মহারাজ,

দুরাত্মা রাঠোর কুল, যাদবের মত,
পরস্পরে আঘাতিয়া, রঞ্জি ধরাতল
আপনার রক্ত-রাশে, যাবে মিশাইয়া
অতল জলধি-গর্ত্তে। অহো কি সাহস!
ঘেরিয়াছে তবপুরী প্রভাত সময়ে
শত অশ্বারোহী সৈন্যে। দেহ আজ্ঞা দাসে
নিবাইব দুঃখ-অগ্নি রাঠোর-শোণিতে।”
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজিল কৃপাণ
কোষমাঝে, সূর্য্য-করে হাসিল কিরীচ,
রাজসৈন্য চাহি স্থির ধরমের পানে;
দুমরাজরক্ষী সৈন্য অনলের মত
তপ্তশ্বাস মুহুর্ম্মুহু করিয়া নিক্ষেপ,
চাহি স্থির রক্ত-চক্ষু দুম্‌রাজ পানে।
দুই সৈন্যদল মাঝে দাঁড়ায়ে অটল
বীরবর দুম্‌রাজ; রাজার আদেশ
দেখিয়া অভীতচিত্তে, ভাবিয়া নীরবে
অনর্থক রক্ষা-চেষ্টা, চাহি অনুচরে
কহিলা জলদ-মন্দ্রে ছাড়িয়া তাহায়
যাইতে আপন স্থানে। বিষন্ন-বদন
রক্ষীসৈন্য ধীরে ধীরে করিল প্রস্থান,
চলিলা বীরেন্দ্রবর রাজসৈন্য সাঁথে।
নীরবে অন্তরে বসি রাঠোর-মহিষী,
শুনিলা পদ্মিনীদেবী রাজার আজ্ঞায়
বন্দী বীর দুম্‌রাজ। এইরূপে হায়!

জ্বলিল কানোজে অগ্নি বড়ই ভীষণ,
সহস্র জাহ্নবীজলে হবেনা নির্ব্বাণ।

ইতি হিন্দুর জীবনসন্ধ্যা নামক কাব্যে
তৃতীয়সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।—মন্ত্রনা (ইন্দ্রপ্রস্থ)

ভাসিতেছে ইন্দ্রপ্রস্থ সুখের সাগরে ;
সুনীল, বিশাল, স্থির, রম্য পারাবারে
স্বর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থতরী খেলিছে সুন্দর,
বিরাজিছে পৃথ্বীরাজ কাণ্ডারীরতন।
আনন্দে নিমগ্নপুরী, পথে, ঘাটে, মাঠে
রাজ্যযুড়ি আনন্দের মহান্ কল্লোল,
ভেঙ্গে দিয়ে অশান্তির বিশৃঙ্খল হাট.
উঠিতেছে নীলাকাশে ক্রমে উচ্চতর
কহিছে তাঁহার কাণে, যাঁহার কৃপায়
ঘুরিতেছে সৌর বিশ্ব অনন্ত আকাশে।
রাজপথে জনস্রোত নিজ নিজ কাজে,
ছুটিছে উধাও হয়ে, লক্ষ্য করি ঠিক,
কেহবা গাহিছে রঙ্গে হয়ে আত্মহারা,
কেহবা তুলিছে শিশ্ দিয়ে হাততালি।
বিপণীতে বিপণীতে সামগ্রীসম্ভার,
যথাস্থানে সুবিন্যস্ত, উজ্জ্বল, সুন্দর,
যেন আজ নামিয়াছে বসন্ত-সম্রাট্,
আনন্দে কাননকুঞ্জে, কানন-ঈশ্বর,
ফলে ফলে, পত্রে পত্রে, হর্ষে বনদেবী
সাজাইলা নিজকরে সাধের কানন।
রাজপথে অশ্ব, হস্তী, কাতারে কাতারে,
চলিছে আনন্দে নাচি, প্রতি গৃহচুড়ে

উড়িতেছে মৃদুমন্দ, সুন্দর পতাকা।
হাসিছে তটিনীবৃন্দ লইয়া হৃদয়ে
অগণ্য তরণীশ্রেণী, দেশান্তর হতে
নিয়ে যাহা ধনরাশি, জননীর পদে
ঢালিতেছে অহরহ, অশ্রান্ত, অসীম।
উপবনে উপবনে, মনের আনন্দে,
নাগর নাগরীবৃন্দ করিতেছে কেলি।
যেন দূর কুঞ্জবনে, আপনার মনে,
গোলাপ, টগর, চাঁপা, জবা, শেফালিকা,
ফুটিয়াছে হাস্য-রাশে করি প্রফুল্লিত।
সুন্দর কানন-দেশ ; পরিমললোভে
ছুটিতেছে অলিপুঞ্জ করি গুণ্ গুণ্।
যেন আজ শরতের মানসরোবরে
শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত, নানাবরণের,
হাসিছে কমলরাজি, করি বিকসিত
পত্রশ্রেণী। যেন উচ্চ মহীধর-চূড়ে,
গুরুগুরু মেঘনাদ করিয়া শ্রবণ,
উঠিলা শিখণ্ডীশ্রেণী, পাখা বিস্তারিয়া,
করিলা মধুর নৃত্য, আনন্দ-নিক্কণে
প্রতিধ্বনি, প্রান্তে প্রান্তে কানন-প্রদেশ ;
শারদ আকাশ যেন অঞ্জনে রঞ্জিয়া
নীলকলেবরখানি, হীরকরতনে
সাজায়ে বিশাল বপুঃ, প্রশান্ত, গম্ভীর,
রহিয়াছে হাসিমুখে সৌর বিশ্ব যুড়ি।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে কাল-পারাবারে
ডুবিল বরষ-নদী, মহা আকর্ষণে
কাঁদি কাঁদি কেঁপে কেঁপে অস্থির হৃদয়ে,
ডুবিল শরতঋতু সময়-সাগরে,
মিশাইল কান্না তার সমুদ্র-গর্জ্জনে।
আবার ভারতযুড়ি হেমন্ত সুন্দরী
পরিয়া বসন পীত, হেলিয়া দুলিয়া
হাসিলেন, মুখরিয়া জগত বিশাল।
প্রান্তরে হাসিল শস্য, শ্যামল, সুন্দর,
দুলিল অনিল-কোলে, যেন সুন্দরীর
সুনীল বসনখানি অনিল-পরশে
হেলিল, দুলিল, পুনঃ নাচিয়া উঠিল।
যব, ধান্য, নানাবিধ, নানা বরণের,
পুঞ্জে পুঞ্জে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে উঠিল হাসিয়া,
হেমন্তের পাখিরাজি কলকল করি,
ভাসাইল ভারতের নগর, কানন।
অতীত প্রহর নিশি, সুধাংশু সুন্দর
উঠিলেন ধীরে ধীরে সুনীল গগনে,
ভাসায়ে বিপুল বিশ্ব চন্দ্রিকাচ্ছটায়।
আবার ডাকিল পাখী, চকোর সুন্দর,
ঘুরি চন্দ্রমার পার্শ্বে, সৌন্দর্য্যের তরে
তেয়াগিয়া পূর্ণানন্দে পৃথিবী বিশাল।
আবার কুমুদরাজি ফুটিল সলিলে,
আবার তরঙ্গমালা নাচিয়া উঠিল,

শ্বেতবাসে সাজিলেন প্রকৃতি সুন্দরী।
ক্বচিৎ ডাকিল পাখী, ঢাকি দশ দিশ্
দূরে দূরে তাণ্ডবিল কুয়াসা ভীষণ,
যেন দূরে ছড়াইল অন্ধকারজাল,
কুটিল-মানস কেহ হিংসায় জ্বলিয়া,
প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে।
এহেন সময়ে বসি মন্ত্রণা-ভবনে
বীরবর পৃথ্বীরাজ, দিল্লীর ঈশ্বর,
চৌহান-কুল-কেশরী, হিন্দু-শশধর,
ভারতের শেষ শুক্র। মূর্ত্তি মহীয়সী,
বসিছেন স্থির, ধীর, স্বর্ণ সিংহাসনে,
উদয় শিখরে যেন উজ্জ্বল তপন,
রজনীর অন্ধকার করি বিদূরিত,
হাসি হাসি ছড়াইলা পুণ্য রশ্মিমালা,
সত্ত্বে যেন আবরিল ভীষণ তমস।
যেন পূরি মনানন্দে মানস সরস,
ফুটিল একটী পদ্ম বিশ্ববিমোহন,
হেমকান্তি, শতদল করিয়া বিকাশ।
হিমাদ্রির বক্ষে যেন অনম্বর-লেহী
বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা, ঊর্দ্ধে তুলি শির,
সোনার কিরীট পরি মানস-মোহন।
বসিছে অমাত্যবৃন্দ বেষ্টিয়া তাঁহায়
সারি সারি, যেন ঘিরি পূর্ণ শশধর
হাসিছে তারকাবৃন্দ লহরে লহরে।

কিংবা যেন প্রস্ফুটিত নন্দনকাননে
মোহন মন্দার পুষ্পে ঘেরি চাঁপা যুথি,
হাসিছে বিমল হাসি হাসায়ে কানন।
যেন হিমাদ্রির চূড়া, অনম্বর-লেহী,
কাঞ্চন কাঞ্চনজঙ্ঘা করিয়া বেষ্টন,
চতুর্দ্দিকে সারি সারি গিরিচূড়ারাজি
দাঁড়াইলা স্থির, ধীর, অচল, অটল।
বাম পার্শ্বে রাজেন্দ্রের সেনাপতিগণ—
বীরবর কুম্ভসিংহ, সমরে অতুল,
অন্য যত মহাভাগ, রাজেন্দ্রের তরে,
দেশমাতৃকার পদে করিতে প্রদান
আত্মবলি, চিরদিন উত্তত, আকুল।
বসি স্থির, বৃদ্ধ মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ-তিলক,
রাজেন্দ্রের পার্শ্বদেশে, চিন্তিত, নীরব,
যেন গুরু বৃহস্পতি বৃত্রাসুর-বধে
নিয়োজিতে দেববৃন্দে ভাবিলা নীরবে,
ঘোর অন্ধকার-রাজ্যে করিয়া প্রবেশ,
দানিতে আলোক-রেখা বিশ্ববিমোহন।
মন্ত্রীন্দ্র অটলসিংহ বসি তার পাশে
শিষ্য সম গুরু পানে চাহি বার বার,
ভারত-মঙ্গল-ব্রতে পবিত্র জীবন
উৎসর্গিয়া মহানন্দে, গুরু-পদ-চিহ্ন
লক্ষ্য করি, হইবেন পথে অগ্রসর।
বিশাল মন্ত্রণা-সভা রতনে খচিত,

স্তম্ভে স্তম্ভে মনোহর মুকুতার শ্রেণী ;
শিরোপরি বিরাজিত চারু চন্দ্রাতপ।
প্রাচীরে শোভিছে আহা কেমন সুন্দর
সুবর্ণের বৃক্ষরাজি, সুবর্ণ শাখায়
বসিয়া হীরার পাখী খায় স্বর্ণফল।
দাড়িম্ব, কমলা, জাম, সোনার, রূপার,
বিরাজিছে নানাবর্ণে প্রাচীরে প্রাচীরে,
ঝলসিয়া উঠে আঁখি রূপের ছটায়।
এমনি মন্ত্রণা-গৃহে বসিয়া নীরবে
ভারতের শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরায়,
লইয়া অমাত্যবৃন্দ, মন্ত্রণা-কুশল,
বসিলা নীরব, স্থির, করিতে মন্ত্রণা,
কেমনে করিবে রোধ যবন-প্রবাহ।
ভারতের শেষ চাঁদ ভারত-আকাশে
নীরবে ঢালিতেছিল পুণ্য করমালা,
আলোকিয়া মাতৃ-গেহ, যথা যুধিষ্ঠির
দূর অতীতের গর্ব্ব সিঁদূরে রঞ্জিয়া—
উঠেছিল, শান্ত, স্থির, মহান্ পুরুষ,
স্থাপিয়া ধর্ম্মের রাজ্য বিশাল ভারতে।
সেই চন্দ্র ডুবাইতে কাল-পারাবারে,
নাচিল যবন-রাহু বিস্তারি বদন,
মহারবে দশদিশ্ করি বিকম্পিত।
তাই আজ ভারতের সম্মান রক্ষায়,
দাঁড়াইল বীরবর হিন্দু পৃথ্বীরাজ

হয় যদি প্রয়োজন, আত্মবলিদানে।
দূরে দূরে শুনা যায় আনন্দ-কল্লোল,
গায়িকার কণ্ঠধ্বনি নৈশ নিস্তব্ধতা—
করিয়া বিঘ্নিত ধীরে অনন্ত আকাশে
উঠিল, ভাসিল তায় রাজেন্দ্রের পুরী।
দাঁড়াইল পৃথ্বীরাজ সমুন্নত করি—
বীর অবয়বচয়, বাহু বিস্তারিয়া,
বর্ষার-জলদপ্রায় গরজি গম্ভীর,
কহিলা সেনানীবৃন্দে, সচিবের পানে
নেহারিয়া একদৃষ্টে উজ্জ্বল নয়নে ;
"মন্ত্রিবৃন্দ ! দেখ চেয়ে ভারতগগনে
পূর্ব্বাশার মনোহর তপন সুন্দর,
আবরিতে মহাদম্ভে জলদের মত,
উঠিছে অদূরে নাচি যবন-সন্তান।
পঞ্চশত বর্ষব্যাপি অক্লান্ত উদ্যমে
ছুটিছে ভৈরব রবে যবন নিকর
লুটিতে হিন্দুর দেশ, হিন্দুর শোণিতে
বিপুল ভারতবর্ষ করিয়া রঞ্জিত।
গ্রামে গ্রামে, মাঠ মাঠে, প্রান্তরে প্রান্তরে,
উড়িতেছে মহাগর্ব্বে যবনের কেতু,
সুবিশাল অর্দ্ধচন্দ্র, বিজয় হুঙ্কার
কাঁপাইছে জননীর শুষ্ক অন্তঃস্থল।
দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, দুরন্ত যবন
"আল্লাহু আক্‌বর" শব্দে বিদারি আকাশ,

ছুটিতেছে জয়োন্মত্ত দিগ্‌দিগন্তরে,
বিষাদে হিন্দুর লক্ষ্মী, ত্যাজি পঞ্চনদ,
লইয়াছে ইন্দ্রপ্রস্থে সভয়ে আশ্রয়।
যে দেশে উঠিল পার্থ, নরনারায়ণ,
আপনি মহান্ কৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, কত মহাবল,
সহস্র সহস্র তারা অনন্ত অম্বরে ;
গাইল যে দেশে ব্যাস, বাল্মীকি অতুল,
কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, শ্রীহর্ষ ;
দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, জ্যোতিষ,
নবীন জগত এক করিল সৃজন,
উঠিল যে দেশে 'বুদ্ধ', অর্দ্ধ বিশ্বযুড়ি,
মান্দ্রছে আজিও যাঁর অমৃত-বচন ;
সে দিন উঠিল যেথা চন্দ্রগুপ্ত রাজা,
অশোক রাজর্ষিরত্ন, বিক্রমআদিত্য,
ভোজরাজ, মহাপ্রাণ সহস্রে সহস্রে,
সেইদেশ পুণ্য দেশ ভারত আমার,
তাহারি ললাটদেশে লেপিতে কর্দ্দম,
মুহুর্মুহু আক্রমিছে যবনসন্তান।
আত্রেয়ী, দৌপদী, খনা, পুণ্য লীলাবতী
এই দেশে এক দিন লইয়া জনম,
দেখাইল জগজনে কেমনে রমণী,
ভাসায় বিপুল বিশ্ব, উজ্জ্বল কিরণে,
তুলি বিহঙ্গের কণ্ঠে অমৃতকাকলি।

বাণিজ্য ব্যবসা, শিল্প, ভাস্কর, অঙ্কন,
যেদিকে যখন কর নয়ন নিক্ষেপ,
দেখিবে ভারতমাতা বিশ্বে অতুলনা,
সভ্যতার শিরোমণি জ্ঞানের আকর।
সুজলা, সুফলা, শ্যামা, সাগরবসনা,
হিমাদ্রি কিরীট যার, চুম্বিছে আকাশ,
যাঁর স্তন্যসুধাধারা তরঙ্গিনী রূপে
বহিছে মধুর নাদে প্লাবিয়া জগত,
নিশ্বাস পড়িছে যাঁর সুমন্দ মলয়,
সেই পুণ্যময় তীর্থ জননী আমার
করযোড়ে তাঁর পদে কর নমস্কার।
জননী-জনম-ভুমি সেই স্বর্গ মম,
কাঁদিছে ভীষণ রোলে ডাকি বার বার
পুত্রগণে, শত্রুহস্তে করিতে উদ্ধার।
কপিলা যেমতি হায়! নেহারি শার্দ্দুল,
অদূরে নিবিষ্ট মনে তার পানে চাহি
ভাবিছে সুযোগ সদা বজ্রলম্ফে পড়ি,
কাদে উচ্চে অবিরত, তেমতি জননী
কাদিতেছে অহরহ ভয়ে যবনের।
কে আছ ভারতবর্ষে হিংসা দ্বেষ ভুলি,
ক্ষণতরে জননীরে বিভুস্থানে রাখি,
হইবে শোণিতদানে অগ্রসর আজ।
পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, অতল সলিলে
মহাকাল-পারাবারে গিয়াছে ডুবিয়া;

কেহ নাই বাজাইতে ধ্বনিয়া ভারত
ভীমনাদী মহাকম্বু। আজ এসময়ে
উঠগো চৌহানপুত্র স্মরি জগদীশ।
এক দিকে ভীমারাব দুরন্ত যবন,
পিপীলিকাশ্রেণীসম সারি সারি দিয়া,
আছে স্থির দাঁড়াইয়া সিন্দু-উপকূলে,
কখন খুলিবে অসি রণশব্দে পূরি
দশদিশ্‌; অন্যদিকে কি বলিব হায়!
রাঠোর-চৌহান-রক্তে ভাসিছে ভারত!
শুনেছি রাঠোররাজ অতি সঙ্গোপনে,
পাঠাইয়া নিজদূত, আনিছে ডাকিয়া
দুরন্ত যবনবৃন্দে, চৌহান-শোণিতে
ভারতমাতার বক্ষ করিতে প্লাবিত।
বৈশাখের দুই মেঘ পূরব পশ্চিম,
দুইদিক্‌ মহাগর্ব্বে করিয়া আবৃত,
নাচিছে ভীষণ মন্দ্রে উর্দ্ধেতুলি শির।
অচিরে উঠিবে ঝঞ্ঝা মহা ভয়ঙ্কর,
অগনিত বজ্রপাত, অজস্র করকা,
দ্বিতীয় প্রবল যেন বিস্তারিয়া মুখ।
দুইদিকে দুইমেঘ প্রলয়-ভীষণ,
আমরা তাদের মাঝে দাঁড়ায়ে নিশ্চল,
না জানি কখন তরী হায়! ডুবে যায়।
মন্ত্রিবৃন্দ! তাই আজ দারুণ দুর্দ্দিনে,
ডাকিয়াছি দেহ বুদ্ধি কেমন করিয়া,

এমহাবিপদরাশি করি প্রতিরোধ,
কোন্‌মন্ত্রে কালসাপ হইবে নির্ব্বীর্য্য।"
এইরূপে দেখাইয়া ভবিষ্য ভীষণ,
দূরদর্শী মহারাজ, দিল্লীর ঈশ্বর,
বসিলেন সিংহাসনে। আপনার বাঞ্ছা
কহিলনা কোনরূপে, কিজানি তাহায়
মন্ত্রীসেনাপতিবৃন্দ, আপন বাসনা
বিসর্জ্জিয়ে, অনুগামী হয় রাজেন্দ্রের।
দাঁড়াইলা কুম্ভসিংহ সমরে দুর্ব্বার
দিল্লীর সেনানীরত্ন ক্ষত্রিয়-শার্দ্দূল;
আচম্বিতে যেন পৃথ্বী করি বিদারণ
উঠিল বিশাল স্তম্ভ অতি ভয়ঙ্কর।
দৃঢ়কায়, সমুন্নত, প্রচণ্ডপ্রতিজ্ঞ,
মহাবীর, হেরি দূরে হিন্দুর বিপদ,
উঠিলা আস্ফালি, গর্জ্জি, ধরি করবাল,
শতখণ্ডে সে আপদ খণ্ড খণ্ড করি,
নাচিতে দানব মম শোণিত-প্রাঙ্গণে।
শালবৃক্ষসম ভীম ভুজ সুবিশাল,
দুইদিকে বীরবর করি প্রসারিত,
বিতাড়িয়া ভারতের শক্রবৃন্দ যত,
রাখিবেন বক্ষে করি স্বর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ,
(রাখে যথা সুপ্ত শিশু দলালু জননী)
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি অন্তরে অন্তরে,
ভাসাইল কুম্ভসিংহ জীবন-তরণী,

সংসারসাগরবক্ষে স্মরি জগদীশ।
রাজ-ভক্ত কুল-সূর্য্য, রাজার আজ্ঞায়,
সহস্র সহস্র করে, বিদূরি আঁধার,
দানিবে কিরণজাল উজলিয়া দেশ,
বিসর্জ্জিবে আপনার অতুল জীবন
রাজার চরণতলে, আশা ছিল মনে।
এইরূপে জীবনের উদ্দেশ্য মহান্,
নয়নে নয়নে রাখি, নিশ্চিন্ত, নির্ভীক,
ছাড়িল সাধের তরী নিজলক্ষ্যপানে।
তাই আজ শুনিদূরে যবনগর্জ্জন
দেশ মাতৃকার পদ অরাতি-শোণিতে
রঞ্জিয়া, সহর্ষে বীর করিতে প্রণাম,
কিংবা সম্পাদিতে আজ আত্মবলিদানে
মাতৃযজ্ঞ, মাতৃপ্রিয়, রাজভক্ত, বীর,
বর্ষিলা অনলরাশি, বিশাল সভায়,—

"মহারাজ! দিল্লীশ্বর, শত্রুর-ভ্রূকুটি
অবহেলি, বীরগর্ব্বে বিপদ তাণ্ডব,
লইলা বিশালদেব, পোষ্যপুত্ররূপে
চৌহানকুলের সূর্য্যে, সেইদিন ডাকি
সঙ্গোপনে, অভাগায় কহিল গম্ভীরে,
"কুম্ভসিংহ, তুমারের বিশ্বস্ত সেনানী,
রাখিও তাহার মান বিপত্তিসময়ে,
চৌহানতুমারকুল, দুইকুল মিলি,
খণ্ডিত ভারতবর্ষে অখণ্ড ভারত

করি সংস্থাপন গর্ব্বে, রাজচক্রবর্ত্তী
উড়াইবে বীরগর্ব্বে বিজয়কেতন।
জাহ্নবী যমুনা দোঁহে প্রয়াগের মুখে,
আলিঙ্গিয়া পরস্পর, মিলিয়া মিশিয়া,
জননী ভারতবর্ষে স্তন্যধারারূপে,
সমগ্র মহান্‌দেশ পূরি শস্যজলে,
ছুটে অনন্তের পথে মুক্তির লাগিয়া,
চৌহান তুমারকুল তেমতি রাজন!
মিলি পুণ্য ইন্দ্রপ্রস্থে, মহাবাহু তুলি,
ছুটিবে ভারতবর্ষে স্মরি জগদীশ,
স্থাপিবে ধর্ম্মের রাজ্য, জগতে অতুল,
একদা স্থাপিল যথা রাজা যুধিষ্ঠির,
ভগবান্ বাসুদেব, পার্থ মহাবল।
রাজর্ষি বিশালদেব এত আশা করি
ঘটাইলা এই মহাপুণ্য সম্মিলন।
দূরদর্শী মহারাজ, কবিকুল-চূড়া,
দেখিলা জ্ঞানের চক্ষে আশা আপনার
হবে পূর্ণ, পৃথ্বীরাজ দিল্লীসিংহাসনে
হলে পরে সমাসীন। তুমি মহারাজ,
স্বর্গারূঢ় রাজেন্দ্রের আশা পূর্ণ করি,
আজমীর, ইন্দ্রপ্রস্থ, মহবা, সম্বর,
শুভক্ষণে চারি রাজ্য করি একত্রিত,
তুলিয়াছ আপনার বিজয়কেতন।
সেইমত বীরগর্ব্বে হয়ে অগ্রসর

ভাসাও ভারতবক্ষ শত্রুর শোণিতে,
সমগ্র ভারতব্যাপী মহারাজ্য স্থাপি,
রাজচক্রবর্ত্তীরূপে দিল্লীসিংহাসনে
হয়ে উপবিষ্ট প্রভো, পূর এদাসের
চির মনোবাঞ্ছা। সেদিন সায়াহ্নকালে,
বীরেন্দ্র বিশালদেব মাতামহ তব,
ডাকি মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে, এই অভাগায়
কহেছিলা ক্ষীণস্বরে, "ভারতরতন
পৃথ্বীরাজে তবহাতে করি সমর্পণ।"
সেইদিন এই করে এই করবাল
নিক্ষেপি রাজেন্দ্রপদে, ছুয়ে পুনরায়
করেছিনু অঙ্গীকার, যাবৎ শিরায়
একটি শোণিতবিন্দু হবে প্রবাহিত,
তাবৎ রাখিব প্রভো, নিষ্কণ্টক করি
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজে, তাবৎ খুলিব,
চরণের কুশাঙ্কুর দন্তে আপনার।
শুনেছিলা সে প্রতিজ্ঞা বসুধা নীরবে,
পশ্চিম আকাশপ্রান্ত করিয়া রঞ্জিত,
চেয়েছিল উকি মারি লোহিত তপন,
গায়িল আনন্দে পাখী কুলায় কুলায়,
শুনিল মৃদুলরবে মৃদুল পবন,
কহিল চঞ্চল পদে গিয়ে সেইপুরে,
যেখানে ভারতলক্ষ্মী রত্ন সিংহাসনে।
ভবিতব্য-দ্বার সদা রয়েছে উন্মুক্ত,

জ্ঞানিগণ জ্ঞানচক্ষে দেখে অনিবার
কি রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহায়।
আমি মূর্খ, নাহি জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধিহীন,
সঁপিয়াছি প্রাণমন অস্ত্রের চর্চ্চায়,
জানি মাত্র অস্ত্রাঘাতে ভবিতব্য-পুরী
যায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে, কুহেলিকাজাল
যায় যথা ছিন্ন হয়ে তপন-কিরণে।
লইয়াছি করবাল, শত্রুর শোণিতে
পবিত্রিতে জননীর চরণযুগল ;
বিদূরিতে রাজেন্দ্রের বাধাবিঘ্ন যত।
দেহ আজ্ঞা মহারাজ! পৈশাচ হুঙ্কারে
কাঁপাইয়া জল, স্থল, অনন্ত অম্বর,
পড়ি কনোজের বক্ষে, গৃহ শত্রু যত
পিশি পদযুগতলে, তাদের শোণিতে
লিখিয়া বিজয়গীতি সুবর্ণকেতনে
উড়াইব যবনের বিপুল বাহিনী।—
স্থানে স্থানে সৈন্যবৃন্দ করি সংস্থাপন,
নাম মহারাজ আজি স্বদেশ-সেবায়,
রক্ষ আপনার ধর্ম্ম আত্মবলিদানে।
আসিছে যবনপাপী লুটিতে ভারত
দাঁড়ায়ে বীরেন্দ্রগর্ব্বে সিন্ধুতদতীরে,
ভাসাও যমুনাবক্ষ যবনশোণিতে।”

এইরূপে প্রকাশিয়া আপন বাসনা
বসিলা সেনানীশ্রেষ্ঠ আপনার স্থানে,

চাহি রাজেন্দ্রের পানে উদার নয়নে,
কি আজ্ঞা করেন রাজা ভাবি বারবার।
দাঁড়াইলা দম্ভভরে বীরনারায়ণ
বিংশবৎসরের যুবা, নবীন সেনানী,
পিতৃপদ লভি বীর রাজার কৃপায়।
কৈশোরের প্রান্তদেশ করি অতিক্রম,
আসিলে যৌবনরাজ্যে, মানব হৃদয়ে,
যেই গর্ব্ব, যেই তেজ, যেই চঞ্চলতা
সংস্থাপে অটল রাজ্য, আজ সেনানীর
বিশাল হৃদয়দেশে স্থাপিল তেমন
মহারাজ্য, নারায়ণ ভক্তপ্রজা তার।
আষাঢ়ের তরঙ্গিণী উদ্বেল হৃদয়ে,
কূলে কূলে প্লাবি জলে, অটবী ভাঙ্গিয়া,
আলিঙ্গিয়া মহীরুহ, লইয়া হৃদয়ে
সম্মুখে যাহারে পায়, উন্মত্তের মত
ছুটিলা উধাও হয়ে কুলু কুলু রবে।
রাজভক্তি দেশভক্তি যুবার হৃদয়ে,
জাহ্নবী যমুনা সম আনন্দে মিলিয়ে
ছুটেছিল তীব্রবেগে, সেই স্রোতোমাঝে
ভাসাইলা নারায়ণ জীবনতরণী
বিপন্ন নাবিক সম ভীম দরিয়ার।
একমাত্র করবাল করিয়া সহায়,
নামিতে বিপদারণ্যে, সাহসী যুবক,
না ভাবিতো কিছুমাত্র, হোক্ সেবিপদ

হিমাদ্রির মত উচ্চ, কিংবা উচ্চতর,
অনন্ত মরুভূ সম ভীমকলেবর।
ভীষণ কৃপাণাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
বিপদ আপদ যত, স্মরি জগদীশ,
উড়াইতে বৈজয়ন্তী বিজয়অম্বরে,
ভাবি মনে চিরদিন, উচ্চাশী যুবক
ঝাঁপিতা বিপদ মাঝে নিঃশঙ্কহৃদয়।
আজ ভাবী বিপ্লবের ভীষণ তাণ্ডবে
উঠিল হৃদয় নাচি, তাহতে অধিক
দেশদ্রোহী জয়চাঁদে হেরি কৃতঘ্নতা,
উঠিল সগর্ব্বে যুবা, লক্ষ্যি সভাজনে
কহিল জলদমন্দ্রে বাসনা নিজের।
"যারা ভীরু, যারা হীন, যারা কাপুরুষ,
মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জিয়া যে পাপাত্মগণ,
ফেরুত্ব ঢাকিয়া মাত্র উজ্জ্বল বসনে,
নরের আকারে করে পৃথ্বীপর্য্যটন,
কাটাইয়া মানবের জীবন অতুল
ঘৃণিত বিলাসস্বপ্নে, হেরিলে সহসা
উঠিছে বিপদ কোন ঘনঘটারোলে,
ভয়ে ভয়ে জড়সড়, আবরি বদন
রমণীর সুবাসিত সুন্দর অঞ্চলে,
প্রবেশে গৃহের কোনে কম্পিতশরীর।
কিন্তু কোন্ মহাপ্রাণ মনুষ্যের নামে
দিয়ে কালি, নেহারিয়ে বিপদ্ ভাণ্ডব,

গুটায়ে লাঙ্গুল নিজ পশিবে বিবরে ?
রাজার প্রকৃত ধর্ম্ম প্রকৃতিরঞ্জন,
নরের পবিত্র ধর্ম্ম সেবা স্বদেশের;
হেন ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া অতল সলিলে
কোন্ পাপী ভয়ে ভীত যাবে পলাইয়ে ?
ক্ষত্রিয়ের সারধর্ম্ম আর্ত্তের উদ্ধার ;
আর্ত্তা জননীরে ফেলি শার্দ্দুলের মুখে,
কে আজ ছুটিবে হায় ! দিগ্ দিগন্তরে
কেবল আপন প্রাণ করিতে রক্ষণ ?
যেদিন সৃজিল স্রষ্টা ক্ষত্রিয়সন্তানে,
সেইদিন হতে শাস্ত্র করি প্রণয়ন
যার যার কাজে তারে করি নিয়োজিত,
ভাতিলা বিধাতৃদেব আপনার রূপে।
আজকি স্বধর্ম্ম ভুলি, শাস্ত্র-উপদেশ,
বিধাতার আজ্ঞাবাণী, চৌহান তুমার
ডুবাইয়া নিজমান অতল সলিলে,
বসিবে গৃহের কোণে মুখ লুকাইয়া ?
তার চেয়ে বাড়াইয়া শৃঙ্গ অদ্রিরাজ
ফেলুক সহস্র শৃঙ্গ ভারত উপরে,
চুরমার করি গর্ব্বে বিশাল ভারত,
বিলুপ্ত করিয়া ত্বরা ক্ষত্রিয়ের নাম।
অথবা জাহ্নবী-দেবী প্রলয়ভীষনা,
উগারি সলিলরাশি, তুলি উর্ম্মিমালা
পর্ব্বতের শৃঙ্গসম অতল গহ্বরে

দেক্ ডুবাইয়া আজ জননী ভারত।
এখনও হয়নি তেমন ; এখনও
শুনি হিন্দু বাল্মীকির পুণ্য শঙ্খ-নাদ,
ব্যাসের জলদ-মন্দ্র হয়ে আত্মহারা,
ভুলিয়া জগতজনে, ঊর্দ্ধকর্ণ হয়ে
শুনে শ্রুতি পূরি সেই গম্ভীর নিঃস্বন।
মহারাজ! উড়াইয়া মহান্ ত্রিশূল,
বিঘোষ অরাতিসহ অনন্ত সমর।
যত যত মহাপ্রাণ, জননীর তরে,
দিয়াছেন আত্মবলি যবনসংগ্রামে,
শত্রুর শোণিতে করি তর্পণ তাঁহার,
ফুটাও মধুর হাসি মায়ের অধরে।
যমুনার কূলে কূলে ধাইয়া সমরে,
খুলিয়া কৃপাণ রাশি দর্পে কোষ হতে
ভাসাও ভারতবক্ষ অরাতি-শোণিতে।
সাজিছে কানোজপতি ক্ষত্রকুলাঙ্গার,
হিন্দুর বিরুদ্ধে দেব, কর আজ্ঞা দাসে
পড়ুক বজ্রের মত কান্যকুব্জ'পরি,
ভাসুক কানোজবক্ষ রাঠোরশোণিতে
তুমারের রণধ্বনি পূরুক আকাশ।
দেশজাত দেশবৈরী করিয়া নির্ম্মূল,
বিদেশীয় দস্যুবৃন্দে করি বিতাড়িত,
নাচিবে উল্লাসে ডাকি 'জয় জগদীশ'।"

এতবলি সেনাপতি বসিলা আসনে,
উঠিলেন তারপর ব্রাহ্মণতিলক
মন্ত্রিকুল-শশধর, তীক্ষধী, স্থবির,
দিল্লীর কাণ্ডারীরত্ন, আচার্য্য শঙ্কর।
শ্বেতবাস, শ্বেতশ্মশ্রু, পলিতকুন্তল,
দূরদর্শী, স্থির, ধীর ; বিশাল তটিনী
ভীম প্রভঞ্জন-ক্ষুব্ধ, বজ্রশিলারাশি
লইয়া সহর্ষে মাথে, উত্তাল তরঙ্গ,
হাঙ্গর কুম্ভীর-সহ যুঝিতে যুঝিতে,
হয়েছে উত্তীর্ণ প্রায়, ওই দেখা যায়
নদীর অপর পার দূর নীলাকাশে
মিশিয়েছে যেন এক কজ্জলের রেখা।
একে একে জীবনের সহচর যত
ফেলিয়া তাহারে পাছে, মহাযাত্রী সাজি
করিয়াছে মহাযাত্রা কোন্ দূরদেশে।
সেই আশা, জগতের সৌন্দর্য্য অতুল,
সেই কথা, সেই হাসি বিশ্ববিমোহন,
সেই রস কোথা যেন করিছে প্রয়াণ ;
অথবা আপনদেশ করি পরিহার
কোন্ মায়ামন্ত্রেবদ্ধ, কাহার কুহকে
আসিছে নবীন দেশে কোমল, সুন্দর।
এদেশে রাজিছে সদা কোমল আনন,
কোমল শরীরবৃন্দ, নখাঘাতে যেন
কোমল কুসুমসম ছিন্ন হয়ে যায়।

যুঝিয়া জীবন ব্যাপি আচার্য্যরতন,
বহু কষ্টে বহু রত্ন, সুখের জিনিষ,
করিলা সঞ্চয় মন্ত্রী, বৃদ্ধকালে বসি
করিবে নীরবে ভোগ। নাজানি কেমনে
রসের সামগ্রীপুঞ্জ নীরস. কর্কশ,
দাড়াইয়া পার্শ্বে তাঁর মহা ভয়ঙ্কর।
জ্বলেনা তেমন তারা সুনীল আকাশে,
উঠেনা তেমন ঊষা বিশ্ববিমোহিনী,
গায়না তেমন কেহ জীবনমোহন।
পত্রে পত্রে, বৃক্ষে বৃক্ষে, যুড়িয়া ভুবন,
নদে নদে যেথা খুজে মরুভূ ভীষণ!
শোভা জানি কোন্‌দেশে গেল পলাইয়া!
ডুবিছে উদ্যম, চেষ্টা, বীর্য্য, ভয়ঙ্কর
কখন জানেনা সে ত কালপারাবারে।
ছিল মাত্র অভিজ্ঞতা, জ্ঞান অনুপম,
দেশ-প্রেম, রাজভক্তি, প্রেম বিশ্বেশ্বরে,
যাঁর কাছে সমুৎসুক যেতে মন্ত্রিবর
যেথায় গিয়াছে তার প্রিয় বন্ধুগণ।
শুনিয়া যবনভেরী যমুনার তীরে,
দেখি আজ আলোড়িত পুণ্য হিন্দুস্থান,
দাড়াইল মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র দানি,
করিতে উরগদুষ্টে বিষদন্তহীন।
শুনিয়া নীরবে যত সেনানীর মত,
নীরবে শুনিয়া যাহা বলে দিল্লীশ্বর,

কহিতে লাগিলা মন্ত্রী মৃদুল, গম্ভীর,
"মহারাজ! প্রাবৃটের বারিদ যেমতি
ক্ষুদ্রখণ্ডাকারে উঠি, সুনীল অম্বরে,
ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, হয়ে দীর্ঘকার,
আবরিয়া আকাশের বিমল বদন,
নাচে কবন্ধের মত বাহু বিস্তারিয়া,
ঝলসি দামিনীজালে বিশাল ভুবন,
মুহুর্মুহুঃ বজ্রনাদে করি বিকম্পিত;
তেমনি অশনিনাদে যবনসন্তান
উঠি পঞ্চনদ বক্ষে প্রতিদিনে দিনে,
"দীন্ দীন্" মহাশব্দে কাঁপায়ে জগত,
গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, নগরে নগরে,
উড়াইছে অর্দ্ধচন্দ্র, জাতীয় কেতন।
যেমতি উঠিলে রবি, সহস্র কিরণে
প্রভাসিয়া দিঙ্মণ্ডল, কুজ্ঝটিকাজাল
ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, ছিন্ন হয়ে যায়.
পঞ্চদন হতে আজ, হায়রে তেমতি,
হিন্দুরাজগণ ক্রমে যাইছে সরিয়া,
লইছে তাদের রাজ্য বিদেশী পামর।
যেজন দাড়ায় গর্ব্বে বিরোধি যবনে,
সেজন সমূলে পড়ে কৃপাণে তাহার,
ভাসিতেছে পঞ্চনদ সন্তানশোণিতে।
কত দস্যু কত মতে কত শত বার,
আসিছে ভারতবর্ষ করিতে বিজয়,

টিকেনি দুদিন কেহ পুণ্য হিন্দুস্থানে।
বিদেশী তস্করবৃন্দ, বজ্রসম পড়ি
দুইদিন লুটি দেশ, জীবনের তরে
করিয়াছে পলায়ন দেশে আপনার।
কিন্তু দেখ, আজ ব্যাপি বর্ষ পঞ্চশত
ছুটিছে যবনবৃন্দ "দীন্ দীন্" রবে
তিলে তিলে হিন্দুস্থান করি অধিকার।
না জানি বিভুর কিবা মহান্ ঈঙ্গিত
আছে লুক্কাইত সেথা অদৃশ্যে অটল।
বিভুর অপূর্ব্ব-সৃষ্টি বিশাল জগত,
সেথানে উঠেনা কিছু নিষ্ফল-জীবন।
উঠেনা একটি ঊর্ম্মি তটিনীর বুকে,
যদি সে তরঙ্গভঙ্গে না হয় সাধন
জগতের কোন উপকার। কোন এক
তৃণখণ্ড কেহ নাক্কি পায় দেখিবার
যদি তৃণে নাহি থাকে তথা প্রয়োজন।
চলিছে স্রোতের মত পার্থিব ঘটনা,
যার যেথা সে সময়ে হয় উপনীত,
পৃষ্ঠদেশ চিরদিন রাখি সমতল।
সৃষ্টির আরম্ভ হতে যেদিকে যখন
নিক্ষেপি মানসদৃষ্টি জননী ভারতে,
সেইদিকে দেখি ভেদ, মহাভয়ঙ্কর
দুরন্ত দানব সম, ঊর্দ্ধে তুলি শির,
অদ্রিরাজে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ করে প্রদর্শন।

সৃজিলা বিধাতৃ-দেব মানবসন্তানে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্যবসায়ে
চারি ভাগে করিয়া সৃজন। ছিল মাত্র
এভারতে ব্যবসা-বিভাগ,—যার কর্ম্ম
দেহ পাতে সেইজন করিত পালন।
জাতিভাগ নাহি ছিল পুণ্য হিন্দুস্থানে ;
ঈশ্বর সবার পিতা, সব ভাই ভাই
একদিন মিশিবেন সবে এক ঠাঁই।
ভারতের ইতিহাস নিমগ্ন আঁধারে.
নাজানি কখন কেবা কর্ম্মের বিভাগে
করিলেন জাতিভাগ, হায়রে কুক্ষণে
দেখাইয়া বিভিন্নতা মানবে মানবে,
শান্তি রাজ্যে তুলিদিয়ে মহা কোলাহল।
তারপর কত বর্ষ—কত শত যুগ
ডুবিল কালের গর্ব্ভে, মহা আকর্ষণে,
আর্য্য অনার্য্যের মাঝে, ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে
পারাবার-বিভিন্নতা-হইল সৃজন.
বেদের পবিত্র ধর্ম্ম হল ছারখার।
নিরখিয়া ভারতের মহা অমঙ্গল.
উঠিলেন রামচন্দ্র, পুণ্য অযোধ্যায়.
রাজা হয়ে দিল কোল চণ্ডালের সনে,
কিষ্কিন্ধ্যা সিংহলদেশে অনার্য্যের সাথে
সংস্থাপিল মহামৈত্রী; দেখায়ে জগতে
এক সাগরের বারি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল,

আর্য্য অনর্য্যের মাঝে নাহি কোন ভেদ।
উঠেছিল যেইরবি ভেদিয়া তিমির
ভারতের ভাগ্যাকাশে, তার করজালে
হেসেছিল মা আমার দুঃখিনী ভারত
সহস্র বৎসর ব্যাপি। আবার তিমির
ঢাকিল ভীষণ ভাবে ভারতগগন।
উঠিল ক্ষত্রিয়বৃন্দ, মার মার শব্দে,
রোষকষায়িতনেত্রে চাহি পরস্পর,
ভাঙ্গিতে ভারতগৃহ শত খণ্ড করি।
উঠিলেন বাসুদেব, আদর্শপুরুষ
জগতের, পুণ্যক্ষণে, ভাগ্যে মানবের,
সে মহাবিপ্লবজাল করি ছারখার,
স্থাপিল ধর্ম্মের রাজ্য বিশাল ভারতে,
খণ্ডিত ভারতে স্থাপি অখণ্ড সাম্রাজ্য।
পুণ্য রাজসূয় যজ্ঞে মহান্ পুরুষ,
দেখাইলা সুকৌশলে গুণের আদর,
দেখাইলা জন্মে নহে মান অপমান;
ভেদরাশি সব মিথ্যা, বিভুর সাম্রাজ্য;
বিভু পিতা, সবে মোরা তাঁহার সন্তান।
মহাকুরুক্ষেত্ররণে ডুবায়ে কলুষ
পুণ্যময় ভারতের, ভাগবত্ গীতা
নিজমুখে মহাঋষি করিয়া প্রচার,
আবার ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপি,
সাধিল আপন কর্ম্ম জগতে অতুল!

আবার সহস্রবর্ষ কাল পারাবারে,
ধীরে ধীরে বিনাশ্রবে যাইল ডুবিয়া,
উঠিল ভারতবর্ষে মহা কোলাহল,
হিংসা, দ্বেষ, বিভিন্নতা, পর অত্যাচার,
সেই কলুষিত স্রোতে হয়ে নিপতিত
ডুবিল কৃষ্ণের শিক্ষা, শিক্ষা রাঘবের,
নামিল প্রলয় যেন ভৈরবহুঙ্কারে
ডুবাইতে এ ভারত সাগরের তলে।
অমনি উঠিল পুনঃ ভারতঅম্বরে
মহাঋষি শাক্যসিংহ শত সূর্য্যরূপে,
আলোনদে পৃথিবীর কালিমা কলুষ,
গেল ডুবি, এ পৃথিবী সাজিল কৈলাস।
ভারতের মুক্তিদাতা ভগীরথসম
নাদিলা মুক্তির কম্বু মহান্ হরিষে,
কোন্ দূর স্বর্গ হতে আনি মন্দাকিনী
ভাসাইলা আপনার জননী ভারত,
ধোয়াইলা নিজহাতে পঙ্করাশি যত ;
সে স্রোতে ভাসিছে অর্দ্ধ জগত সুন্দর।
যেন বাল্মীকির পাপজীবনের স্রোত
ফিরাইতে, মুক্তিপথে দিতে চালাইয়া,
নামিল বিধাতা নিজে, ছাড়ি নিজপুরী,
গহন অরণ্যমাঝে শ্বাপদসঙ্কুল ;
নবীন ভারতবর্ষ হইল সৃজিত।
সার্দ্ধ সহস্রেক বর্ষ আবার ডুবিল

মহাকালপারাবারে, দুর্ভাগ্য মোদের
আর উঠিলনা কেহ জননীর কোলে,
মুছিতে মায়ের অশ্রু করে আপনার।
আবার নেহার কিবা মহাভয়ঙ্কর
উঠিছে বিভেদরাশি, হিংসা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ
ঢাকিল তাণ্ডবি ঘোর মায়ের বদন।
আত্মত্যাগ, স্বার্থবলি, পরউপকার,
চিরতরে গেল ডুবি ভারত ছাড়িয়া,
কাঁদিতেছে মা আমার উচ্চকণ্ঠ করি।
আজ দেখ নরে নরে পার্থক্য কেমন!
সৃজিছে অগণ্য স্রষ্টা মানব সন্তানে!
বিপুল ভারতবর্ষ খণ্ডি দুই ভাগে,
একভাগ,—ভাগ কেশরীর, সুকৌশলে
ব্রাহ্মণেরা দেখ আজি করিছে গ্রহণ,
ডুবাইয়া আপনার কর্ত্তব্য মহান্,
অন্যভাগ লইয়াছে ক্ষত্রিয় সন্তান।
আর যত কোটি কোটি ভারত সন্তান
কাটাইছে তাহাদের দাসের জীবন।
শুনেছি আরবদেশে বিভুর আদেশে
মহীয়ান্ মহম্মদ লইয়া জনম,
শিখাইল নরবৃন্দে হিন্দুর শিক্ষায়—
এক স্রষ্টা, এক পিতা, এক ভগবান্,
আমরা সকল ভ্রাতা তাঁহার সন্তান।
সেই সাম্যধ্বজাধরি, 'দীন দীন' রবে,

ছুটিছে যবনবৃন্দ দিগ্‌দিগন্তরে,
পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম করিয়া প্রচার,
তুলি দিতে সাম্যধ্বজা অনন্ত অম্বরে।
কি জানি রয়েছে কিবা মহা পরিণাম
অদৃষ্ট-তিমির-গর্ব্ভে, হায় মা ভারত!
ম্লেচ্ছের শৃঙ্খল বুঝি ললাট লিখন।
আজি যুড়ি ভারতের সুনীল অম্বর
রাজদ্রোহ, মিত্রদ্রোহ, দেশদ্রোহ আর
হইতেছে মহারবে ভীষণ সঞ্চার,
সহস্রে বৃদ্ধের রক্তে মুছা নাহি যায়।
যদি এই বৃদ্ধ দেহ খণ্ড খণ্ড করি,
পারি গো ভারতবর্ষ করিতে উদ্ধার,
হাসিমুখে এই দেহ কাটি শতবার।
অদূর ভবিষ্য-গর্ব্ভে তিমির-আবৃত,
না জানি ভীষণ চিত্র নিয়তির পটে,
কোন্‌বর্ণে নিজদেহ করিয়া রঞ্জিত,
দেয় খুলি মহারবে মুহূর্ত্তেক পর।”

বাজিল মন্ত্রীর কণ্ঠ, পূরিল নয়ন
অজস্র সলিলজালে, আবরিয়া আঁখি
দুইকরে মন্ত্রিবর বসিলা নীরবে,
নীরবে তিতিল বক্ষ নয়নের জলে।
যেনগো কুররী পাখী তমসাআচ্ছন্ন,
প্রকৃতির চন্দ্রমুখ, দেখিয়া আকুল,
কাঁদিল গভীর দুঃখে গভীর নিশীথে

প্লাবিয়া বিপুল বিশ্ব, করি গাঢ়তর
তামসীর গাঢ়তমঃ ; নিশীথ পবন
রহিয়া রহিয়া, বুকে তুলিয়া কাতরে,
ছড়াইল দূরে দূরে দুঃখীর ক্রন্দন।
কহিতে লাগিল তবে সচির অটল,
শঙ্করের মন্ত্রশিষ্য, প্রাণপুত্রসম
শিখাইল যারে বৃদ্ধ মন্ত্রণাকৌশল।
গুরুপানে বার বার করি নিরীক্ষণ,
গুরুর ইঙ্গিত পেয়ে, গুরুর আদেশে,
কহিলা অটল সিংহ, সুস্পষ্ট ভাষায়,
আপনার অভিমত, কেমন করিয়া
এহেন দুর্য্যোগকালে রোধিবে যবনে।
নাহি নিরাশার ছায়া বিশাল হৃদয়ে,
অহরহঃ তারপাশে আশা সুন্দরীর,
বিমল বদনখানি সরায়ে গুণ্ঠন,
হাসিত মধুর হাসি জগন্মোহন।
ক্ষত্রিয়আত্মজ, বীর, ক্ষত্রের সাহস
রাখি নিজ বুক ভরি, মন্ত্রীর কৌশল,
উৎসর্গিল আপনার পবিত্র জীবন
রাজেন্দ্রের পদমূলে ;—সঁপিয়া জীবন
অন্যের উপরে মন্ত্রী রহিত অটল,
একটি শঙ্কার রেখা ছিলনা হৃদয়ে।
তাই মন্ত্রী ভবিষ্যের ঘোর অন্ধকার
করি বিতাড়িত গর্ব্বে, জ্বলন্ত ভাষায়

কহিতে লাগিলা দর্পে আপনার মত,—
"সত্যবটে, জ্ঞানিগণ জ্ঞানের নয়নে
কিরয়েছে ভবিষ্যতে, দেখে অনিবার,
তথাপি ভবিষ্যসিন্ধু করিতে মন্থন
কত যে মন্থনদণ্ড চূর্ণ হয়ে যায়।
ললাটের লিপি, সে ত মূর্খের প্রলাপ ;
আপন ললাট নর করিছে প্রস্তুত
অহরহ, কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ সব।
এজন্মে করিছে যাহা মানব সন্তান,
সেকর্ম্মের ফলরাশি না ভুঞ্জিয়া যদি
কর ইহলোক ত্যাগ, কর্ম্মফল তার
প্রিয় সহচর সম ফিরে অনিবার।
সেই কর্ম্মফল আজ অদৃষ্টেররূপে,
পরিচিত এভারতে, ভারতসন্তানে
উদ্যমউৎসাহহীন করিয়া সতত।
এই কর্ম্মফল মানি অদৃষ্টেররূপে
কহিলা ভারতকার জলদনিঃস্বনে,
অদৃষ্ট উদ্যমদুটি, পরস্পর মিলি,
মুক্তি-পারাবার-পথে ছুটিছে অশ্রান্ত,
একে ছাড়ি অন্যজন, গতিশক্তিহীন।
অদৃষ্ট কিছুই নাহি ললাটলিখন ;
আমাদের ভাগ্যচক্র, আমরা মানব
যেইপথে ধীরে ধীরে করি সঞ্চালন,
সেইপথে সেইচক্র ঘুরে অনিবার।

মানবের শক্তিজ্ঞান সকলি অসীম,
যদি তায় বৃত্তমাঝে না করিয়া রোধ,
দেই অনন্তের পাখী অনন্তে ছাড়িয়া।
বিপুল বিধির সৃষ্টি, সেইসৃষ্টি মাঝে
মানব পতঙ্গসম নহে ক্ষুদ্রাকার ;
নহে বালুকারমত অন্যের অধীন।
জগতের মহাস্রোত অশ্রান্ত গতিতে
চলিছে অনন্তপথে, উঠি মহাজন,
সে স্রোতের আবিলতা, পঙ্কক্লেদ যত,
নাশিয়া মুহূর্ত্তমাঝে, দেয় তাড়াইয়া
স্রোতের ভীষণ বেগ। কেমনে জানিবে
কোন্‌স্রোত কোন্ মতে ঠিক পথে চলি,
বিভুর মহিমা শুধু করিছে কীর্ত্তন ?
বড়ই দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন, সেই প্রশ্নোত্তরে
না ঝাঁপিয়া, না ঝাঁপিয়া ভবিষ্য তিমিরে
দাঁড়াও হৃদয় বাঁধি কর্ত্তব্য সাধিতে।
যা বুঝিবে জ্ঞান-চক্ষে কর্ত্তব্য আপন,
তারি পদে দিও সঁপি কায় প্রাণ মন।
মহা বিপ্লবের তীরে আছি দাঁড়াইয়া ;
উত্তরে বিপ্লবসিন্ধু গর্জ্জে মহাকায়,
দক্ষিণে বিপ্লবমেঘ মন্দ্রিছে গম্ভীর,
পবিত্র ভারতবর্ষ দুই মন্দ্র মাঝে
কাঁপিছে বেতস মম স্রোতস্বিনী জলে।
পশ্চিমে পূরবে কিবা মহা ভয়ঙ্কর,

উঠিছে গৃধিনী সম, সমেঘ আকাশে,
তাণ্ডবি রাজন্যবৃন্দ, চাহি পরস্পরে
কার রক্তে বসুন্ধরা করে বিপ্লাবিত।
দারুণ দুর্দ্দিন মাঝে শুন মহারাজ!
শুধু আপনার বলে না করি নির্ভর,
পাঠাও কিরাতবৃন্দে, রাজ্যে রাজ্যে ফিরি
ঘোষুক বিপদবার্ত্তা গভীর নিঃস্বনে।
ভারতের রাজবল করি একত্রিত,
বেষ্টি কান্যকুব্জ রাজে, দৃশদ্বতীতীরে
দাড়াও অজেয় সৈন্য করিয়া মিলিত,
পড় বজ্ররাজিসম যবন উপরে।
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ যবন-শোণিতে,
ছুট তার পাছু পাছু হুহুঙ্কার রবে,
কর পঞ্চনদ জয় উড়ায়ে ত্রিশূল,
ভাঙ্গি বাবুইয়ের বাসা, স্মরি জগদীশ,
ফেলে দাও উপাড়িয়া কীর্ত্তিনাশাজলে।
এ যুদ্ধ সামান্য নহে, নহে দুই দল,
দুইটি সভ্যতা আজ হবে অবতীর্ণ
ঘোর সংগ্রামের ক্ষেত্রে, একের শোণিতে
মুছিয়ে নিজের কালি, অপর সভ্যতা
জ্বলিবে উজ্জ্বল-জ্যোতিঃ বক্ষে ভারতের।
যাক্ ক্ষুদ্র প্রাণ, যাক্ ক্ষুদ্র কলেবর,
অন্তরে অন্তরে স্মরি মহান্ ঈশ্বর,
নাম মনোরঙ্গে আজ যবনসমরে

ভাসাও বিপুল বিশ্ব রিপুর শোণিতে।
তস্করের মত দুষ্ট আসে বারবার,
তস্করের মত তারে শাসি মহারাজ!
কর এ ভারতবর্ষে শান্তি সংস্থাপন।
যে কেহ হিন্দুর নামে দেও পরিচয়,
যে কেহ রয়েছ বৌদ্ধ ভারতভুবনে,
শত্রুতা, কুহক ভুলে জননীর তরে,
ছুট, লক্ষ্যি বীরমদে যবন পামরে।
এক জননীর পুত্র মোরা সব ভাই,
জননীর তরে করি আত্মবলিদান,
লিখিব অমরগীতি নিজের শোণিতে।
নতুবা ভারতমাতা পুত্রের শোণিতে
ভগ্নদেব-মূর্ত্তিপুঞ্জে পুণ্য গো রুধিরে
পূরিবে, উঠিবে মার হাহাকার রব।
জননীর অশ্রুরাশি করিতে মোচন
দাঁড়াও কেশরিগর্ব্বে ভারতনন্দন।”

এইরূপে প্রকাশিয়া মত আপনার
বসিলা সচিবশ্রেষ্ঠ; সভাসদ্ যত
দিলা সায় সচিবের শুভ মন্ত্রণায়।
প্রেরিলা ভারতব্যাপি কিরাতনিকর,
স্থানে স্থানে, রাজ্যে রাজ্যে, কহিতে সকলে,
সাজিতে সমরসাজে জননীর তরে,
হিন্দুস্বাধীনতারত্ন করিতে রক্ষণ,
উঠিল সপ্তর্ষিবৃন্দ নৈশ নীলাকাশে

দূরে দূরে গরজিল পেচক গম্ভীর।
ভঙ্গ করি রাজসভা উঠিল রাজেন্দ্র,
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন যত সভাসদ্,
ঢাকিল জলদপুঞ্জ মানস-গগন।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে
চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমসর্গ—উদ্যোগ।

অপরাহ্ণবেলা, ধীরে দেব দিনমণি
পশ্চিম গগনপ্রান্তে পড়িছে ঢলিয়া :
হেমন্তের কুজ্ঝটিকা আবরি আকাশ,
আবরিছে ধীরে ধীরে ধরার বদন,
নামিতেছে সন্ধ্যাদেবী অলকা ছাড়িয়া।
আসিতেছে পৃথ্বী'পরি উড়ায়ে নিশান
অপরাহ্ণ-অনম্বরে ; কদাচিৎ পাখী—
ডাকিছে দিবস-ক্লান্ত পাদপ-শাখায়।
মন্ত্রকক্ষে পৃথ্বীরাজ বসিয়া নির্জ্জনে,
চারিপাশে সুসজ্জিত প্রাচীর উপরি
নানাবিধ মানচিত্র ; মধ্যদেশে তার
দাঁড়াইয়া ভারতের চিত্র সুবিশাল।
শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত, নানাবরণের
সুবিস্তৃত মহাদেশ করিয়া বিভাগ,
স্থানে স্থানে রক্ত-চিহ্ন করিয়া অঙ্কন,
হাসিতেছে মানচিত্র মানস মোহন।

একপার্শ্বে স্তূপাকারে বসন ভূষণ,
অন্য পার্শ্বে অগণিত রজতকাঞ্চন,
আসি এক রাজদূত নমিলে চরণে,
জিজ্ঞাসিলা পৃথ্বীরাজ মূরতী গম্ভীর,—
"কহদূত, কিসংবাদ ? দেখিলা কেমন
সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বিচিত্র কাশ্মির ?

কি কহিলা মহারাজ? আসিবে কি রাজা
রাখিতে হিন্দুরমান এবিপত্তি কালে?”
উত্তরিলা রাজদূত করি যোড়কর,
“অতিক্রমি সিন্ধুনদ, প্রভুর প্রসাদে
কতবন, কতনদী ভীষণ প্রান্তর
কতরম্য শৈলমালা, উঠিনু কাশ্মিরে।
কি সুন্দর প্রকৃতির লীলা নিকেতন!
শোভিতেছে দূরে দূরে শৈলের লহর,
অদ্রির উপরে অদ্রি, যেন শিল্পী কোন
নিরমিলা নিজ করে ভীম দুর্গাবলী;
পাশে পাশে মহীরুহ, শ্যামল, সুন্দর,
কত বরণের পাখী উড়ি পাড় গায়,
তরুতলে চরে কত শ্বাপদ সুন্দর।
নিকুঞ্জকাননরাজি করি মুখরিত
গায়িছে পাপীয়া, শ্যামা, কোকিলনিকর,
লাখে লাখে বিহঙ্গম মধুর নিক্কণে;
দুলিছে ব্রততী কুল মহারুহক্রোড়ে,
নামি তটিনীর বক্ষে নীলাম্বর হ'তে
চাঁদে যেন করি কোলে কুমুদ সুন্দর
নাচিতেছে মনানন্দে। হরষে মলয়
সেই দেশে নিরমিল সুন্দর ভবন,
নাচিতেছে অহরহ, আনন্দে বিভোল।
মনে হয় যেন বিধি দেবতার তরে
নির্ম্মাল্য নিজের হাতে করিয়া প্রস্তুত,

পাঠাইলা এ ভুবনে, মরি কি সুন্দর !
আনন্দে মগন প্রাণ, স্মরি জগদীশ,
দেখিলাম যথা স্থির মার্ত্তণ্ড-মন্দির
বাড়াইয়া চূড়ারাজি নীলাকাশপটে।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি,
মনোহর, দাঁড়াইয়া ধরি শিরোপর
তপন-মন্দির পুণ্য ; হায়—এ অভাগা
হতো যদি কোন স্তম্ভ, সার্থক জীবন,
রাখিতাম শিরোপরি বিশ্বের ঈশ্বর।
নমিয়া তপন-পদে প্রভু আজ্ঞা স্মরি,
চলিলাম রাজপুরে, বসিয়া যেথায়
কাশ্মিরের পাপরাশি নৃপতির রূপে।
মদে মত্ত, পাপাসক্ত, ভৃত্য ইন্দ্রিয়ের.
হায় সেই মহারাজ্য কলুষে পূরিয়া
মিটাইছে ইন্দ্রিয়ের পিপাসাকলুষ।
অত্যাচার, অবিচার ভুজ বিস্তারিয়া
তাণ্ডবিছে মহাগর্ব্বে, মানসরোবরে
নাচিছে উরগ যেন ফণা বিস্তারিয়া,
বিষে কলুষিত করি নির্ম্মল সলিল।
সহস্র মহিষী সঙ্গে ঘুরি দিবারাত্তি,
অন্তঃপুরে পাপমগ্ন পাপলালসায়,
তেয়াগি রাজ্যের ভার সচিবের করে।
বঞ্চিলাম বহুদিন সেই রাজপুরে
রাজার দর্শনাকাঙ্খী ; ছাড়ি অন্তঃপুর

আসিলনা মহারাজ ; সুরায় বিভোল
কহিলা মন্ত্রীর মুখে, ইন্দ্রপ্রস্থ তরে
নামিবে না রণক্ষেত্রে সুন্দর কাশ্মির।
মুক্তাপীড়, জয়পীড়, কাশ্মির সুধাংসু,
রাজযুগ, বহুদিন ছাড়িয়া কাশ্মির,
ডুবেছেন প্রতীচীর অদৃষ্ট-তিমিরে,—
ঢাকিল তিমিরপুঞ্জ সুন্দর প্রদেশ।
আজ সুধু মহারাজ, পার্থের মতন,
উঠিছে রাজণ্যবৃন্দ কাশ্মির প্রদেশে,
অত্যাচার হাহাকার নাচিছে ভীষণ।
পারেনা আপন শান্তি রাখিতে প্রদেশ,
কেমনে আসিবে তারা ভারতের তরে
প্রচণ্ড শোণিত-রণে ? জননী ভারত !
সকলি তোমার হায় ! অদৃষ্টের লেখা।"
নীরবিল রাজদূত, বহু উপহারে
বিদায় করিলা তারে দিল্লীর ঈশ্বর।
আসিল দ্বিতীয় দূত, প্রণমি রাজেন্দ্রে
কহিতে লাগিল দূত গম্ভীর বচনে ;—
"পশে যথা কাঠুরিয়া নির্ভয় অন্তরে,
পশিলাম মহারাজ ! প্রসাদে তোমার
রম্য কামরূপ রাজ্যে, ইন্দ্রজালপুরী।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী, মেঘখণ্ডসম,
সুচিত্রিত আকাশের নীল কলেবরে,
কত বৃক্ষ, কত ফুল, কত বিহঙ্গম ;

প্রকৃতির কি সুন্দর রাজ্য বিশৃঙ্খল!
স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, শরত সুন্দরী
স্থাপিয়া শ্যামল বপুঃ, মানসমোহন,
হাসিছেন ঢল ঢল আপনার রূপে;
চাঁদ যেন খেলে যায় নদীর হৃদয়ে।
উঠিনু গৌহাটি রাজ্যে, অতি ভক্তিভরে
পূজিনু কামাখ্যামায়, ভৈরব-মূরতি
বিকট ভৈরবে, মাগিনু যুগল করে
প্রভুর মঙ্গল। উঠিলাম রাজপুরে
আজিও তথায় দেব, বীরেন্দ্র বাঙ্গালী
মহাগর্ব্বে রাজদণ্ড করে সঞ্চালন:
নহে বহুবর্ষ গত, যবে বঙ্গেশ্বর,
বীরেন্দ্র কুমারপাল, নিজ মন্ত্রিবর
বৈদ্যদেবে সমর্পিলা রাজসিংহাসন।
সে হতে বাঙ্গালী তথা অচল, অটল
শাসিতেছে কামরূপ। বঙ্গেশ্বর যাহা
বলিবেন, সেইরূপ কামরূপরাজ
করিবে আপন কর্ম্ম তাঁর ইচ্ছাধীন।”
নীরব হইল দূত, বহু উপহারে
পাইলা বিদায়। কহিল তৃতীয় চর
“স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গরাজ্য করি পর্য্যটন,
আসিনু রাজেন্দ্র-পদে করিতে জ্ঞাপন
বঙ্গের সংবাদ—বার্ত্তা। কেমন সুন্দর,
মাঠে মাঠে দুলিতেছে অনিল-পরশে

রম্য, শ্যাম শস্যরাশি, নদী জলধার
অতিকষ্টে বহিতেছে করিয়া ধারন,
ডাকিতেছে কুঞ্জে কুঞ্জে দোয়েল, কোকিল,
তার মাঝে বঙ্গলক্ষ্মী শ্যামল-বাসনা।
পুণ্য ভাগীরথীতীরে পুণ্য নবদ্বীপ,
হিন্দুর পবিত্রতীর্থ; প্রতি বালুকায়
জন্মিছে পণ্ডিত যার, রাজধানী সাজি
হাসিতেছে খল খল, দর্পণ খুলিয়া
দেখিছে যুবতী যেন রূপ আপনার।
উঠিলাম রাজপুরে, বৃদ্ধ রাজ্যেশ্বর
তেয়াগিয়া যৌবনের শৌর্য্যবীর্য্য সব,
অর্পিছে রাজ্যের ভার সচিবের করে।
ভাবিছে সুযোগ মন্ত্রী, কোন্ ছলনায়
বিতাড়িয়া রাজ্যেশ্বরে, রাজসিংহাসন
করিবেন অধিকার; পণ্ডিতমণ্ডলী
ধ্বনিছে সহস্র কণ্ঠে উচ্চে উচ্চারিয়া
সচিবের গুণাবলী। ডাকিয়া আমায়
কহিলা সচিব-মূর্খ, "বঙ্গের জ্যোতিষ
কহিছে যবন-করে পড়িবে ভারত;
নিয়তির মহা খেলা, নির্ব্বোধ মানব
খেলিবে তাঁহার করে পুতুলের মত;
অনর্থ শোণিত-পাতে নাহি প্রয়োজন।"
শিহরিল পৃথ্বীরাজ দূতের বচনে,
ললাটে নয়নদ্বয় উঠিল জ্বলিয়া,

থামিল কিরাতবর। অনুচর আসি
নিবেদিলবার্ত্তা তার রাজেন্দ্রের পদে,
“জাহ্নবী যমুনা, যথা হাসি’ ঢল ঢল
পরস্পরপ্রেমাকুলা, করে আলিঙ্গন,
সেই রাজ্য খ্যাত চেদী সুবর্ণনলিনী,
ঘুরিয়াছে এ অধম প্রভুর আজ্ঞায়।
বীরেন্দ্র হৈহয়বংশ বিনাশি নির্দ্দয়
চেদিতে স্থাপিল রাজ্য, শোণিতের স্রোতে
ভাসাইয়া সে সুন্দর বিস্তৃত প্রদেশ,
দুর্দ্দান্ত বাঘেল রাজ। তাড়িত হৈহয়
অন্য কোন রাজশক্তি করিয়া সহায়,
আক্রমিবে চেদীরাজ্য করিছে উদ্যোগ।
বাঘেল বর্দ্ধিছে শক্তি সেই ভাবনায়,
কহিল না কোন কথা প্রভুর কথায়।
একমাত্র কালিঞ্জরে চান্দাল-নৃপতি,
প্রভুর করদ রাজা, করিছে স্বীকার,
আসিবেন বীরমদে, নিয়ে অনীকিনী
ডুবাইতে যবনের বিশাল বাহিনী,
অজস্র শোণিত-স্রোতে। কি কহিব প্রভো!
জানিলাম সঙ্গোপনে, চৌহান যেমতি
ভাসাইল কালিঞ্জর চান্দাল-শোণিতে,
ভাসাইতে আজমীর চৌহানের লোদে
ভাবিতেছে অহরহ সুযোগ আপন;
তাই আজ উঠিবেক ক্ষত্রিয় চান্দাল

মিটাইতে প্রতিহিংসা রক্তে চৌহানের।”
নীরবিল রাজদূত, দুয়ার উপরি
দুইটী মনুষ্য ছায়া হলো নিপতিত ;
ফিরিয়া পশ্চাতে, চর, দেখিলা দাঁড়ায়ে
দিল্লীর সচিবযুগ, শঙ্কর, অটল।
আগুসরি, অভ্যর্থিয়া সচিবযুগলে,
বসাইলা পৃথ্বীরাজ পার্শ্বে আপনার ;
বহু উপহারে দূত হইলা বিদায়।
আসি মালবের দূত প্রণমি রাজেন্দ্রে
কহিলা বিষন্ন ভাবে “বিদ্রোহ-অনল
মহারাজ ! ধীরে ধীরে প্রচণ্ড প্রধূমে,
আবরিয়া নীলাকাশ, বিস্তারি রসনা,
উঠিছে মালবরাজ্যে। মালব সন্তান,
শুনি দূরে যবনের ভৈরব বিষাণ,
উঠিয়াছে রণরঙ্গে স্বাধীনতা তরে :
ভোজের তাড়িত পৌত্র, তুমার-শোণিতে,
রঞ্জিবে মায়ের বক্ষ করি অঙ্গীকার,
সমাসীন নেতৃ-পদে। কালিঞ্জররাজ,
কান্যকুব্জ, চেদীশ্বর হইয়া মিলিত,
আক্রমিবে ইন্দ্রপ্রস্থ ভাবিছে সুযোগ।
প্রথমে আক্রমি তারা রাঘেলরাজায়,
উড়াইয়া ঘটারোলে রাঘেলের বল,
অনন্ত অম্বর কোলে, ধূলিরাশি সম,
আক্রমিবে ইন্দ্রপ্রস্থ ; মহান্ বিপ্লব,

উত্তর ভারতবর্ষ করি আলোড়িত
চাহিতেছে উঁকিমারি, যাবুঝ রাজন্ !
কর তাহা, ত্বরা করি, আলস্য—বিহীন।
নীরব হইলা দূত, আসি তার পরে,
রাজস্থান হ'তে দূত, সন্ন্যাসীর বেশে,
কহিতে লাগিলা বার্ত্তা রাজপুতানার,—
"মহারাজ, প্রবেশিনু প্রসাদে তোমার,
মরুময় রাজস্থানে, শৈলমালাশোভী,
ঘুরিলাম রাজ্যে রাজ্যে কহিয়া সংবাদ,—
যবনের আক্রমণ। হাসি টঙ্করাজ
কহিলা সস্মিত মুখে 'দিল্লী আক্রমণে
টঙ্কের কি ক্ষতি দূত ? বিধর্ম্মী যবন
আসে যদি টঙ্ক রাজ্য করিতে বিজয়,
দেখিবে টঙ্কের রাজা, বাহুবিস্তারিয়া,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ধ্বনি দশ দিশ্,
পড়িবে অরাতি-বক্ষে লইয়া ত্রিশূল,
ফিরিবেনা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার লাগিয়া"।
বিষাদে ছাড়িয়া প্রভো, টঙ্কের দুয়ার,
নিন্দা-বিষ-শল্য-দগ্ধ, ভাবি পরমেশ
উঠিনু ভূপাল রাজ্য ; সেই রাজ্য মাঝে
শুনিলাম স্বধু প্রভো, আর্ত্তের চীৎকার।
যোধপুর, বিকাণীর, কত কত রাজ্য
ঘুরিলাম, মদেমত্ত কামলালসায়
চির অন্তঃপুরবাসী ; উপরাণী যত

ক্রুদ্ধ পশুরাজ সম বেষ্টিয়া তাহায়।
উত্তরিলা কোন্ রাজা টঙ্কের মতন,
কেহবা হাসিলা দেখি দিল্লীর শকতি ;
কহিল রাজেন্দ্রে কেহ ভীরু কাপুরুষ ;
উপহাস প্রতিমুখে শরীর-দাহন।
এইরূপে 'বেত্রাহত কুকুরের মত,
দ্বারে দ্বারে করি লাভ স্বধু অপমান,
বাপ্পা সমরের ভূমি চিতোর নগরে
উঠিলাম, একমাত্র ভরসা আমার।
দেখিলাম সিংহাসনে বীরেন্দ্র সমর,
পূরব শিখরে যেন দেব অংশুমালী ;
দৃঢ়করে রাজদণ্ড করি সঞ্চালন।
কিবা মহীয়সী মূর্ত্তি ; নয়ন উজ্জ্বল ;
কিবা ভুজ সুবিশাল ; প্রশস্ত হৃদয় ;
বিস্তৃত ললাটরাজ্য, প্রতি অবয়বে
কন্দর্প নামিছে যেন আনন্দে অধীর।
প্রণমি চরণযুগে, কহিনু কাতরে
প্রভুর বিপদ্-বার্ত্তা, বার্ত্তা ভারতের ;
কিপ্রকারে রাজস্থানে করিয়া সহায়
রাখিবে হিন্দুর নাম, পুণ্য স্বাধীনতা,
সকলি সে রাজপদে করিনু জ্ঞাপন।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সমর,
শূরত্বের প্রতিমূর্ত্তি, "হিন্দুর পতন
দুনিবার্য্য দূত-শ্রেষ্ঠ, হিন্দু বংশ পানে

দেখ চাহি, নাহি আজ ভারত যুড়িয়া
দশটি মহান্ প্রাণ, যার বিনিময়ে
জননীর অশ্রুরাশি হবে বিদূরিত।
নহে রাজস্থান সুধু; মিথিলা, মগধ,
কান্যকুব্জ, কালিঞ্জর সুদূর কাশ্মির,
যেদিকে নয়নদ্বয় করিবে নিক্ষেপ
দেখিবে সেদিকে দূত, হিংসা, অলসতা,
বিভীষণ আত্মদ্রোহ, ভীরুত্ব, জড়তা
হুহুঙ্কারে উড়ায়েছে বিজয়কেতন।
আজি এই ভারতের পতনসময়ে,
ভারতের রক্ষিবর্গ রমণীর কোলে;
হিংসা-দ্বেষ ক্রোড়ে কেহ, কেহ জিঘাংসায়,
পর-দ্রোহিতায় কেহ, কেহ আলস্যেতে
বিরাজিছে নিরাশ্রয় তৃণের মতন।
যাহ দূত ত্বরাকরি, দিল্লীর ঈশ্বরে
কহিও আমার বার্ত্তা, ক্ষত্রিয় সমর
বদ্ধ আজ একসূত্রে চৌহানের সাথে;
যাবৎ শোণিত-বিন্দু বহিবে শিরায়,
নাহি দিব প্রবেশিতে ভারতের বক্ষে,
অখিল জগতজনে অরাতির সাজে।
কহিও রাজেন্দ্রশ্রেষ্ঠে যদি দুইজন,
একতান-মনোপ্রাণ, মায়ের কারণে,
ভাবি প্রভু একলিঙ্গ, সমর-হুঙ্কারে
পশে রণক্ষেত্র-মাঝে, জানিও নিশ্চয়

হিন্দুস্থান-জয় সুধু মরীচিকা-ভ্রম।”
এইরূপে কহি মোরে বীরেন্দ্র সমর,
করিলা সচিবে আজ্ঞা, করিতে প্রচার
রাজ্য ব্যাপি, যবনের পুনঃ আক্রমণ
জননী ভারতবর্ষে। তাঁহার রক্ষায়
মিবারের রাজপুত হবে অগ্রসর ;
ভাসাইবে এ ভারত যবন-শোণিতে,
মুছিবে মায়ের অশ্রু আত্মবলিদানে।
“গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, নগরে নগরে
দূর শৈলমালা’পরি যে আছ যেথানে,
পরিহরি সর্ব্বকর্ম্ম, নিয়ে করবাল,
নাম আজ রণরঙ্গে ; ভাসাও জগত
শত্রুর শোণিত-স্রোতে, আবিল কলুষ
যাক্ সব দূর হয়ে পুণ্য পরশনে।
যে পার ধরিতে অস্ত্র বাল বৃদ্ধ যুবা,
দাঁড়াও হৃদয় বাঁধি দৃশদ্বতী তীরে,
ভাঙ্গি বাবুইএর বাসা যমুনার জলে
কর তাহা বিসর্জ্জন ; জগত যুড়িয়া
উঠুক আনন্দধ্বনি মহাকোলাহলে”।
এতবলি মহারাজ রাজপুতভানু,
নানাবিধ উপহারে, অতিথি সৎকার
বিধিমতে সমাপিয়া, করিলা বিদায়
প্রভুর সেবকাধমে। নাহি বুঝি ভালমন্দ,
বার্ত্তাবাহী চর সুধু কহিনু, সংবাদ :

কর, যাহা বুঝ ভাল, তুমি দিল্লীশ্বর।”
এইরূপে কহিবার্ত্তা চলিলা কিরাত,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা শঙ্কর,
আচার্য্য, সচিব-শ্রেষ্ঠ “দেখ মহারাজ,
পুণ্য আর্য্যাবর্ত্ত যুড়ি কি মহাভীষণ.
আরম্ভিল মহাখেলা দুষ্টা নিয়তির,
সে খেলার পণ হায়, ভারত-জননী।
যেই হিংসাবিষে দগ্ধ, চাহে পরস্পর,
লুটিতে একের রাজ্য তস্কর অপর,
দুরবল, প্রাণহীন, সেই-হিংসা বিষে,
যাবে উড়ি আচম্বিতে ভীম প্রভঞ্জনে।
ঘুরি ফিরি, স্বল্পতোয়া তটিনীর মত,
আঁকে বাঁকে, অসমর্থা আপন রক্ষায়,
ছুটীছে ভীষণ রবে সাগর উদ্দেশে ;
মিলিবে তটিণীগ্রাম যবন-সমুদ্রে,
ডুবাইয়া, ধন, মান, সম্পদ, বৈভব
অতল জলধি-গর্ব্ভে ; হিন্দুর কমলা
ঘুরিবে অনন্ত-কাল অনন্ত আকাশে।”
এমনি সময়ে ধীরে করিল প্রবেশ
দাক্ষিণাত্য চরবৃন্দ ; হইলা নীরব
মন্ত্রীবর, দূত এক লাগিলা কহিতে,
“মহারাজ! ভাসিতেছে শোণিত-প্রবাহে,
সুন্দর দক্ষিণ-রাজ্য, বর্ষ দশ গত,
যবে বিজয়ন-বীর, চালুক্য—সেনানী,

ধরি কৃতঘ্নতা-অসি প্রভুর শোণিতে
রঞ্জিলা মেদিনী, পাপী। বংশধর তার
শাসিছে দক্ষিণরাজ্য, বীরসোমেশ্বর
প্রতিশোধ-কামনায়, চালুক্য-রতন,
অসংখ্য চালুক্য সৈন্য, করি একত্রিত,
আক্রমিলা সিংহনাদে অরাতির পুরী ;
ছুটিলা দম্ভোলী, যেন লক্ষ্যি বৃত্রাসুরে,
প্রচণ্ড শোণিত-রণে, পূরি রশ্মিজালে
শূন্য দেশ, ভীম মন্দ্রে পূরি চরাচর।
সুন্দর সুযোগ হেরি, পশ্চিমে যাদব
উঠিছে, অশনি-নাদে মহাভয়ঙ্কর,
দক্ষিণে হোসালরাজ মন্দ্রিছে গম্ভীর,
ভাসিতেছে রক্ত-স্রোতে দক্ষিণ ভারত।
শকুনি গৃধিনী যথা, হেরি পৃথ্বীতলে
মহাকায় মৃতগাভী, আনন্দে বিভোল
উঠে অনশ্বর-কোলে পাখা বিস্তারিয়া,
উঠিছে দক্ষিণ দেশে, রাজেন্দ্র ! তেমন
অগণিত নৃপবৃন্দ, ভৈরব হুঙ্কারে,
চালুক্যের মহারাজ্য করি শত ভাগ।
বীরেন্দ্র বীরবল্লাল, হোসেল-নৃপতি,
গতবর্ষে মহোল্লাসে কবন্ধের মত,
নাচিয়া শোণিত-রণে, বিল্লম যাদবে
নিজ হাতে করিয়া সংহার, উড়াইলা
বিজয়ের বৈজয়ন্তী দক্ষিণ ভারতে।

সাজিছে যাদব সৈন্য পূর্ব্ব গর্ব্বস্মরি ;
উন্মত্ত বিজয়মদে হোসাল বাহিনী
করিতেছে জয়নাদ, দক্ষিণ ভারত
কাঁপিতেছে মুহুর্মুহু ; দুই স্রোতোমুখে
কাঁপে যথা অসহায় বল্লরী বেতস।
বৃথা আশা মহারাজ, দক্ষিণ ভারত
আত্মবিগ্রহেতে রত, জ্ঞাতির শোণিতে
একে অন্যে মনানন্দে করিয়া রঞ্জিত।"
নীরবিল রাজদূত : দ্বিতীয় কিরাত
কহিতে লাগিলা বার্ত্তা উৎকল রাজ্যের,-
"অর্দ্ধশত বর্ষগত, চোলা গঙ্গাদেব,
উড়াইয়া, বীরগর্ব্বে, বিজয় কেতন,
উৎকলের দুর্গ চূড়ে, পবিত্র মন্দির
সংস্থাপিত করি বীর, স্থাপিলা হরিষে
গঙ্গাবংশ, আজ প্রভো, প্রতাপে যাহার
কাঁপে ভয়ে থরহরি পার্শ্বের নৃপতি।
গিয়াছে চারিটী বর্ষ অনন্তে মিশিয়া,
যবে বীর গঙ্গাদেব, সংসারের লীলা,
করি সংবরণ হর্ষে, বালক সন্তানে
নিজ হাতে সিংহাসনে করিসংস্থাপন,
করিলেন মহাযাত্রা অনন্তের পানে।
উঠিয়াছে দুইদল, একদল দেব,
রাখিতে দিল্লীর মান করিছে উদ্যোগ,
অন্যদল বিরোধিছে কায়মনঃপ্রাণে।"

এইরূপে বার্ত্তাদূত করি বিজ্ঞাপিত
নীলবিলা রাজদূত ; কিরাত অপর
কহিলে লাগিলা তবে সন্দেশ তাহার,
"অতিক্রমি বিন্ধ্যাগিরি, বিস্তৃত, বিশাল,
নদনদী শত শত, কান্তার ভীষণ,
উঠিলাম মহীশূরে, দেখিলাম প্রভো,
হিন্দুর অপূর্ব্ব শিল্প ইলোরামন্দির।
পাহাড় কাটিয়া, শিল্পী করিলা প্রস্তুত,
শিল্পের হিমাদ্রিগিরি, মনে হয় যেন
আপনি প্রকৃতি দেবী বুঝি স্রষ্টাতার।
উঠিয়াছে স্তম্ভাবলী কিবা মনোহর,
মনে হয় যেন ফণী, ফণা বিস্তারিয়া
সহস্র সহস্র, গর্ব্বে করি সমুন্নত
আপনার শিরোদেশ, অশ্রান্ত, অসীম,
রাখিয়াছে ধরি শূন্যে পৃথিবী বিশাল।
ফল ফুল, নানারঙে আছে বিকশিত ;
মানস-সরসে যেন ফুটিছে কমল,
শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত নানা বরণের।
মনে হয় যেন স্থির, মহা মহীরুহ
রাখিয়াছে শাখে শাখে ফলফুল রাশি,
বিস্তারিয়া চারি পাশে রসাল সুন্দর ;
হেরিনু নয়ন ভরি মন্দিরের শোভা।
এরূপে মন্দিররাজি দক্ষিণ ভারতে,
দেখিয়া মনের হর্ষে, ত্বরিত চরণে,

উঠিনু কেরল-রাজ্যে, সাগর-বসন।
স্থানে স্থানে বিরাজিত প্রখ্যাত বন্দর,
ঢালিছে সহস্রধারে মণি মরকত,
বানিজ্যের সূত্রে বদ্ধ রোমের সম্রাট্ ;
উঠিলাম চোলা রাজ্যে, সেখানে তেমন
সুন্দর বন্দরশ্রেণি কমলা-নিবাস।
চোলারাজ্য, পাণ্ড্য রাজ্য, ভ্রমিয়া কেরল,
কহিনু যবন-বার্ত্তা, হাসি রাজগণ
জিজ্ঞাসিল ইন্দ্রপ্রস্থ কোন্ পৃথিবীতে ;
কেমন মানব তথা আচার কেমন,
কেমন শাসন তথা, কেমন সে দেশ ?
কেমনে সে দেশে যাব, কাহার লাগিয়া ?
এইরূপে রাজবৃন্দ করিলা বিদায়
এ অধমে, যাহা বুঝ কর মহারাজ!
বার্ত্তাগ্রাহী চর আমি, জ্ঞান-বুদ্ধি-হীন,
আসিবেনা তব তরে দক্ষিণ ভারত।
এইরূপে বিজ্ঞাপিয়া রাজদূতগণ,
যার যার নিজ বাসে করিলা প্রয়াণ,
বসি রাজা মন্ত্রিযুগ মন্ত্রনা-ভবনে।
ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাদেবী নামিলা জগতে,
ছড়াইয়া আপনার ধূসর আঁচল,
গায়িলা আনন্দে পাখী, পাদপে পাদপে,
অবগাহি শান্ত, স্থির, শান্তির সলিলে।
দিনমণি ধীরে ধীরে পশ্চিমে ডুবিল,

পশ্চিম আকাশ খানা সিন্দুরে রঞ্জিয়া,
তুলি স্বর্ণ অনম্বরে সোণার পাহাড়,
শত শত, স্বর্ণ ক্ষেত্র করিয়া কর্ষণ।
ছায়াময়ী কুজ্ঝটিকা ব্যাপিয়া জগত,
নাচিল আনন্দ-মগ্না ; শান্তির বারতা
ছড়াইলা ধীরে ধীরে বিশাল ধরায়,
মারুত সর্ব্বত্র-গতি অশ্রান্ত ভাষায়।
উঠিল তারকাপুঞ্জ হেমন্ত গগনে,
সমুজ্জ্বল, স্থির, ধীর, নয়ন-রঞ্জন,
জ্বলিল প্রদীপরাজি প্রতি ঘরে ঘরে,
কাননে ফুটিল ফুল, অনন্ত-সুন্দর।
অহো কি সুন্দর দৃশ্য, যেদিকে ফিরাই
নয়ন যুগল, দেখি, সেই দিক্ যুড়ি
বিশ্বব্যাপি খেলিয়াছে প্রদীপের খেলা।
গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, নগরে নগরে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্র সুন্দর,
অনন্ত প্রদীপমালা জ্বলিছে উজ্জ্বল।
এইরম্য আলোকের হাটে, এসুন্দর
মনোরম, জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ-বাজারে,
কে তুমি অবোধ হেন ঢাকিয়া বদন,
মসী-অন্ধকার-জালে রহিবে বসিয়া ?
সবার মিলিছে আলো, তোমার আমার
মিলিবে না আলো কি গো বিনাশি আঁধার ?
এই অন্ধকার রাজ্যে সুধু বিভুনাম

একমাত্র সত্য-আলো ; মায়ামরীচিকা
পরিহরি ভ্রান্ত পান্থ, সেই আলোপুরী
রাখি তব চোখে চোখে হও অগ্রসর।
বসিয়া চিন্তায় মগ্ন দিল্লীর ঈশ্বর,
চিন্তামগ্ন সচিব-যুগল ; তখনও
সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটা কুয়াসায় মিলি,
না-ধূসর না-রক্তিম অদ্ভুত বরণে,
খেলিল প্রতীচী কোলে ; চাহি মন্ত্রিবর
কহিতে লাগিল তবে আচার্য্য শঙ্কর,
"পরিহরি বৃথা চিন্তা রাজেন্দ্র-প্রবর,
সাজাও চৌহান-চমূ বিপুল উল্লাসে,
সাজুক তুমারবৃন্দ স্মরি জগদীশ।
অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ, যুবা ষোড়শের,
রণরঙ্গে করবাল করিয়া গ্রহণ,
ছুটুক্ সমর-ক্ষেত্রে। আমার মতন
ছুটিবে স্থবির দল রাজার আজ্ঞায়,
পবিত্র স্বদেশ-ব্রত করি উদ্‌যাপন,
মাতৃযজ্ঞে দিতে বলি নশ্বর জীবন,
অনশ্বর পুণ্য-লোক করি অধিকার।
চৌহান তুমার সৈন্য জগতে অতুল,
নাম মহারণক্ষেত্রে একলিঙ্গ স্মরি,
ভাসুক্ ভারত-বক্ষ অরাতি-শোণিতে।"

অটল।

মহারাজ, পরিহরি জড়তা এখন,
বৃথা চিন্তা, বৃথা ভয়, কর কর্ণপাত
অধমের মন্ত্রণায়। দেখ নাতিদূরে
উঠিতেছে কালিঞ্জর, চেদী দুরাশয়,
গর্জ্জিছে রাঠোর দুষ্ট কানোজ নগরে ;
তিন শক্তি পরস্পর হইয়া মিলিত
আক্রমিবে ইন্দ্রপ্রস্থ ; হবে দুর্নিবার
এই মহা শক্তিত্রয়, উত্তরে যখন
"দান্" "দীন্" মহারবে আক্রমে যবন।
করি নাই শুধু চর্চ্চা মন্ত্রণা কুটিল.
জ্ঞান প্রভো, কর আজ্ঞা সেবকে তোমার,
আক্রমিব কালিঞ্জর ; শোণিত-সমরে
উড়াইয়া কালিঞ্জরে প্রভঞ্জন সম,
আক্রমিব চেদীরাজ্য। বীর কুন্তসিংহ
লইয়া অপর সেনা পড়ুক কানোজে ;
শুনিয়াছি কান্যকুব্জে, বীর ডুম্‌রাজ,
রাজানুজ, উত্তেজিছে রাঠোর-সন্তানে
দাঁড়াইতে বীর-গর্ব্বে চৌহানের পক্ষে।
সেই সুসময় দেব! বিভক্ত কানোজ
পড়িবে অনতি-গৌণে তুমারের করে,
তুলে দাও কান্যকুব্জে বিজয় নিশান।

পৃথ্বীরাজ।

সত্য বটে মন্ত্রিবর, প্রকৃতি-রঞ্জন,
লইয়াছি মহাব্রত, জীবনের তরে;
সাধিব সে মহাব্রত আত্মবলি দানে।
কিন্তু, দেখ আজ কিবা সমস্যা ভীষণ,
দাঁড়াইল মহাকায় সম্মুখে আমার ;
কুটুম্ব কানোজ-সৈন্য, আপনি শ্বশুর ;
দাঁড়াইল কালিঞ্জর প্রকৃতি আমার ;
চেদীশ্বর, সেও মম শোণিত-কুটুম্ব
কেমনে তাঁদের রক্তে ভাসিবে ধরণী ?
ইন্দ্রপ্রস্থ কালিঞ্জর অচ্ছেদ্য বন্ধনে
বদ্ধ কত বর্ষ গত ; প্রজায় প্রজায়
শোণিত সম্বন্ধে দেখ আবদ্ধ কেমন।
সে বন্ধন—প্রীতির সে পবিত্র বন্ধন—
ভীষণ কৃপাণাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
উড়াইবে যেই জন বিজয় কেতন
নর-কুল-গ্লানি সেই পাপী দুরাচার।
কি আছে ভবিষ্য-গর্ভে পূর্ণ অন্ধকারে,
কে জানে ? জানিও কিন্তু হিন্দুর শোণিতে
কালিঞ্জর, চেদীরাজ, সুন্দর কানোজ,
এ কনক ইন্দ্রপ্রস্থ হবে ভাসমান।
আমি রাজা, মহাব্রত করিনু ধারণ
প্রজার মঙ্গলতরে ; সেই মহাব্রত
কেমনে করিব ভঙ্গ এই ব্রত তরে ?

শঙ্কর!

ভ্রান্তি-মোহ; মহারাজ! কর্ত্তব্য তোমার
স্পষ্ট দিবালোকে আজ আছে উদ্ভাসিত;
বিধর্ম্মী, যবন-পাপী, মাতি দুরাশায়,
নররক্তে বসুন্ধরা করিয়া প্লাবিত,
আসিয়াছে হিন্দুস্থান করিতে বিজয়;
তুমি মাত্র রক্ষী তার। কেন না রাজন্!
তুমি মাত্র চক্ষুস্মান্, আর যত, হের,
মোহ-মদে হারায়েছে নয়ন যুগল।
বিদেশী বিধর্ম্মী নহে অরাতি দিল্লীর
একমাত্র, ভারতের শত্রু ভয়ঙ্কর;
ভাঙ্গিবে প্রতিমা রাজি (যথা পঞ্চনদে),
ভাসাইবে হিন্দুস্থান গাভীর শোণিতে,
ডুবিবে হিন্দুর শক্তি, ঐশ্বর্য্য বিপুল
অত্যাচার-পারাবারে; হিন্দুর মন্দির
যবনের মস্‌জিদে হবে পরিণত;
হিন্দুকুল-লক্ষ্মীবৃন্দ হায় মহারাজ,
পারিবেনা বাহিরিতে ছাড়ি অন্তঃপুর।
সুধু দিল্লী নহে প্রভো, সমগ্র ভারত,
হিন্দুজাতি চাহি' তোমা, করি যোড়কর,
কহিতেছে উচ্চকণ্ঠে, আকুল পরাণে,
রক্ষ ভারতের প্রাণ বিতাড়ি যবনে।

অটল।

মহারাজ! কোটি কোটি জীবন রক্ষায়,
কালিঞ্জর, চেদিরাজ্য, সোনার কানোজ,
স্বর্ণপ্রসূ ইন্দ্রপ্রস্থ, যদি ডুবে যায়,
অনন্তকালের গর্ভে, চির দিন তরে,
তবুও তোমার নাম অক্ষয়, অটল,
রহিবে জগত বক্ষে; যাবৎ তপন
দানিবে কিরণজাল উজলিয়া দেশ।
আর দেখ প্রজাতব বিদ্রোহেতে রত;
রাজদ্রোহী প্রকৃতির উত্তপ্ত শোণিতে
কর যদি বিদূরিত অনর্থ দেশের,
হাসিবেন দেশ-মাতা আহ্লাদে অধীর।
নরের মঙ্গল ব্রত শ্রেষ্ঠ সকলের;
তার নীচে দেশব্রত, দেশ-হিতৈষণা,
তার নিম্নে এজগতে পুণ্য কর্ম্ম যত।
যদি কেহ দেখে, তার জনকের তরে,
থাকেনা দেশের লক্ষ্মী, দেশের মঙ্গল;
সে জনক বধ্য তার, বধ বিনা যদি
নাহি হয় জগতের কল্যাণ সাধন।

পৃথ্বীরাজ।

বুঝিলাম সারধর্ম্ম সচিব অটল,
আচার্য্য শঙ্কর দেব, ব্রতের রক্ষায়
উৎসর্গিব এ জীবন। যাও বীরবর,
কালিঞ্জর রাজ্য তুমি কর আক্রমণ,

পাঠাও চেদিতে সৈন্য ; বিলম্ব না করি
পাঠাইব সেনাদল কানোজ নগরে।
আচার্য্য শঙ্কর দেব, করহ প্রচার
রাজাদেশ, জননীর মঙ্গলের তরে,
বাল, বৃদ্ধ, যুবা যেই সমর্থ সমরে,
জানে অস্ত্র করিতে ধারণ, সেই আজ
ধরি অস্ত্র, কর রক্ষা দেশ-মাতৃকায়।"
এরূপে কাটিল নিশি দ্বিতীয় প্রহর,
কাল-কণ্ঠ বিঘোষিল বার্ত্তা চরাচরে
পেচক গভীর রবে! মন্ত্রণা ভবন
মহারাজা, মন্ত্রিযুগ করি পরিহার,
চলিলেন ধীরে ধীরে আপন আলয়ে।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ—সহধর্ম্ম।

বাজিল কালের কণ্ঠ গভীর নিস্বনে,
পেচক ঘোষিল নিশি দ্বিতীয় প্রহর ;
অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র রঞ্জি প্রাচীমুখ,
উঠিলেন ধীরে ধীরে পূরব গগনে ;
নীল সিন্ধু হতে যেন, রূপের বিভায়,
নীলাকাশ, কৃষ্ণ ধরা করি উদ্ভাসিত,
উঠিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, সাগর-নন্দিনী
লক্ষ্মীদেবী ; স্বর্ণরাগে রঞ্জিল আকাশ,
পূরিল অম্বর দেশ সোণার জলদে।
কোন কৃষ্ণ জলদের বেড়ি চতুর্দ্দিক্
স্বর্ণরঙ্গে, হাসিলেন অর্দ্ধ শশধর,
হিংসা-বিষে জর্জ্জরিত, পূরব আকাশে
হেরি রম্য শশধরে, সুহাসি ধরার
ঘুত্কারে কৌশিক রোষে। কুররী বিহঙ্গ
নীলাকাশ, সুপ্তপৃথ্বী করি আলাড়িত,
মহাশব্দে পুরাইল বিশ্ব চরাচর।
সন্ সন্ প্রভঞ্জন হলো প্রবাহিত,
নিদ্রালস বিহঙ্গম, পাদপ শাখায়,
আর্ত্ত স্বরে, স্বপ্ন রাজ্যে করি বিচরণ,
সে দেশের বার্ত্তা কোন করিলা প্রচার।
কচিৎ উদ্ভ্রান্ত পাখী, দিশাহারা হয়ে,

উঠিল কাঁদিয়া দুঃখে; সুখ-দুঃখ-স্বরে
জগতের, অনশ্বর উঠিল কাঁপিয়া।
মণ্ডিত কুয়াসা জালে পৃথিবী বিশাল,
নাল অনশ্বর; দূরে দূরে ধূ ধূ রাজ্য
প্রহেলিকাময়। ক্বচিৎ, শিবার রব
সুদূর অরণ্য রাজ্য করিয়া ধ্বনিত,
উঠিতেছে নীলাকাশে; ঘর্ঘর ঘর্ঘর,
গর্জ্জিতেছে মহাশূন্যে কলুষ-বচন,
পারেনা ভেদিয়া তারা সুনীল অম্বর,
উঠিতে সে দেশমুখে; যেই পুণ্যদেশে,
পুণ্য মুরতির পদে, পুণ্য কথা মালা,
শ্বেতমনা মহাত্মার ভাসে অবিরত।
গাম্ভীর্য্যের মহারাজ্য সুপ্ত ধরাতল,
নীরবতা মন্ত্রিবর করিছে পালন,
শান্তি-নীর-রাশি-মগ্ন জগত সুন্দর!
মনে হয় যেন, প্লুত কৃতজ্ঞতা রসে,
ধরাতল, উর্দ্ধমুখে করি যোড় কর,
এই শান্তি যেই বিভু করিলা সৃজন,
সেই শান্তিময় পদে রয়েছ প্রণত।
আহা কি মহান্ দৃশ্য! প্রেমরসে গলি,
যে প্রেমিক হেরিয়াছে, গম্ভীর নিশীথে,
রজনীর গাঢ় প্রেম, সে জানে কেবল,
কত প্রেম লুকায়িত, নীরব-বদনা
রজনীর কৃষ্ণবক্ষে, কৃষ্ণ জলধরে

কত শত মণি মুক্তা ঝরে অবিরত ;
সে জানে কেবল, এই সৃষ্টি-রাজ্য যুড়ি,
কত বৈচিত্র্যের খেলা অচিন্ত্য, অদ্ভুত ;
মহাকায়, হিংস্র, বন্য, করীন্দ্রে কেমন,
দানিছে সুন্দর মুক্তা বিশ্ববিমোহন।
বহিছে জাহ্নবী নদী কল কল করি,
শ্যাম শস্যে কান্যকুব্জ হাসায়ে সুন্দর,
প্রেম যেন আহা! মরি, ভক্তের হৃদয়,
করিয়া উর্ব্বর, পরিপূরি রম্যধনে.
দেবত্বে পুরিয়া বক্ষ, কয় কাণে তার
মনোহর অনন্তের সংবাদ মধুর।
দাঁড়ায়ে জাহ্নবী তীরে স্থির, অবিচল,
মহাদুর্গ, চূড়া তার চুম্বিছে অম্বর,
বিচিত্র পাষাণ-বক্ষা, কে জানে কখন,
কত শত নর-রক্তে হয়েছে প্লাবিত।
কত কত গুপ্ত হত্যা সেই দুর্গ মাঝে,
অক্লেশে কানোজরাজ করিত সাধন,
যদি তায় উঠে যেতো পথের কণ্টক।
আজি এ ভীষণ দুর্গে, বীর দুম্‌রাজ
নীরবে ভাবিতেছিল ভাগ্য ভারতের,
নীরবে নয়ন-নীর প্লাবিল কপোল,
প্লাবিল বিশাল বক্ষ। দুর্গের দুয়ারে
ভীম-কায়, প্রতীহারী হাকিছে গম্ভীর,
উচ্চে সতর্কতা-ধ্বনি। প্রাচীরে প্রাচীরে,

ফিরিতেছে ধীরে ধীরে প্রহরী ভীষণ।
খুলিয়া গবাক্ষ-দ্বার, কানোজরতন,
হেরিলা সম্মুখে দৃশ্য রম্য প্রকৃতির,
কুলু কুলু প্রবাহিছে জাহ্নবী সুন্দরী,
হাসি রাসে বসুন্ধরা করি মুখরিত,
নাচিতেছে বীচিমালা চাঁদের কিরণে,
শত শত চাঁদ যেন জাহ্নবী-জীবনে
উঠে, পড়ে, খেলে, হাসে, ভাসিয়া বেড়ায়।
তীরে তীরে দ্রুমরাজি দাঁড়ায়ে নিশ্চল,
মহাগিরিচুড়াসম, শাখায় তাহার
শান্তি-সুপ্ত পক্ষিবৃন্দ, শ্রান্ত-কলেবর।
দূরে দূরে কুজ্মটিকা আবরি গগন,
নাচিছে তাণ্ডব নৃত্যে, অস্পষ্ট আলোকে
মলিন ছায়ার মত পৃথিবী বিশাল।
ঊর্দ্ধে, মহাশূন্য দেশে বিস্তৃত, সুনীল,
জ্বলিতেছে ঝিকি মিকি তারকার মালা,
দূরে দূরে আবরিছে কুজ্মটিকা জাল।
চারিদিকে কুহেলিকা, ঘেরিয়া সংসার
নাচিছে তিমির-মুর্ত্তি, তার মাঝে বসি
বীরবর জুম্‌রাজ চিন্তায় আকুল।
কত কথা বীরেন্দ্রের বিশাল হৃদয়
করি আলোড়িত গর্ব্বে, ভাসাইল তায়,
প্রবল স্রোতের মুখে শুষ্ক-তৃণ সম।
ধীরে ধীরে সেই কথা হইল স্মরণ,

যেদিন শূরেন্দ্র-গর্ব্বে বীর তুম্‌রাজ
দশ ভুজা মাতৃ-মূর্ত্তি করিয়া সম্মুখ,
করেছিলা অঙ্গীকার গুরুর আজ্ঞায়,
'জীবনের মহাব্রত মানব-কল্যাণ'।
এই ব্রত মহাধর্ম্ম সার জগতের,
এই ব্রত পুণ্যময় নর জীবনের,
স্থাবর জঙ্গম যত এই ব্রতে রত,
বিভুর মধুর আজ্ঞা পালি অবিরত।
তার পর তুম্‌রাজ, মানব-কল্যাণে
উৎসর্গিলা আপনার অতুল জীবন,
বাঁধিলা বিবাহ-সূত্রে ক্ষত্রিয় নন্দিনী,
পদ্মিনী সুন্দরী, একটি বোঁটায় যেন
দুটী পারিজাত পুষ্প উঠিল হাসিয়া—
আনন্দে উঠিল হাসি ভারত-নন্দন।
কত যুদ্ধ, কত কত বিগ্রহেতে রত,
রাজভক্ত, মহাপ্রাণ, রাজেন্দ্রের তরে,
করেন কখনো মায়া নিজ জীবনের,
আজ তার পুরস্কার রাজ-কারাগারে।
কোন্ অপরাধ বীর ভাবিলা নীরবে ?
অন্তরের গূঢ়স্থলে করিয়া প্রবেশ,
দেখিলা পদ্মিনী-প্রাণ, কোনস্থানে তার,
একটি কালির দাগ হয়নি অঙ্কিত ;
ভাসেনি কালিমা-মেঘ অন্তর-আকাশে,
সুনীল, বিস্তৃত, স্থির, অঞ্জনে রঞ্জিত,

শত শত চাঁদ তথা হাসি ভেসে যায়।
সবে মাত্র সেই দিন, জীবনে প্রথম,
করেছিলা বিজ্ঞাপিত, লক্ষ্য জীবনের,
সেইদিন কয়েছিলা সুস্পষ্ট ভাষায়
রাজানুজ, জগতের মহৎ কল্যাণ,
না ভাবিয়া ভালমন্দ, নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে।
কেন আসিলাম এই রাজকারাগারে ?
ভাবিলা আবার বীর, মানস-সাগর
মথিল বাসুকি সর্প, অনল নিস্বাসে
সীমাহতে সীমান্তরে পূরিয়া ভুবন।
নাহি যদি কারাগারে পশিত বীরেন্দ্র,
পারিত কি নিক্ষেপিতে, ভীষণ আগারে,
রাজানুজ ভুম্‌রাজে, কানোজ-ঈশ্বর ?
ভাবিতে ভাবিতে বীর ছাড়িয়া নিশ্বাস,
কহিলা বিষাদ-কণ্ঠে, "জগত-ঈশ্বর !
সত্য বটে, সৃষ্টি তব বিশাল ভুবন ;
কিন্তু তবু, একি হেরি ব্যাপিয়া জগত,
উঠিতেছে বিষাদের হাহাকার রোল,
ভাঙ্গিয়া শান্তির হাট মন্দ্রি' সুগভীর।
এ রোদন কেন প্রভো, আনন্দ-বাজারে ?
কি জানি, অথবা তুমি করেছ সৃজন
রম্য হাট, চাঁদ-আলো, তার মাঝে কেহ
কুটিল-কপট হায় ! তুলিছে আঁধার।
তোমা হতে শক্তিমান্ আছে কেহ আর ?

অথবা বুঝিতে নারি, আমি মূর্খ নর,
জগত ছুটিছে প্রভো, তোমারি উদ্দেশে,
পূর্ণতায় লক্ষ্যকরি ; তুমিই পূর্ণতা ;
আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, বালুকার রেণু,
কেমনে বুঝিব প্রভো, মহিমা তোমার ?
তবু উঠে মনোমাঝে সন্দেহ ভীষণ,—
সুখে কেন দুঃখ রাশি, আনন্দে বিষাদ,
অমৃতে গরল কেন, পুষ্পে কেন কীট,
নীলাকাশে মেঘ কেন, তরঙ্গ সলিলে,
শশাঙ্কে কলঙ্ক কেন ? আমি ক্ষুদ্র নর
থাকি তবে পানে চাহি বিস্ময়ে পূরিয়া।"
এইরূপে দুম্‌রাজ, ভাবি কতক্ষণ,
রহিলা চাহিয়া রম্য জাহ্নবীর পানে,
অস্ফুট-জোছনা-ধৌত। আহা মরি মরি,
শীর্ণকায় জাহ্নবীর রূপের মাধুরী !
চল চল, ছল ছল, চলিছে সলিল,
কোথা বিম্ব, চন্দ্র করে নাচিছে সুন্দর,
কোথাও আঁধার আলো করিয়া মিশ্রণ,
হরিহর পুণ্য খেলা খেলিছে মধুর।
অদূরে জাহ্নবী বক্ষে পাল উড়াইয়া
ছুটিছে তরণীশ্রেণী ; কোন তরী হতে
উঠিছে নাবিক-কণ্ঠে গীতি সুমধুর,
কোন তরী ঝুপ্ ঝাপ্ চলিছে তাড়িয়া,
আনন্দের দ্বন্দ্ব যেন আনন্দ-লহরী।

হঠাৎ উঠিল স্থির, নৌশ নীলাকাশে,
প্রহরীর ধ্বনি, স্থিরচিত্ত ভুম্‌রাজ
বুঝিলা, অতীত নিশি তৃতীয় প্রহর,
নূতন প্রহরী কেহ আসিলা ফিরিয়া।
দেখিতে দেখিতে, বীর দেখিলা নীরবে,
আসিতেছে তীব্রবেগে, দুর্গ লক্ষ্য করি,
বিশাল তরণী এক পাল উড়াইয়া ;
ক্রমে ক্রমে দেখিলেন বীর ভুম্‌রাজ,
অস্ফুট হইল স্ফুট, লাগিল তরণী
দুর্গমূলে, দুর্গের ছায়ায় লুকাইল
তরীখানি। 'এইরূপে মানব জীবন,
পুনরায় ভুম্‌রাজ ভাবিলা নীরবে,
'দুদিনের খেলা খেলি, পাল উড়াইয়া,
সংসার-জাহ্নবী-বক্ষে ছুটে অবিরত,
আচম্বিতে কোন স্থানে যায় লুকাইয়া।
আজি দেখি, খেলি কেহ আনন্দে অধীর,
গাহি মধুপূর্ণকণ্ঠে, কালি সেই হায়,
অনন্ত সলিল-গর্ভে লুকাইয়া যায়।
হায়রে সুন্দর মেঘ; ভেসেছিলে তুই,
একদিন নিদাঘের মধ্যাহ্ন-অম্বরে,
জুড়াইয়া শরীরের জ্বালা, বিদূরিয়া
ঘর্ম্ম ক্লান্তি, আজ তোরে খুজিয়া অবশ,
গেলি তুই লুকাইয়া অনন্ত অম্বরে,
সমগ্র সংসার খুজি, করি পাঁতি পাঁতি,
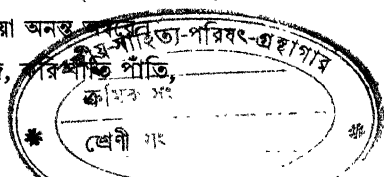
পাই না সে পুণ্য রত্ন, যে রত্ন হেলায়
গত নিশি রেখেছিনু, না বাঁধি আঁচলে।
কে জানে ভারতমাতঃ, অদৃষ্টে তোমার
কোন্ পট উঠে ফিরি, কোন্ মহাদৃশ্য
দাড়ায় ভীষণ বেশে আবরি নয়ন।”
ক্রমে ক্রমে কতভাব, বীরের হৃদয়ে
এইরূপে সে নিশীথে আরম্ভিল খেলা:
সে ভাবের রঙ্গভূমি, বীর দুম্‌রাজ,
দাঁড়াইয়া দুর্গ মাঝে নীরব, নিশ্চল,
গম্ভীর গর্জ্জিল পেঁচা মাথার উপর;
নৈশ নীলাকাশ-বক্ষে উঠিল চন্দ্রমা,
অষ্টমীর, পৃথিবীতে ঢালিয়া জোছনা।
কি ভীষণ আবরিল, কুয়াসা গভীর,
রম্য প্রকৃতির মুখ, কুররী বিহগ
ডাকিল ভীষণ কণ্ঠে, প্লাবিয়া আকাশ,
প্রাচীর উপরি স্থির, প্রহরী নিশ্চল,
আচম্বিতে উঠিল শিহরি। উচ্চনাদে
সে প্রহরী, চাহি ঊর্দ্ধে, হাকিলা গম্ভীর
দুর্গ দেশ, অট্টালিকা, নৈশ নীলাকাশ,
সুন্দরী জাহ্নবী দেবী উঠিল কাঁপিয়া।
খুলিল দুর্গের দ্বার, ফিরি দুম্‌রাজ
চমকি, দেখিলা মুখে আশ্চর্য্যের রূপে,
দাঁড়াইয়া নারী এক ভুবন-মোহিনী।
এলায়ে চিকুরদাম, জানু পরশিয়া,

জ্বলিছে চক্ষুর তারা ধক্ ধক্ করি,
বণ রঙ্গিণীর বেশ,—যেন মা আনন্দে
ছাড়িয়া কৈলাসপুরী রণচণ্ডী সাজি,
উন্মত্তা নামিছে রণে অসুর-সূদনে।
আজি যদি অকস্মাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া,
পড়িত অশনি ভীম, ঘনঘটারোলে,
এই দুর্গ-কক্ষ-মাঝে, তাহলে রাঠোর
হইত না এত দূর বিস্ময়ে বিহ্বল।
অথবা ছুটিত যদি, পবিত্র-সলিলা,
আপনি জাহ্নবী নদী, দুর্গ ডুবাইয়া,
পর্ব্বত-প্রমাণ, গর্ব্বে, তুলি বীচিমালা,
ডুবিত না দুম্‌রাজ বিস্ময়-সাগরে।
'দেবি' 'দেবি' ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাকিল রাঠোর ;
অর্পিলা পদ্মিনী দেবী আপন অধরে
করযুগ, দুম্‌রাজ হইলা নীরব।
আজি বীরবর, মুগ্ধ, পরাণ ভরিয়া,
প্রাণ-পত্নী পদ্মিনীর হেরিলা সৌন্দর্য্য,
ডুবিলা বীরেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-সাগরে।
কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ যুগ,
এই পদ্মিনীরে বীর কর যুগে ধরি,
চালাইলা অম্বু-বক্ষে, পাল উড়াইয়া,
আপনার স্বর্ণময় জীবন-তরণী ;
কোন দিন এতরূপ করেনি দর্শন।
সহস্র বর্ষের রূপ হয়ে একত্রিত,

নব শ্যাম জলধর, শিখণ্ডীর পাশে,
দাঁড়াইলা গুরু গুরু ডাকিয়া গগনে।
"মহারাজ! উপস্থিত রাঠোর-পতন,
রাঠোরের রাজলক্ষ্মী তেয়াগি কানোজ,
ছুটিছেন পাগলিনী মরুভূমি 'পরে,
থাকিবেন নিরমিয়া লতার কুটীর,
হানি শত পদাঘাত রাঠোরের শিরে।
যে দিন চক্রান্ত করি, রাঠোর-ঈশ্বর,
তোমাহেন বীরবরে ফেলে কারাগারে,
সেই দিন হতে দেব, জানিও নিশ্চয়
ডুবিছে রাঠোর-লক্ষ্মী অনন্ত সাগরে।
পাপে পূর্ণ কান্যকুব্জ, তোমার মতন
দেব-আত্মা কভু নাহি হবে কলুষিত;
খুলিয়াছি কারাগার বহুল আয়াসে,
সজ্জিত দুর্গের মূলে, সপ্ত পাল তুলি,
তরী-শ্রেষ্ঠ; রঙ্গে পাখা করিয়া বিস্তার,
ছুটিবে আকাশ পথে, গরুড় নন্দন
অনার্য্যের করে হেরি আর্য্যকুল-লক্ষ্মী।
উঠ আজ বীরবর, রাঠোর-প্রসূন,
তেয়াগি বন্দির সজ্জা, রাজেন্দ্রের মত
উঠ তুমি সিংহ-গর্ব্বে, রাজপুত্র তুমি:
তোমার কি সাজে প্রভু, এহেন বসন?
বাঁধিবে কি পশুরাজে ভঙ্গুর বীতংসে?
নৌকাপরি দাঁড়াইয়া, অনুচরবৃন্দ
রহিয়াছে ব্যগ্রচিত্তে তব প্রতিক্ষায়।

হুম্‌রাজ।

সেকি কথা মহাদেবি, কেমন করিয়া
তোষিয়াছ নারী তুমি, প্রহরী সকলে?
কেমনে শমন-সম প্রহরি-নিকরে
করিয়াছ মোহ-মগ্ন? কেমন করিয়া
উদ্ধারিতে স্বামী তব করেছ আয়াস?

পদ্মিনী।

মহারাজ, ভারতের পতন সময়;
বশীভূত ধনরত্নে রাঠোর-প্রহরী।
কণ্ঠমালা, অবরণ, বসন, ভূষণ,
ধনরত্ন, রক্ষিবর্গে করি বিতরণ,
আসিয়াছি দেখিবারে প্রভুর চরণ,
আবার যাইব ফিরি করি অঙ্গীকার।
বিলম্ব সহেনা প্রভো, ভাঙ্গি মোহ-ঘোর,
ছাড় কায়দীর সাজ, পর অঙ্গে তব
সন্ন্যাসীর আভরণ, বসন ভূষণ।
ত্বরা করি কারাগার করি পরিহার,
যাও প্রভো ইন্দ্রপ্রস্থে।

হুম্‌রাজ।

আর তুমি দেবি,
পরি কয়েদীর এই হীন আবরণ
রহিবে আমার সাজে করিছ মানস?
ধন্যা তুমি সতীলক্ষ্মী, শতধন্য আমি,
তোমাহেন নারীরত্নে, বহুপুণ্য ফলে,

পত্নীরূপে পেয়েছিনু, বিভুর কৃপায়।
কিন্তু দেবি, কহ তুমি কোন্ ধর্ম্মমতে,
বিসর্জ্জিয়া পত্নীরত্নে, পাপ কারাগারে,
রাখিব নিজের প্রাণ? একদিন,—আজ
সেই পুণ্য দিন মম হতেছে স্মরণ,—
লয়েছিনু বীরগর্ব্বে তব পাণি যুগ,
রক্ষিব, পালিব সদা; সহধর্ম্ম করি
অনন্তের পাখী মোরা ছুটিব অনন্তে।
সেই স্বামীধর্ম্মদেবি, করি বিসর্জ্জন,
সাজিবে তোমার স্বামী ভীরু, কাপুরুষ,
এক্ষুদ্র জীবন তরে? এই কি তোমার
বাসনা উঠিছে মনে?

পদ্মিনী।

আমি শিষ্যা তব,
কি সাধ্য আমার প্রভো, বুঝাই তোমারে?
আমি ক্ষুদ্রানারী মাত্র, আমার মরণে
জগতের ক্ষতি নাহি, নাহি সমাজের।
তুমি যদি থাক প্রভো, শ্বশুরের নাম
কানোজের মহাগর্ব্ব, গর্ব্ব রাঠোরের
রহিবে অক্ষত, যথা হিমাদ্রি মহান্।

ডুমরাজ।

ডুবে যাক্ পিতৃ-নাম অতল সলিলে,
ডুবে যাক্ কান্যকুব্জ জাহ্নবীর গর্ভে,
এই অনুরোধ মোরে করিওনা দেবি।

জাননা কি তুমি দেবি, কত ভালবাসা
দুম্‌রাজ-হৃদে? এক দিকে এই পৃথ্বী,
অপরে তুলিয়া যদি সতী-লক্ষ্মী তোমা,
ধরি তুলাদণ্ড করে, পারিনা বলিতে
কোন্ দিক্ কোন্ রূপে গুরু হয়ে যায়।
সহধর্ম্মিণীরে দেবি, নিজ করবালে
করি হত্যা, দুম্‌রাজ লভিবে মুকুতি?
ভার্য্যা-হন্তা-রাজটিকা পরিয়া ললাটে,
বাহিরিবে দুম্‌রাজ, ক্ষত্রিয় রাঠোর,
উড়াইয়া নীলাম্বরে গরবে নিশান?
ক্ষমাকর, দুরবল, ভীরু দুম্‌রাজ,
পারিবেনা হেন কর্ম্ম করিতে সাধন।

পদ্মিনী।

সামান্যা রমণী তরে, ছি ছি বীরবর,
দিবে তব মহাব্রত জলে ডুবাইয়া?
বলেছিলে একদিন গর্ব্বে বীরবর,
পত্নী-হত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা যদি
দেশ-মাতৃকার তরে হয় প্রয়োজন,
অনায়াসে তাহা তুমি করিবে সাধন।
কোথা তব অঙ্গীকার? ব্যাঘ্রমুখে যথা
ভয়ে ভীতা পয়স্বিনী কাঁপে অহরহ,
কাঁপিছে তেমতি হায়! ভারত-জননী,
হিন্দুলক্ষ্মী; নিষ্কোষিত করবাল-করে,
দাঁড়াইয়া যমসম বিদেশী তস্কর।

আর দেখ, প্রভো, তব মায়ের ভবনে,
উঠিছে অরাতি-বৃন্দ ভৈরব হুঙ্কারে,
ডুবাইতে জননীরে ঘোর তমসায়।
'রাঠোর', 'রাঠোর' বলি ডাকিছে জননী,
উচ্চ আর্ত্ত রব করি, তিতিয়া হৃদয়,
অবিরাম অশ্রু-ধারে। হায়, মা তোমার
নিরাশ্রয়া বলহীনা বিধবার মত,
কাঁদিতেছে অহরহ গভীর উচ্ছ্বাসে।"
কাঁপিলেন দুম্‌রাজ, নয়নের ধারে
ভাসিল কপোল দেশ, ভাসিল হৃদয়,
মহাপ্রাণ আবরিলা নয়নের জল
দুই হাতে। দুই করে ধরিয়া পদ্মিনী,
কহিলা আবার দেবী, "বালকের মত
কেন প্রভো অনর্থক করিছ ক্রন্দন?
ডাকিতেছে পাগলিনী জননী তোমার;
ছুট আজ রণরঙ্গে, দুরাত্মা যবনে,
বিতাড়িয়া দেশ হতে, বিজয় গৌরবে,
পরাও মায়ের গলে মালা বিজয়ের,
হাসুক জননী মম, বিশ্ববিমোহিনী,
ভাসুক সহস্র চাঁদ শারদ আকাশে।
এই প্রভো, ধর্ম্মতব, দেশের কল্যাণ,
মহাধর্ম্ম মানবের কল্যাণ সাধন।
বিপন্নের সেবা, আর আর্ত্তের উদ্ধার,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত; এব্রতের স্রোতে
অন্য যত সব ব্রত ভেসে চলে যায়।

হুম্‌রাজ।

আর তুমি মহাদেবি,—

পদ্মিনী।

না, না, প্রভো, বৃথা
মায়ামোহে হয়ে মগ্ন ভুলিও না সব।
আমি দেব, তব দাসী, তোমার কারণে
এই দেহ হয় যদি অকালে পতন,
কোটিবর্ষ ভাবিলাম বিভুর চরণ।
এক্ষণভঙ্গুর দেহ আজি কিম্বা কালি,
হইবে বিনাশ, স্থির ; তাই যদি হয়,
কত মহা ভাগ্যবতী পদ্মিনী তোমার,
পারে যদি সমর্পিতে তাহার শরীর
তোমার উদ্ধার তরে। আরো দেখ প্রভো,
নারী-ধর্ম্ম পুণ্যময়, পতির পশ্চাতে
হয় গর্ব্বে অগ্রসর ; পতি-ধর্ম্মতরে
করে দেহপাত তার। সেই কর্ম্ম যদি
আমা হতে হয় পূর্ণ, আয়ুষ্মতী আমি
কোটি কোটি বরষের। আমার জীবন
দেব তোমার আমার ; তোমার জীবন
দেশ-মাতৃকার পদে রয়েছে বিক্রীত,
কোটি প্রাণ বীরশ্রেষ্ঠ তোমার জীবন।
পার নাকি মাতৃ তরে দিতে বলিদান
আপনার পত্নী গুরো ? আমি শিষ্যাতর
কি সাধ্য বুঝাব তোমা ?" এতবলি দেবী

মুছাইলা নয়নাশ্রু আপন অঞ্চলে।
ডাকিল বিহঙ্গকুল কাননে কাননে,
কহিল মানবকাণে আসিছেন ঊষা,
ভুবন-মোহিনী-মূর্ত্তি। চকিতা পদ্মিনী
দুইকরে পরাইলা বসন ভূষণ,
কল পুত্তলির মত বীর দুম্‌রাজে।
অজস্র অশ্রুর ধারা মুছি বীরবলী
বাষ্পকণ্ঠে দুম্‌রাজ কহিতে লাগিলা,
ধরিয়া পদ্মিনী দেবী দুম্‌রাজ করে
আনিলা দুয়ার পার্শ্বে স্বামীরত্নে টানি;
"বিদায় বিদায় দেবি, জনমের তরে
হতভাগ্য দুমরাজে দিতেছ বিদায়,
কেজানে কোথায় পুণঃ হবে দরশন।"
"খেলার প্রাঙ্গণ এই ভবরঙ্গ ভূমি,
যায় চলি রঙ্গ ত্যজি অনন্দে ক্রীড়ক।
আবার মিলিব প্রভো, সেই পুণ্যদেশে
যেথানে বিরহ নাই কেবল মিলন;
যেথানে ক্রন্দন নাই, স্বধু হাসি সার,
কেবল যেথানে আলো, নাহি অন্ধকার।
অভাগীর তরে প্রভো নরের শোণিতে
রঞ্জিওনা মাতৃভূমি—সোণার কানোজ,
তেয়াগি পবিত্র ব্রত। ওইশুন ডাকে
কাননে বিহগরাজি; নিশার আকাশে
পরিম্লান তারারাজি; মন্দ সমীরণ

হইতেছে প্রবাহিত ; ছাড়ি দুর্গদ্বার
ছুট ওই তরী পানে।" এতবলি দেবী
পতি-পদে মহাহর্ষে হইলা প্রণত ;
একটি সলিল-বিন্দু নয়নের কোণে
ভাসিল না, টলিলনা একটি কুন্তল।
নারী-বেশে দুম্‌রাজ জননীর তরে
সেই কালদুর্গবক্ষে সহধর্ম্মিণীরে
করি পরিহার, বীর, চলিলা ত্বরিতে,
উঠিলা তরণী 'পরে, 'জয় জগদীশ'
স্মরিয়া নাবিকবর্গ ছাড়িলা তরণী।
দাঁড়াইয়া কক্ষমাঝে পদ্মিনী রূপসী
খুলিয়া গবাক্ষ-দ্বার, রহিলা চাহিয়া,
সেই পুণতরী পানে, যাহার উপরে
বীরশ্রেষ্ঠ দুম্‌রাজ কানোজ-রতন।
শোঁ শোঁ করি মহাবেগে ছুটিল তরণী,
তটিনীর ছল ছল কল কল রব,
ক্রীড়াময়, হাস্যময়, ফেনিল সুন্দর।
পক্ষিণীর মত শূন্যে তুলি পাখারাজি,
ছুটিলা তরণী খানি পাল উড়াইয়া ;
একদৃষ্টে চিত্রাঙ্কিত ছায়ার মতন,
বীরাঙ্গণা, নারীরত্ন, দুম্‌রাজ-প্রিয়া,
রহিলা চাহিয়া স্থির তরণীর পানে।
পূরব আকাশে ক্রমে সিন্দুরে রঞ্জিয়া,
উঠিলেন ঊষাদেবী বিশ্ববিমোহিনী ;

আলোরাশি জলে স্থলে অনন্ত আকাশে।
দেখিতে দেখিতে দেবী দেখিলা হরিষে,
সেই পুণ্য প্রাতঃকালে, আলোক-সাগরে,
আর এক আলো যেন মিলিল নীরবে—
প্রভাসিল দিঙ্মণ্ডল, পুণ্য বসুন্ধরা
আনন্দে উঠিল হাসি ; আনন্দে বিহঙ্গ
কলকণ্ঠ কুঞ্জে কুঞ্জে ডাকিতে লাগিল ;
চলিল মধুর রবে মন্দ সমীরণ,
আনন্দে ফুটিল ফুল বিশ্ববিমোহন।
নাচিল পাদপে লতা, সমীর পরশে,
নাচিল তটীনীবৃন্দ তরঙ্গ তুলিয়া,
মানব উঠিল নাচি ভুবনে আবার।
নিরাশার কাল দৃশ্য ডুবিল সলিলে,
ভাসিল নয়ন-পথে ভরসার পট,
সবদুঃখ, সবদৈন্য পূরব সাগরে
ডুবিল, উঠিল মহাকল্লোল জগতে।
যতক্ষণ তরণীর, নয়ন-রঞ্জন,
একটী সুন্দর রেখা ভাসিল নয়নে,
ততক্ষণ দুর্গকক্ষে দুম্‌রাজ-প্রাণা
রহিল চাহিয়া,—ক্রমে ক্রমে দেবী
দেখিলা চকিত নেত্রে পুণ্য বসুন্ধরা।
কহিলা কাতর কণ্ঠে "জননীর ব্রত
জীবনের মহাব্রত ; সেব্রতে যেজন
কায়মনঃপ্রাণ গর্ব্বে করে নিয়োজিত,

সেব্রত যেজন করে আত্মবলিদানে
সমাপন ; সেই নর জগতে অতুল ;
মানবে দেবতা তিনি, আলোর সাগরে
আলোর অর্ণব-পোত সেই মহীয়ান্।
সে দেশে জীবন মম করিল প্রয়াণ ;
হায়, প্রভো, তুমি, যিনি করিলা সৃজন
অবলার দুর্ব্বল হৃদয়, দাও শক্তি,
দাও বল, আজি মম ভাঙ্গিল হৃদয়।"
কাঁদিলা পদ্মিনী দেবী লুটাইয়া শির,
ভাসিল কপোল, বক্ষ, তিতিল বসন,
নয়নের অশ্রুধারে। বিহগ বিহগী,
দূরে, মহীরুহচূড়ে, করিয়া নির্ম্মাণ
রম্যবাসা, করেছিল আনন্দে নিবাস ;
কালের আহ্বান শুনি, বিহঙ্গ সুন্দর,
উড়িগেল, নীলাকাশে গেল মিলাইয়া।
বরষার স্রোতঃ যথা, দলিয়া প্রান্তর,
ভাঙ্গিয়া কাননরাজি, ভাঙ্গি স্বর্ণমাঠ,
ডুবাইয়া এপৃথিবী, ছুটে মহাগর্ব্বে ;
তেমতি হৃদয়, আজ দেবী পদ্মিনীর,
ভাসাইয়া, কত কথা উঠিল মানসে,
ভাসিল তৃণের মত পদ্মিনী সুন্দরী,
ভাব-নদে, তরঙ্গিত, ফেণিল, চঞ্চল :—
সুন্দর শৈশবকাল, প্রেম-প্রস্রবণ,
হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, নাহি কপটতা ;

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, ষড়্‌রিপু ত্যজি,
আপনি একেলা রাজা, পুণ্য সরলতা
যেই মধুময় পুরে ; যেখানে সতত
উঠিত সুন্দরী ঊষা বিশ্ববিমোহিনী,
আলোকিয়া পুণ্য গেহ পবিত্র কিরণে,
মুখরিয়া গৃহ-কুঞ্জ মধুর নিক্কনে,
ফুটাইয়া নিরজনে, গভীর কাননে,
আরণ্য কুসুম রাজি ; যেথায় আকাশে
জ্বলিত নীলিমা সুধু, নাহি ছিল মেঘ ;
যে রাজ্যে রাজিত সদা প্রস্ফুট কুসুম ;
ছিলনা যে পুণ্য নদে তরঙ্গ ভীষণ ;
সে মধুর প্রেমরাজ্য করি পরিহার,
করি পরিহার ধীরে উৎসঙ্গ মায়ের,
পিতার অপূর্ব্ব স্নেহ, আসিলাম ধীরে
অপূর্ব্ব নূতন দেশে। দেখিনু তথায়,
বিরাজিছে সেই ঊষা, বিশ্ববিমোহিনী,
যদিও ঘুরিত পাশে প্রখর কিরণ ;
যদিও সে পিক্‌রাজি হইল নীরব,
তথাপি গায়িত শ্যামা আনন্দে উৎফুল্ল ;
তখনো রাজিত সদা ফুল্ল ফুলরাজি,
আনন্দে বিভোর, যদিও ঘুরিত পাশে
পতঙ্গ নিকর। উঠেছিল সে আকাশে
নেত্র-হর, শ্যামবর্ণ নীরদ, নবীন,
তুলেছিল প্রাণে এক আনন্দ মধুর,

ডুবিয়া গিয়াছে তাহা হলো বহুদিন।
যদিও সে নদ-বুকে, কালের আহ্বানে,
উঠেছিল ধীরে ধীরে মৃদু বীচিমালা,
তথাপি সে মৃদু কম্প দানিত পীযূষ।
দেখিতাম প্রতি মুখে পুণ্য সরলতা,
বুঝিতাম এই দেবী রাণী সাম্রাজ্যের,
আসে না হেথায় বুঝি কাল কূটে ভরা
সুবঙ্কিম ভুজঙ্গম ; এ দেশে কখনো
ঈর্ষ্যাবহ্নি মহাদম্ভে করি পদক্ষেপ,
পুড়িবে না সারল্যের সাম্রাজ্য সোণার।
প্রাণ ভরি ভালবাসিতাম, বিনিময়ে
ভালবাসা না চাহিয়া অপর কাহারো,
ভালবাসিতাম, সুধু ভালবাসিতাম।
যে আসিত, তারে অতি ভাবিয়া আপন,
অন্তর-নিভৃত-রাজ্য হইতে আহ্লাদে,
প্রেম-পীযূষের এক অপূর্ব্ব প্রবাহে
ভাসাতেম, আপনিও ভেসেছিনু স্রোতে।
কৃত্রিমতা, কুটিলতা, কোন্ দূর দেশে
করি পরিহার গর্ব্বে, মনের আনন্দে,
গাইতে গাইতে গীতি, জীবন-হরণী,
নাচিতাম সুপরশ মলয়-পরশে।
হাসি ভরা মুখখানি, জানি না বিষাদ,
শরতের রাকা যেন সুনীল অম্বরে
স্থাপিয়াছে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিশাল।

দুর্দ্দান্ত কালের টানে, হায় রে অকালে,
ডুবিল আমার সেই রাজ্য মনোমদ
গভীর জলধি-গর্ভে ; ডুবিল সকল—
সরলতা, ভালবাসা, মুখ-ভরা হাসি ;
অকালে যেন গো আবরিল নীলাকাশ
ভীষণ জলদ ; বিজয়িল সিংহ গর্ব্বে
ইন্দ্রের নন্দনবন দৈত্য ভীমাকার।
কৈশোরের সুখরাজ্য করি পরিহার,
এরূপে কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
চলিলাম দেশান্তরে। অপূর্ব্ব সে দেশ,
অপূর্ব্ব মানববৃন্দ, অপূর্ব্ব বিহঙ্গ
উড়িছে অনন্তাকাশে উজ্জ্বল, সুনীল,
সুদূর সাগরে যেন, পাল উড়াইয়া,
বণিকের তরীখানি চলিল ত্বরায়।
সে দেশে রাজিছে পুঞ্জে নিকুঞ্জ কানন,
ফুটিছে অগণ্য পুষ্প ; সৌরভে আকুল
সমগ্র বিশাল ধরা ; ভ্রমর-নিকর
ছুটিতেছে পুঞ্জে পুঞ্জে পরিমল-লোভী।
বসিয়া পাতার তলে, নিকুঞ্জ কাননে,
বর্ষিছে পীযূষ ধারা কোকিল নিকর ;
মাঝে মাঝে দিছে শিশ্ শ্যামা বিহঙ্গিনী,
পাপীয়া উড়িছে তথা, পড়িছে আবার,
ধরিয়া মধুর কণ্ঠে সুমধুর তান।
কেমন জ্বলিছে তথা আকাশে নীলিমা,

কেমন দীপিছে রম্য তারকা নিকর,
কেমন রাজিছে তথা প্রফুল্ল চন্দ্রমা,
কেমন উড়িছে দেখ, অসংখ্য চকোর
ছড়াইয়া সুধাধারা অনন্ত আকাশে।
যে দিকেই চাহি সুধু শোভার ভাণ্ডার ;
বসন্ত শরৎ যেন একত্রে আনিয়া,
সাজাইল হৃষ্ট মনে, করে আপনার
সমগ্র সাম্রাজ্যখানি ; কাননে কাননে
শ্যামল পল্লব-শোভী, মহীরুহরাজি,
কিবা নব সাজ ধরি উৎফুল্ল আনন্দে,
একে অন্যে চিত্রার্পিত রহিল চাহিয়া।
ফুটিছে কমলরাজি বিস্তৃত সরসে,
অনন্ত আকাশে যেন ফুটিছে তারকা।
আকাশের কোণে কোণে দূর জলধর
শ্যাম-কান্তি, উঁকি মারি চাহিত সতত,
ভুলিত আমার মন তার দরশনে।
কি যেন ভুবন-ভরা অমৃতের খনি
রহিয়াছে ছড়াইয়া ; যেন গো অমৃতে
পূরিয়ারে পারে পারে সাম্রাজ্য সোণার।
পত্রে পত্রে, ফুলে ফুলে, পাদপে পাদপে
হেরিনু বিচিত্র শোভা ; জগত ভরিয়া
সুধু শোভা, অন্য বুঝি নাই সেই দেশে।
এ সুন্দর পুণ্য দেশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আনন্দে পূরিত মন, হেরিনু অদূরে

বীরত্বের প্রতিকৃতি, উজ্জ্বল-নয়ন,
বিশাল-হৃদয়, ধীর, গম্ভীর মূরতি,
একেলা যেন গো পারে করিতে পালন
বিশ্বচরাচর ; হিমাদ্রি-সদৃশ-গর্ব্বে,
পাতি বক্ষঃস্থল, নিয়ে ঝঞ্ঝা শিলারাশি
শিরে আপনার, পারে যেন রক্ষিবারে
পৃথিবী বিশাল। পুণ্যময় দেশখানি,
পুণ্যময় এ পুরুষ, শরীর ফুটিয়া
পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃ হতেছে বাহির ;
এহেন মধুর দেশে, মধুর পুরুষ,
মধুরে মধুরে কিবা হয়েছে মিলন।
অদূরে ডাকিছে পিক্ ললিত ঝঙ্কারে,
আকাশে উঠিছে স্থির, শ্বেত তারামালা ;
তার মাঝে সিংহাসনে বসিয়া চন্দ্রমা।
অদূরে গাহিছে ধীরে মৃদু তরঙ্গিণী,
বহিছে সুগন্ধবহ মন্দ সমীরণ ;
এ সময়ে কুঞ্জমাঝে দাঁড়ায়ে নীরবে,
বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার।
কোথা যেন, কোন্ দেশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
কিরূপে এ মূর্ত্তিখানি করিয়া দর্শন,
ভেসেছিনু একদিন আনন্দ-সাগরে।
কোন স্বপ্নময় পুরে কনক মন্দিরে,
এই দেবতার পদে, অতীব যতনে,
মানস-সরস হতে নীল ইন্দীবর,

তুলি মহাব্যস্তে যেন, আমি কোন্ দিন
সঁপিয়াছি মনানন্দে ; সাধক যেন গো
সমগ্র জীবন ভরা কাঁদিতে কাঁদিতে,
একদিন বিভু-পদ করিল দর্শন :
পাইলা যেন গো, শত বৎসরের পরে,
বৃন্দাবন-কুঞ্জধামে রাধা বিনোদিনী,
পীতধড়া বনমালী দুঃখ-বিনাশন ;
কোটি কোটি যুগ পরে, পাইলা যেন গো,
দয়মন্তী রাজ্ঞী, আজ, ভবানী প্রসাদে
পুণ্যশ্লোক নল রাজে, প্রাণের পরাণ ;
কোন্ পূর্ব্ব কর্ম্ম-ফলে, কোন্ ভাগ্যবলে,
মহানিদ্রা পরিহরি, পুণ্য সত্যবান্,
উঠিলা জাগিয়া সতী সাবিত্রীর কোলে।
সেই পুণ্যক্ষণে, মনে স্মরি জগদীশ,
পড়িনু চরণ তলে ; তরঙ্গিণী আজি
মিশিল ভাগ্যের বলে পুণ্য পারাবারে।
তারপর—" ক্ষত্রবালা কাঁদিলা নীরবে।
জাহ্নবীর স্রোতঃ সম, নয়ন-আসার
ছুটিল অজস্রধারে, নিরয় গরভে
সুধা বিন্দু ধীরে ধীরে ক্ষরিতে লাগিল।
আবার গবাক্ষ-দ্বারে দাঁড়ায়ে পদ্মিনী,
হেরিলা পূরব-মুখে আলোর সাগর,
কোন্ রাজ্যে ধূম্‌রাজ করিল প্রয়াণ।
তখনো বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, চাহিয়া নীরবে,

সুন্দর, গম্ভীর, স্থির, ভীম দুর্গ পানে,
উঠিছে যাহার চূড়া অনন্ত আকাশে।
সজল-জলদ-কান্তি বড়ই সুন্দর,
মহামহীরুহ সম অটল, অচল,
মহীয়সী মূর্ত্তিখানা। দেখিলা নীরবে,
পূরব আকাশ হতে ছুটি অন্ধকার
আবরিল ক্রমে ক্রমে পশ্চিম সংসার ;
আবরিল মহাদুর্গ ভীম অন্ধকারে,
আঁধার জলধিতলে পদ্মিনী ডুবিল।
যতক্ষণ দেখা গেল দুর্গের শিখর,
ততক্ষণ চাহি স্থির, বীর দুর্গরাজ,
যখন না দেখা যায়—তখনো তেমন
বদ্ধ-দৃষ্টি, মহামনা, রাঠোর-রতন ;
তরণী ছুটিল গর্ব্বে শোঁ শোঁ রব করি।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তম সর্গ—ভারতবর্ষ।

হেমন্ত পূর্ণিমা নিশি, হাসি শশধর
উঠিলেন ধীরে ধীরে পূরব গগনে ;
বসিলেন, ছড়াইয়া ধূসর আঁচল,
সুন্দরী গোধূলী দেবী, সংসার—আকাশ
শান্তি-সমীরণে পূর্ণ, হাসিল মধুর।
আজি কুজ্ঝটিকারাশি চাঁদের কিরণে
পরিম্লান, সারা বিশ্ব আহ্লাদে অধীর,
ভাসিল চন্দ্রিকা-জালে জগত সুন্দর।
এই রম্য চন্দ্রিকার হাটে, স্থির চিত্তে,
মুগ্ধ-নেত্রে, আত্মহারা তরঙ্গিনী রাজি,
অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
ছুটিলা গম্ভীর, স্থির, অনন্তের পানে,
ডুবাইয়া চঞ্চলতা, ক্রন্দন, বিষাদ,
অতীতের অন্ধ-গর্ভে। হাসিল তারকা
সুবিশাল, স্থির, রম্য, সুনীল গগনে।
একে একে ফুলরাজি, শরতের সহ,
ঝরিয়া পড়িল ধীরে বিষণ্ণ, মলিন ;
হাসিল দু এক পুষ্প মলিন কাননে,
চন্দ্রিকা-ধবল, রম্য হেমন্ত সন্ধ্যায়।
ডাকিল বিহঙ্গরাজি কাননে কাননে,
উচ্চ মহীরুহচূড়ে বসি স্থির, ধীর
মনানন্দে, সে দেশের পাইয়া সংবাদ—

যে দেশে ভ্রমিয়া পান্থ মন্দ সমীরণ,
শান্তি-রসে পরিপূর্ণ ; মধুর নিক্কণে
যে দেশের শান্তিবাণী করিল প্রচার।
উঠিল ভারত-লক্ষ্মী অনন্ত অম্বরে,
বিমোহিয়া সৌর বিশ্ব রূপের ছটায়,
এলাইয়া কেশ রাশি নীরদ-লাঞ্ছন ;
ছুটিল বিষাদে যেন সিংহল-ইন্দিরা,
বেষ্টিত সোণার লঙ্কা অরাতি নিকরে,
হেরি দুঃখে, রোষে, দেবী, জনক-ভবনে,
কহিতে তাঁহার পাশে দুঃখের বারতা।
কি সুন্দর নীলাম্বর! সহস্রে সহস্রে
উঠিয়াছে তারাপুঞ্জ বিমল, সুন্দর,
ঝিকি মিকি, সৌর বিশ্ব মোহিয়া শোভায়।
নীচে দেখা যায় দেশ, পুণ্য জম্বুদ্বীপ,
আবৃত কানন চয়ে, কাননের রাজ্য ;
মহামহীরুহ সম পর্ব্বত নিকর,
ঊর্দ্ধরাজ্যে তুলি শির, স্থির অবিচল ;
বহিতেছে তরঙ্গিণী মৃদুল, মন্থর,—
শ্যামল অঞ্চল যেন শ্যামল বসনে।
কে আঁকিল এই রম্য শ্যাম গালিচায়,
এমন অঞ্চল খানি মানস-মোহন ?
যতই ভারতমাতা নামিতে লাগিল,
ততই সাগর-মাতা দুহিতৃ-রতনে
মায়ের চরণ তলে, করিতে প্রণাম,

সাজাইয়া নানারঙে, পাঠাইল ধীরে :
অশ্রান্ত গম্ভীর স্বরে করিল প্রচার,
জগতের মহাবাণী মুকুতি-দায়িনী।
যেন শ্যাম মেঘরাজি, বরষা সুন্দরী
সমাগতা পৃথ্বীতলে, ক্লান্তি-বিনাশিনী,
হেরি, রঙ্গে জেয়াগিয়া অনন্ত-জঠর,
জগতের মহাগর্ত্ত—অনন্ত আকাশে
উঠিলা মধুর রবে উন্মাদি জগত।
এইরূপে ক্রমে নিশি অতীত প্রহর,
নৈশ নীলাকাশ কোলে প্রশান্ত চন্দ্রমা
ঢালিয়া কিরণমালা, হাসিয়া অধীর,
বেষ্টিত নক্ষত্র-বৃন্দে ; রাজেন্দ্র যেমন
লইয়া অমাত্যবৃন্দ বিস্তৃত সভায়।
অথবা শোভিল যেন নন্দন কাননে,
সুন্দর মন্দার পুষ্প, বেষ্টিয়া যাহায়,
হাসিল কেতকী, চাঁপা, যূঁথি, গন্ধরাজ।
হাসিতেছে ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনা-পুলিনে,
পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে হাসির লহর,
ভেসে যায় যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে।
বিমল হাসির খেলা ; উল্লাসে অধীর
নাগরিক, জনস্রোত বহিছে কল্লোলে।
শেষ হিন্দুরাজধানী, যথা যুধিষ্ঠির
সমগ্র ভারতবর্ষ করিয়া মিলিত,
এক বৈজয়ন্তী তলে, স্থাপিলা মহৎ

বিপুল ধর্ম্মের রাজ্য; খণ্ডিত ভারত
হাসিল শরতে যেন অখণ্ড আকাশ,
বিস্তৃত, বিমল, স্থির, সুনীল, সুন্দর।
বাজিল প্রহর-ঘণ্টা, ঘনঘটারোলে,
ধীরে ধীরে নাগরিক ফিরিল আলয়ে
ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ হইল নীরব;
হইল বিপণি বন্ধ, লোকের সমুদ্র
যেন ক্রমে ডুবে গেল সুপ্তির সাগরে।
আর নাই কোলাহল, প্রশান্ত গম্ভীর;
কেবল দু এক কণ্ঠ গভীর উচ্ছ্বাসে,
নৈশ নীলাকাশ-বক্ষ করিয়া প্লাবিত,
প্লাবিয়া সোণার দিল্লী, করিল প্রচার
গীতির মোহিনী শক্তি অনন্ত-সুন্দর।
এমনি রজনী কালে রাজেন্দ্র-ভবনে
খুলি বাতায়ন-কক্ষ সংযুক্তা সুন্দরী,
ভারতের মহারাণী, প্রতিমার মত
এলায়ে চিকুরজাল, দাঁড়ায়ে নীরবে,
দেখিলা সুদূর লক্ষি প্রশান্ত নয়নে।
গাহিয়া গাহিয়া গীতি কলকলরবে,
চলিছে যমুনা নদী অশ্রান্ত, চঞ্চল,
যেন কোন দূর দেশে সসীম সময়ে
যাইবেন, বিজ্ঞাপিতে অর্পিত সন্দেশ।
দূরে দূরে দেখা যায় নৈশ নীলাকাশে
মিশিয়াছে কি মধুর যমুনা সুন্দরী,

মনানন্দে একে অন্যে করি আলিঙ্গন,
চুম্বিতেছে পরস্পর,—প্রেমের মিলন।
আশে পাশে কত তরী পাল উড়াইয়া,
চন্দ্রিকা-ধবল রম্য যমুনাহৃদয়ে
ছুটিছে উধাও হয়ে পক্ষিণীর মত।
কতক্ষণ এইরূপে আত্মহারা রাণী
দেখিয়া সুন্দর পাশে, সৌন্দর্য্য-মগনা,
গুন্ গুন্ স্বরে দেবী অনন্য মানসে,
প্রেমগদ্গদপ্রাণা গাহিলা সঙ্গীত ;—

সে যে আমার প্রাণের পরাণ তাঁরে রাখিয়ো,
আদর করিয়ো।

রাঙ্গা ঠোটে হাসি হাসি ভাল বাসিয়ো,
ডেকে নিয়ে তোমার কাছে কোলে করিয়ো,
তাঁরে রাখিয়ো।

চপলতা নাহি জানে কপটতা-হীন,
পাগল করে চাহনিতে উদ্দেশ্য-বিহীন
তাঁরে রাখিও।

যদি কভু ভ্রান্তি-মোহে চলে যায় দূর
ডেকে এনে যত্ন করি মোহ ভাঙ্গিয়ো
তাঁরে রাখিও।

যদি কভু তোমার ডাকে নাহি দেয় কান,
জোর করে তুমি তারে ডাক শুনাইয়ো
তাঁরে রাখিও।

যদি কভু প্রেমের সূতা ছিন্ন হয়ে যায়,
হাস্য মুখে সূতা তাঁর বাধায়ে দিয়ো
আদর করিয়ো।
সে যে আমার প্রাণের পরাণ তাঁরে রাখিও
আদর করিয়ো।
সেই সুমধুর গীতি অস্পষ্ট. সুন্দর,
পশি বাতায়ন-কক্ষে মনের আনন্দে,
উঠিলেক ধীরে ধীরে নৈশ নীলাকাশে
মুহূর্ত্তেকে সেই দেশে গেল মিলাইয়া,
যাহার কল্পনা মাত্র মনোমাঝে উঠি,
আশার মোহন চিত্র করে সংস্থাপন।
তেমতি দাঁড়ায়ে স্থির সুধাংশু সুন্দর
অনন্ত অম্বর কোলে ; তেমতি যমুনা
কুলু কুলু রব করি অনন্তের পানে,
সেই সুমধুর গীতি লইয়া হৃদয়ে,
আহ্লাদে হৃদয় পূর্ণ, নাচিতে নাচিতে
চলিল অশ্রান্ত-গতি। মন্দ সমীরণ
তেমতি ছুটিল দ্রুত নীলাকাশ তলে
বহিয়া পুষ্পের গন্ধ, হর্ষে মাতোয়ারা,
সুপ্ত ভূমণ্ডল-মাঝে করিল প্রচার,
দিল্লীশ্বরী সংযুক্তার পবিত্র সঙ্গীত,
ধূলি রাশি গেল উড়ি প্রভঞ্জনাহত।
বাতায়নে আত্মহারা সংযুক্তা রূপসী
সেইরূপ চিন্তামগ্না ; রজনীর শান্তি,

প্রকৃতির সম্মোহন রূপের ভাণ্ডার,
সকলি নিষ্ফল, হায়! রাণীর মানসে
একটি আনন্দ-বীচি করি উত্তোলন,
ডুবাইতে চিন্তা-কূর্ম্ম অতল সলিলে।
ভাবিলেন মহারাণী "হায়, কেন নর
অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে; বাঞ্ছা, আকর্ষণ,
প্রেম, প্রীতি, মর্ম্মদাহ, কেন এ সকল?
হয় যদি অবতীর্ণ, কেন প্রীতি প্রেম?
প্রেম প্রীতি যদি, তবে কেন বা বিচ্ছেদ?
কেন এই মর্ম্ম দাহ? কোথা হতে আসি
হ্লাদনের খেলা খেলি কোথা ভেসে যাই
বুঝিতে পারিনা কিছু অজ্ঞান রমণী।
রমণীর অন্তঃস্থল বড়ই কোমল;
একটি আঘাতে হায়, তরঙ্গিণী বুকে
উঠে যে তরঙ্গ রাশি, সহস্র বৎসরে
সে তরঙ্গ বুঝি কভু যায় না মিলিয়া।
প্রভো, তুমি অভাগীরে করেছ সৃজন;
তোমার সৃজনে কেন এমন হতাশ?
তুমি ই পূর্ণতা, আমি সৃষ্টি পূর্ণতার;
তবু কেন ডুবি ভাসি সোলা খণ্ড সম,
প্রবল স্রোতের মুখে আশ্রয় বিহীন?
দয়াময়! ক্ষুদ্রানারী চাহে পদাশ্রায়;
রেখো তারে; আর প্রভো আর একজন,
সেই মোর মহাচিন্তা, তাঁর তরে প্রভো,

দিবা নিশি ভাসি আমি চিন্তাপারাবরে।
এ কেমন, আনন্দ তুমি ! আনন্দের মাঝে
নিরানন্দ কেন হেরি যাতনা বিষাদ ?
ভ্রান্তি-মুগ্ধা আমি পিতঃ, সন্ততি তোমার,
দেও আজি ভ্রান্তি-মোহ ভাঙ্গিয়া আমার।"
"সে কি দেবি," জলভরা নীরদের মত
হঠাৎ উঠিল ডাকি রাণীর শ্রবণে ;
বাঁশরীর স্বর যেন কদম্ব তলায়
পাশল রাধার কাণে চিরবিরহিনী।
মহারাণী চমকিতা পশ্চাতে ফিরিয়া
হেরিলা রাজেন্দ্র-মূর্ত্তি, ভারত-ভরসা
হিন্দুর সম্রাট্ শেষ, কার্ত্তিকের যেন
সশরীরে অবতীর্ণ ভূমণ্ডল মাঝে !
"সেকি দেবি, দিল্লীশ্বরী চৌহান-ইন্দিরা
এমনি কি সাজে তোমা চিন্তায় আকুল,
বসিয়া নীরব কক্ষে নিভৃতে নির্জ্জনে ?
রাঠোর নন্দিনী তুমি চৌহান-কমলা,
রাঠোর-চৌহান-কুল-পুণ্যসম্মিলন,
তুমি দেবি, ভীতা ত্রস্তা হরিণীর মত
ছাড়িয়া আপন যূথ এসেছ পলায়ে ?
ছি ছি দেবি, ছাড় চিন্তা, রাঠোরের মত
বাঁধ বক্ষ স্থির চিত্তে লৌহ-আবরণে।
আর আমি,—আমি দেবি ভারত সম্রাট্ ;
প্রজা মম কোটি কোটি তুমার চৌহান,

নিমেষে করিতে পারে আত্ম বলিদান
দিল্লীর ঈশ্বর তরে ; আমি কি গো রাণি,
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত দুর্ব্বল ?
নহে দিন আজ তব রাঠোরনন্দিনি,
বসি নিরিবিলি কক্ষে চিন্তায় মগন।
গণ্ডে স্থাপি কর যুগ ; পক্ষান্তরে দেবি,
ভারত জননী রূপে ক্ষত্রিয়ার মত,
দাড়াও সগর্ব্বে তুলি শির আপনার,
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী সম বিঘোষ গম্ভীর,
ভারতের মুকুতির বাণী, ছেড়ে দাও
পাপ চিন্তা, ছেড়ে দাও শঙ্কার আশ্রয়।”

সংযুক্তা।

রাঠোর-চৌহান-কুল-পুণ্যসম্মিলন
আমি মহারাজ। হায়! আমি অভাগিনী
কুক্ষণে ভারতবর্ষে লইয়া জনম
ভাসায়েছি জননীর কোমল হৃদয়
লোহিত শোণিত-স্রোতে। নিক্ষেপিছি হায়!
ভারে ভারে অগ্নিমাঝে প্রচুর ইন্ধন ;
জ্বলিছে ভীষণ অগ্নি ধক্ ধক্ করি
ছাইছে অম্বর দেশ ঘোর অন্ধকারে।
যে প্রচণ্ড বৈশ্বানর উঠিছে জ্বলিয়া
তাহাতে ভারতবর্ষ হবে ছার খার,
শান্তিরাজ্য শ্মশানেতে হবে পরিণত।
অদূরে সাজিছে কিবা মহা. ভয়ঙ্কর

বিচিত্র ভবিষ্য পট ; মানস নয়নে
হেরি যবে, ভেঙ্গে যায় আনন্দের হাট ;
উঠে দম্ভে নিশাচর, কবন্ধ, পিশাচ
অট্ট হাস্যে দিঙ্মণ্ডল করি বিকম্পিত।

পৃথ্বীরাজ।

বৃথা চিন্তা মহারাণি, জানিও নিশ্চয়
বিপুল চৌহান-চমূ নামিবে সমরে,
আসিবেন সঙ্গে তার বীরেন্দ্র সমর
চিতোর-ঈশ্বর ; দুরাত্মা যবন বৃন্দ
পলাইবে বেত্রাহত কুক্কুরের মত।
তার পর তব গর্ভে যেই কুলধর
জনমিবে, সেইজন ভারত-ঈশ্বর ;
চৌহান-রাঠোর নদী হাসিয়া খেলিয়া,
সেই পারাবার-গর্ভে হইবে বিলীন।
সোণার স্বপন নহে, নহে ইন্দ্রজাল,
এনহে মিথ্যার স্থধু প্রবঞ্চনাবাণী ;
যে মহা সোণার দৃশ্য অদূর ভবিষ্যে
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে, আভায় তাহার
প্রান্তে প্রান্তে এভারত উঠিবে হাসিয়া,
বিরাজিবে মহাদেশ একচ্ছত্র তলে।
বীরেন্দ্র সন্তান তব যুধিষ্ঠির সম
স্থাপিবেন মহারাজ্য অক্ষয়, অটল,
ডুবাইয়া বিভিন্নতা অতল সলিলে।"
হাসিলা সংযুক্তা রাণী, বিষাদ-মলিন

ফুটিল অধর মাঝে ক্ষণেকের তরে
সুহাসি, মেঘের কোলে খেলিল বিদ্যুৎ।
দাঁড়াইয়া মহারাজ বিস্ময়-বিমূঢ়,
দেখিলা নয়ন ভরি রূপ সংযুক্তার;
গাম্ভীর্য্যে বিষাদে যেই সৌন্দর্য্য অতুল,
সে সৌন্দর্য্য নাই বুঝি হাসির সাম্রাজ্যে।
যৌবনের চঞ্চলতা গিয়াছে তাঁহার,
ধূলি খেলা সাঙ্গ তাঁর, অনর্থক হাসি,
ডুবে গেল ধীরে ধীরে কাল-পারাবারে।
চিরোৎসাহী মহারাজ তখনো দাঁড়ায়ে
চাঞ্চল্যের কিনারায়, যদিও সাগর
পার হয়ে প্রায় আসি নির্ভর অন্তরে;
দেখা যায় নাতি দূরে সাগরের পার।
উঠি রাণী বসাইল দিল্লীর ঈশ্বরে
সুন্দর পালঙ্কোপরি, কহিলা আবার,
"মহারাজ! নাহি কাজ যবন সমরে।
কর সন্ধি; গতবর্ষ ভীষণ আহবে
পরাজিত বিধর্ম্মী সন্তান; এইবার
যদি তারা পুনরায় পারে বুঝিবার
নাহি জয় কোন মতে দিল্লীর সমরে,
পারে তবে তারা সন্ধি করিতে স্থাপন।
কচিৎ একটি বর্ষ হলো অবসান,
আসিয়াছে পরাজিত যবন-সন্তান
পরীক্ষিতে হিন্দুশক্তি শোণিত-সমরে;

মিশিয়াছে সহ তার বীরেন্দ্র রাঠোর।
গত নিশি হেরিয়াছি কুস্বপ্ন ভীষণ;
এখনো শিহরি উঠে স্মরি সেই কথা,
হয় কণ্টকিত দেহ, চিন্তায় আকুল,
ভেঙ্গে গেল অভাগীর সুখের কপাল।
কি ভীষণ স্বপ্ন হায়! ঘন মসীময়ী
ব্যাপিয়াছে চারিদিক তামসী ভীষণা,
আবৃত আকাশ দেশ মসী আবরণে,
একটি নক্ষত্রালোক পশে না তথায়।
চতুর্দ্দিকে হাহাকার, দিগ্বালা নিকর
ভীতা ত্রস্তা সন্তাপিতা করিছে ক্রন্দন,
হুঙ্কারিছে শিবাদল, চলে নিশাচর;
তার মাঝে দাঁড়াইয়া ভীষণ-আকৃতি
রক্ত-বস্ত্র-পরিহিত, মহাদণ্ড করে,
পিষিতেছে পদতলে তপন উজ্জ্বল।
কে জানে ভবিষ্য-লেখা? সই স্বপ্ন হতে
হইয়াছে যে কালিমা হৃদয়ে সঞ্চার,
সে কালিমায় ঢেকে গেল ভবিষ্য আকাশ:
একটি আলোর রেখা দেখিবনা আর।
উঠিলাম নিদ্রা হতে, তখনও যেন
শুনিলাম হাহাকার ব্যাপি চতুর্দ্দিক্
রাজপুরে যেন মহা ক্রন্দনের রোল,
কাঁদিছে হিন্দুর লক্ষ্মী বসিয়া শ্মশানে
ভাসাইয়া বক্ষঃস্থল নয়নের জলে।

দেখি যেন মহারাজ, দিবা দ্বিপ্রহরে
ছুটিছে নক্ষত্র বৃন্দ কক্ষে কক্ষান্তরে ;
শুনি যেন কেহ মোরে কহিছেন ডাকি,
সংযুক্তা, দিল্লীর লক্ষ্মী করি পরিহার
পবিত্র ভারত ভূমি ঢাকিয়া বদন,
অশ্রুজলে ভাসাইয়া আপন হৃদয়,
ডুবিছেন ধীরে ধীরে গর্ব্তে যমুনার।”
থামিলা সংযুক্তা দেবী, রোধি কণ্ঠস্বর
বাহিরিল অশ্রুজল ; বিষণ্ণ রাজেন্দ্র
দাঁড়াইয়া সে নিশীথে সুন্দর প্রাসাদে।
আচম্বিতে মহারাজ তুলিয়া বদন ;
কহিলা সোচ্ছ্বাসকণ্ঠে আনন্দে অধীর,
“মহারাণি, উঠে দেখ ভাগ্য নিরুপম,
আসিছেন এ আলয়ে ভারত জননী
উজলিয়া দিঙ্মণ্ডল রূপের ছটায়।
সুপ্রভাত মহারাণি, রজনী আমার,
সুপ্রভাত চৌহনের, আজি ইন্দ্রপ্রস্থে
উঠুক দামামা ভেরী বাজিয়া গম্ভীর।”
এতবলি পৃথ্বীরাজ, বীরেন্দ্র-প্রবর,
ধরি সংযুক্তার করে, প্রাসাদ উপরি
উঠিলা, দেখিলা আহা দৃশ্য মনোহর।
ভাসিল আকাশদেশ রূপের বিভায়,
কোটি কোটি চাঁদ যেন উঠিল সহসা
বিমল সুনীলাকাশে ; রজনী প্রভাত

বুঝি ক্রমে ভ্রান্তপাখী করি কলরব
ভাসাইল নীড়রাজি, মহামহীরুহ ?
বহিল সুগন্ধবহ মন্দ সমীরণ,
সুপ্ত নিজ শয্যাপরি ভারত সন্তান।
নামিলেন ধীরে ধীরে ভারত জননী
রাজেন্দ্রের হর্ম্ম্য'পরি, আনন্দে অধীর
রাজেন্দ্র সংযুক্তা সহ করিলা প্রণাম
জননীর পদতলে দিয়ে গড়াগড়ি।
কিবা মনোহর দৃশ্য! উপরে আকাশ
নীরব, প্রশান্ত, স্থির, নির্ম্মুক্ত, সুন্দর,
তার মাঝে হাসিতেছে পূর্ণিমার শশী,
পাশে পাশে মনোহর তারকা নিকর।
কল্লোলিনী ধীরে ধীরে যমুনা সুন্দরী
ডুবাইয়া কান্নারাশি হর্ষে মাতোয়ারা,
চলিলেন নাচি নাচি গাহি মাতৃ-গান,
যেন আনন্দের মূর্ত্তি এ নিশীথ কালে
নামিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে মাতৃদরশনে।
অদূরে পাদপ শাখে আনন্দে অধীর
গাহিলেক প্রাণভরি বিহঙ্গম রাজি
মায়ের মহিমগীতি, সুমন্দ সমীর
ঢালিল জগত যুড়ি সে মধুর গান,
নাচিল পাদপরাজি, বল্লরী নিকর।
"অরাতি-বেষ্টিত পুরী" বিষাদ-গম্ভীর
কহিল রাজেন্দ্র পানে চাহিয়া জননী;

'জগতে অতুল নাকি তোমার জননী
পৃথ্বীরাজ, শুনি সদা সন্তানের তরে
খুজিয়া বিশাল পৃথ্বী, যার যার স্থানে,
রাখিয়াছে সাজাইয়া দ্রব্যের ভাণ্ডার।
আপনি কমলা দেবী বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া,
নিরমিছে এইপুরে আবাস সুন্দর
চিরতরে, চলে গেল দুর্ভিক্ষ দানব।
ফলে ফুলে শস্য ভারে অন্নপূর্ণা সাজি
বিতরিছে অন্নরাশি জগত যুড়িয়া,
পরাইছে জগজনে বস্ত্র আপনার।
এত করি পুত্রবর! জননী তোমার
মোক্ষিছে শোণিত-রাশি শত্রুর প্রহারে,
নাহি কেহ এজগতে রক্ষিতে তাহায়।
আজি পুনঃ বীর গর্ব্বে যবন সন্তান,
আসিছে, আমার পুরী করি অধিকার,
প্লাবিতে আমার রাজ্য গভীর শোণিতে,
পুত্ররক্তে, হাহাকারে পূরিয়া গগন;
লুটিবে অলকাশ্রেণী, অনলে পুড়িয়া
করিবেক ছাড়খার বিস্তৃত ভবন,
রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, শাক্যসিংহ যেথা
প্রচারিলা জগতের মুকুতির বাণী।
কি করেছ আয়োজন? বড়ই দুর্দ্দম
দারুণ যবন জাতি। সমগ্র জগতে
উড়িতেছে হের আজ যবন পতাকা।

ধরি অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষে, মলয় ব্যজনে
করিতেছে আপনার মহিমা প্রচার ”

পৃথ্বীরাজ।

কি করিব আয়োজন ? এ চরণ তরে
উঠিবে বিজয় নাদে চৌহান তুমার
লক্ষ লক্ষ, মিবারের রাজেন্দ্র সমর
উঠিছে মিবার রাজ্যে ঘন ঘটারোলে,
প্লাবিতে সমর-ক্ষেত্র অরাতি-শোণিতে,
মুছিতে কলঙ্ক কালি রক্তে হৃদয়ের।
কি ভয় জননী তব, পুত্র পৃথ্বীরাজ,
সাজিছেন পুত্রতব বীরেন্দ্র সমর,
খেদাইব শত্রুবৃন্দে পঞ্চনদ হতে,
ভাঙ্গিব পাখীর বাসা, দুই হাতে ধরি
ফেলিব সিন্ধুর জলে অট্টহাস্যে পূরি
দিঙ্মণ্ডল, কাঁপাইয়া জগত বিশাল।
এচরণ আশীর্ব্বাদে জানিও জননি,
নাহি ডরি পৃথিবীর মানব সংহতি,
দাঁড়ায় সকলে যদি ধরি করবাল
তোমার সোণার পুরী করিতে শ্মশান।
প্লাবিয়া সমরক্ষেত্র যবন শোণিতে
গাহি ‘জননীর জয়’ ভৈরব হুঙ্কারে,
দেশ বৈরী জয়চন্দ্রে ভীরু, কাপুরুষ,
বাঁধি আনি দিব ফেলি তোমার চরণে,
লুটিব কানোজ রাজ্য, দিব উড়াইয়া

তোমার বিজয় ধ্বজা অনন্ত অম্বরে।
পুনরায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সম,
সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্র তলে
করি সংস্থাপিত মাতঃ, স্থাপিব বাসনা
বিশাল ধর্ম্মের রাজ্য, রত্নসিংহাসনে
বসাইব মনানন্দে ওরাঙ্গা চরণ।”
শিহরিলা সংযুক্তা সুন্দরী ; পুনরায়
নৃপ পানে চাহি স্থির করুণ নয়নে
কহিলা কাতর রবে ‘ ভ্রান্ত মহারাজ,
ভ্রান্তিমোহে মুগ্ধ তুমি। জননী ভারত” !
জননীর পানে চাহি ধরিয়া চরণে
কহিলা কাতর কণ্ঠে ‘একন্যা তোমার
রাঠোর শোণিতে জাত, নাহি জানে ভয় ;
কিন্তু মাতঃ কহি আমি জানিও নিশ্চয়,
নাহি জয় এইবার যবন-সমরে।
যতদিন যতবার সমর চিন্তায়
বসেছি নীরবে মগ্না, মানসে আমার
ততদিন ততবার সুস্পষ্ট ভাষায়
ভারতের ভাগ্য দেবী কহিছেন ডাকি
না নামিতে এই বার যবন সমরে।
দেখ মাতঃ চতুর্দ্দিকে বিপ্লব সঞ্চার,
রাজদ্রোহ, মিত্রদ্রোহ, আত্মদ্রোহ ঘোর
প্রতারণা, মিথ্যা, হিংসা তোমার ভবনে
উঠিছে কেমন ভাবে বৈশ্বানর সম,

ছুইছে অম্বরদেশ ভীষণ শিখায়।
সংস্থাপি যবন-সন্ধি সন্তান তোমার
করুক প্রশান্ত অগ্নি, সিঞ্চিয়া সাগর ;
হয় যদি প্রয়োজন, নিবায়ে অনল,
নামে যেন যবনের শোনিত সমরে,
নতুবা তোমার ভানু পূর্ণ রাহু-গ্রাসে।”
থামিলা সংযুক্তা দেবী, দিল্লীর ঈশ্বর
চাহি সংযুক্তার পানে কহিতে লাগিলা
“মহারাণি, তাই যদি অদৃষ্টে তোমার,
মায়ের অদৃষ্টে যদি সেই লিখা স্থির,
ধুইবেন না যমুনার সমগ্র সলিলে ;
কেমনে করিব সন্ধি? মোরা যদি আজ
প্রস্তাবি সন্ধির কথা, দুর্দ্দান্ত যবন
চাহিবে অগণ্য অর্থ, অথবা বিশাল
বিস্তৃত সুন্দর ভূমি। আমি রাজা হয়ে
নিজ হাতে প্রজাবৃন্দে করিব অর্পণ
যবন-দস্যুর হস্তে? ধর্ম্ম, প্রাণ, মান
রাখিতে যাদের আমি বীরেন্দ্র গরবে
লয়েছিনু রাজদণ্ড করি অঙ্গীকার,
সে প্রতিজ্ঞা ডুবাইয়া অতল সলিলে
সাজিব বিশ্বাস-হন্তা? কিংবা রক্তসম
অর্থ দিয়ে যবনেরে করিয়া বিদায়,
বিরাজিব ইন্দ্রপ্রস্থে রত্ন সিংহাসনে
দিল্লীর সম্রাট্ বলি? তাহা হতে রাণি,

ডুবে যাক্ পৃথ্বীরাজ অতল সলিলে,
ডুবে যাক্ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজার ভবন।”
হাসিলা ভারতলক্ষ্মী, সংযুক্তার পানে
চাহিয়া সহাস নেত্রে কহিলা গম্ভীরে
“মা আমার, জেনো স্থির, করে তোমাদের
অর্পিত ভারতরাজ্য। ভারতের দ্বার
এই পুণ্য ইন্দ্রপ্রস্থ; বিদেশী যবন
পারে যদি প্রবেশিতে ইন্দ্রপ্রস্থ মাঝে,
উঠিবে ভীষণ রোল, ভীম আর্ত্তনাদ,
বহিবে শোণিত-স্রোত, দিবে গড়াগড়ি
প্রাণের প্রতিমাশ্রেণী, ব্রাহ্মণ-শোণিতে
নিষিক্ত ভারতবর্ষ। রাঠোর নন্দিনি,
রাঠোরের মত বাঁধি হৃদয় কঠিন
দাঁড়াও ইন্দ্রাণীগর্ব্বে। তুমি পৃথ্বীরাজ
নবীন যুবক মাত্র; দুরন্ত যবন
একে একে ধরিত্রীর সাগর-বসনা
লুটিরম্য দেশ রাজি, দিছে উড়াইয়া,
আনন্দে জাতীয় ধ্বজা, ‘দীন্’ ‘দীন্’ রবে;
হয়ো সাবধান বৎস, তাদের সমরে।
যাব আজ কান্যকুব্জে; সমগ্র ভারত
এই নিশি মাঝে বৎস, করি পর্য্যটন
উঠিব নিয়তি-পুরে, দেখিব কি লেখা
লিখিছেন মোর তরে নিয়তি সুন্দরী;
চিরজয়ী হও রণে করি আশীর্ব্বাদ।”

ত্যজিলেন ইন্দ্রপ্রস্থ ভারত জননী,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি মায় রাজা মহারাণী
করিলা বিদায়, শূন্য দেশে মারপানে
চাহি স্থির ধীর নেত্রে নিমেষ-বিহীন।
যতক্ষণ শূন্য দেশে পুণ্য জননীর
রম্য কমনীয় দেহ আলোকের মত
দেখা গেল, ততক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বল,
আত্মহারা, পৃথ্বীভোলা পাগলের মত
দাঁড়াইল পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা সুন্দরী।
কতক্ষণে ছাড়ি শ্বাস কহিলা সংযুক্তা
"নাহি জানিতাম প্রভো, এমন সুন্দর,
গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, প্রেমের বাজার
মা আমার। মনে হয়, এ আলোকে যেন
ডুবে থাকি, নিশিদিন, জাগ্রতে নিদ্রায়।
এমন সুন্দর! আহা ভুলিল মানস!
এর কাছে এজগত বড়ই মলিন।
আর কি দেখিব প্রভো, জীবনে আমার
এক ঠাঁই দিল্লীশ্বর ভারত-জননী,
শঙ্কর মোহিনী মম নয়ন-সম্মুখে,
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন ধ্রুবের নয়নে।
ডুবে গেল পারাবারে সংযুক্তা তোমার;
হেন জননীর তরে শুন মহারাজ,
হয় যদি প্রয়োজন ব্রাহ্মণ হত্যায়,
কান্যকুব্জ ইন্দ্রপ্রস্থ করিতে নিক্ষেপ

অতল সাগর জলে, করোনা সঙ্কোচ।
কিবা মহীয়সী মূর্ত্তি! ইঁহার কারণে
যাহা কর মহারাজ তাই পুণ্যময়,
জ্যোৎস্নালোকে প্রভাসিত কনোজ যেমন।"
উত্তরিল পৃথ্বীরাজ উন্নত-বদন,
"মহারাণী, এই দেবী সম্রাট্ আমার;
আশৈশব বিরাজিত হৃদয় মন্দিরে
এই পুণ্যময়ী মূর্ত্তি। ইঁহার নিকটে
চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্রপুরী, বৈকুণ্ঠ আপনি
পরিম্লান; পারি আমি ইঁহার আদেশে
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সংযুক্তা তোমার
করিতে নিক্ষেপ দূরে, আনন্দ এমন
পাই নাই খুঁজি খুঁজি বিশাল সংসার।
কি চিন্তা সংযুক্তা দেবী, কপালে আমার
থাকে যদি মহাযাত্রা নবীন বয়সে,
ডুবাইব তাহা হলে দিল্লীর মুকুট
যবন-সাগর-জলে; জানিও নিশ্চয়
ডুবে যাবে সে সকল, সহস্র চেষ্টায়
পারিব না ফিরাইতে অদৃষ্টের স্রোত।"
অদূরে পেচকরাজ গম্ভীর নিস্বনে
বিঘোষিল বিভাবরী দ্বিতীয় প্রহর;
ঢালিয়া কিরণ রাশি পড়িল হেলিয়া
সুন্দর সুধাংশুদেব প্রতীচীর কোলে;
মৃদুমন্দ সন্তর্পণে বহিল সমীর,

নীরব বিশাল পৃথ্বী জোছনা-বসনা।
ধীরে ধীরে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা সুন্দরী
মুগ্ধনেত্রে নেহারিয়া আশ্চর্য্য সুন্দর,
প্রবেশিলা কক্ষ মাঝে। উজলি আকাশ
ছুটীল অতীব দ্রুত, পুত্র-পাগলিনী
সেথায় ভারতমাতা, কনোজ উদ্দেশে,
পুত্রের মঙ্গল তরে, ক্ষুধা নিদ্রা ত্যজি,
বুঝাইতে পুত্রবৃন্দে আপন মঙ্গল।
ধীরে ধীরে কান্যকুব্জ সুষুপ্তির ক্রোড়ে
বিরাম লইলা, আর একটি মানব
নাহি দাঁড়াইয়া সেই বিশাল নগরে,—
কর্ম্মক্লান্ত প্রবাহিণী মগ্ন পারাবারে।
কেবল প্রহরিবৃন্দ উচ্চ রোল করি,
স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া যমদূতসম
বিঘোষিলা মহাদন্তে অস্তিত্ব আপন।
এমনি সময়ে বীর রাজা জয়চাঁদ,
দাঁড়াইয়া অভ্রংলিহ প্রাসাদচূড়ায়,
ভাবিলা ভারত-ভাগ্য, ভাগ্য আপনার।
লাগিল না তাঁর দেহে শীত সমীরণ,
নির্ম্মল জোছনা রাশি হইল প্রখর;
কঠোর তাঁহার নেত্রে প্রকৃতি সুন্দরী
জ্যোৎস্নাময়ী, ফুলময়ী, প্রেমময়ী মাতা।
"যে কার্য্যে দিয়েছি হাত" চাহি অনম্বরে
কহিলা আপন মনে রাজা জয়চাঁদ,

"অনশ্বর সম উচ্চ, বিশাল, মহান্;
আমি রাজা রাঠোরের, কানোজ প্রদেশ
ভয়ে ভয়ে জড়শর আনত প্রণত,
উৎকর্ণ শুনিছে সদা আমার আদেশ।
চৌহান্! তোমার গর্ব্ব ভাঙ্গিব এবার;
আমি তার মূল, সুধু আমার কথায়
এসেছে যবন-বৃন্দ। অঙ্গীকার মম
সমগ্র রাঠোরচমূ লইয়া সমরে
ভাঙ্গিব চৌহান-বল প্রচণ্ড সংগ্রামে;
এই অঙ্গীকার ভিন্ন আসেনা যবন
শঙ্কিত চৌহান-বলে, ভীরু কাপুরুষ।
এই ভুজে" তুলি রাজা ভুজ সুবিশাল,
"আনিব ভারতবর্ষ একচ্ছত্র তলে,
বসিব আপন গর্ব্বে রত্ন সিংহাসনে,
একদা বসিল যেথা রাজা যুধিষ্টির।
সাধিব আপন কার্য্য সুধীজন সম
দুরাত্মা যবন-বৃন্দে করি সিন্ধু পার,
যে দিন বসিব আহা দিল্লীর আসনে,
সেদিন পূরিবে তবে বাসনা আমার।"
"জয়চন্দ্র ?" অকস্মাৎ শুনিলা রাজেন্দ্র
যেন কেহ তাঁর ডাকে ধরি নিজ নাম;
ফিরিলা পশ্চাতে, ক্রুদ্ধ কুটিল নয়নে
দেখিলা রমণী-মূর্ত্তি ভুবন-মোহিনী;
সেই রূপপারাবারে রূপ নিজে ম্লান।

অগ্রসরি মহারাজ কহিলা কর্কশ,
"কে তুই, রাজেন্দ্র-পাশে কিবা প্রয়োজন ?
এতস্পর্দ্ধা, হেয় আজ কনোজ-ঈশ্বর
সামান্যা নারীর পাশে। দ্বিতীয় প্রহর
গতনিশি, এ সময়ে কোন্ প্রয়োজন ?"
"শুন মহারাজ! তুমি কনোজ-ঈশ্বর,
বেষ্টিত ভারত-রাজ্য অরাতি-নিকরে;
অচিরে ডুবিয়া যাবে চৌহান-তপন,
ডুবিবে ভারতবর্ষ তমিস্র-সাগরে,
আর কেহ নাই তারে করিতে উদ্ধার।
ভুল আজ আত্মদ্বন্দ্ব, ঈর্ষ্যা, হিংসা, দ্বেষ,
দাঁড়াও একত্রে দোঁহে চৌহান রাঠোর,
ভাই ভাই, পুজ অম্ব জননীর পদ
অরাতির তপ্ত রক্তে; ভ্রান্তির কুহকে
ডুবিওনা পারাবারে, ডুবায়োনা দেশ।"

জয়চন্দ্র।

শিখিবেন রাজনীতি কনোজ-ঈশ্বর
আজি হতে তব পাশে। সাহস তোমার
অসীম, অবোধ্য মম; রমণী বলিয়া
ক্ষাম তোমা, যাহচলি বিনা বাক্যব্যয়ে।

ভারতলক্ষ্মী।

শুন মূর্খ জয়চন্দ্র রাঠোর-কলঙ্ক!
ভারত-জননী আমি, ভাগ্যদোষে মোর
তোর মত পাপ পুত্রে লইনু উদরে,
আত্মম্ভরি, মহাদম্ভী, নরকুলাঙ্গার;

যে বীজ রোপিছ তুমি মিথ্যার মায়ায়,
সেই বীজ প্রসবিবে মহামহীরুহ,
বিষবৃক্ষ তার নাম। এই বৃক্ষ তলে
কাঁদিবে ভারতবর্ষ বিষণ্ণ, মলিন,
সীমা হ'তে সীমান্তরে কুররীর মত।"
ক্রোধান্ধ রাঠোর-রাজ, পশুরাজ সম,
'প্রতিহারী' 'প্রতিহারী' ডাকিলা গম্ভীর,
আদেশিলা খেদাইতে ধরিয়া কুন্তল
রাজ-শান্তি-বিঘ্নকারী দুরন্ত বামায়।
ছুটিল মায়ের নেত্রে অবিরল ধারে
জলরাশি, দুঃখে মাতা কাঁদিলা নীরবে;
রাজাজ্ঞায় প্রতিহারী শমন-সদৃশ,
অগ্রসরি বাড়াইলা হাত আপনার
ধরিতে মায়ের চুলে, চক্ষের নিমিষে
উঠিলা ভারত-মাতা নীলাকাশ-কোলে;
বিস্মিত, বিমূঢ়, স্থির, নির্ব্বাক্ অচল
প্রতীহারী, দাঁড়াইয়া প্রাসাদ-শিখরে।
সেথা মাতা চলিলেন যবন শিবিরে
দৃশদ্বতী নদীমুখে, যথা ঘোররাজ
নিরবিলি চিন্তামগ্ন গভীর নিশীথে।
"সেই কথা হতেছে স্মরণ," দাঁড়াইয়া
বীরবর চিন্তাকুল যবন মামুদ,
ঊর্দ্ধদিকে করি লক্ষ, প্রশান্ত, গম্ভীর,
কহিলা আপন মনে "কি বলিব হায়!

এখনো হতেছে মনে সেই অপমান,
করিয়াছি পৃথ্বীজয়; বিজয় গৌরবে
জগতের প্রান্তে প্রান্তে অর্দ্ধচন্দ্র ধ্বজা
উড়িছে আকাশ কোলে, অজেয় যবন;
কাফেরের হাতে হলো হেন অপমান।
খোদাতালা লিখেছিলে নছিবে আমার
এমন ঘৃণিত গ্লানি? বুক ফেটে যায়
যাবৎ এ অপমান নাহি হয় শোধ,
তাবৎ হৃদয়ে মম ক্ষোভ-তুষানল
জ্বলিবে নীরবে স্থির, অক্ষয়, অমর।
আল্লা আক্‌বর! তোমারি কারণে সুধু
আবার এসেছি মোরা করিতে বিজয়
ধনরত্ন-পরিপূর্ণ রম্য হিন্দুস্থান;
জগত পূজিছে তোমা, পুণ্য হজরত
শিখাইলে পুণ্যক্ষণে অর্চ্চনা যেমন,
কেবল ভারতবর্ষে পাপাত্মা কাফের
পূজিছে পুতুল মূর্ত্তি। দাও শক্তি দাসে,
ভাঙ্গিয়া পুতুল রাজি, তোমার অতুল
পুণ্যময়, প্রেমময়, অন্তর মহিমা
করিব প্রচার সেথা। পথে, ঘাটে, মাঠে
ভাঙ্গিয়া পুতুল মূর্ত্তি মস্‌জিদ শ্রেণী
তুলিব তোমার নামে; উঠিবে আজান
যুড়িয়া ভারতবর্ষ আসিন্ধু হিমাদ্রি,
আবিলতা, পঙ্কিলতা হয়ে যাবে দূর।

মেহেরবান্! দয়া কর নফরে তোমার।"
এমনি সময়ে আসি প্রতিহারী এক
বিজ্ঞাপিলা ঘোরশ্রেষ্ঠে, উপস্থিত হেথা
সেনাপতি বীর্য্যবান্ কুতুবউদ্দিন্।
আস্তে ব্যস্তে অগ্রসরি বীরেন্দ্র মামুদ
কহিলা কুতুবে লক্ষ্যি 'লায়লেহেলেল্লা,
মেজাজ কেমন ?' কহিলেন সেনাপতি
"জাহাপনা যার প্রতি কৃপালু এমন
অমঙ্গল কিবা তার ? কি আদেশ প্রভো!"
অগ্রসরি মৈজুদ্দিন্ কুতুবের করে
ধরি যত্নে, প্রবেশিয়া শিবির মাঝারে
কহিলা গম্ভীর স্বরে "শুনেছি সকল,
সেনাপতি, তুমি নাকি ভারত বিজয়ে
অসন্তুষ্ট ; এই কর্ম্ম করি পরিহার
যাবে নাকি চলি তুমি পুণ্য মদিনায়।

কুতুব্।

সত্য সেই কথা প্রভো, ভারত আমার
জন্মভূমি ; তাঁরে আমি করিয়া বিজয়,
নাহি পারি প্রদানিতে অপরের করে।
শত শত সেনাপতি, অদম্য-সাহস,
প্রভু-ভক্ত, মহাবীর ; নিয়ে এ সকল,
কর জয় হিন্দুস্থান ; আজ্ঞা দেহ দাসে
চলে যাব মনানন্দে মদিনা নগরে।
সেই মস্‌জিদ তলে ফকিরের বেশে

যাপিব জীবন ক্ষুদ্র। বিজয় তোমার
স্থিরীকৃত, পূর্ণিমায় যথা শশধর।

মৈজুদ্দিন।

নহে অপরের করে; বিজয়ি ভারত
নাহি তাহা দিব ফেলে অপরের করে।
আজি এই চন্দ্রমার পুণ্যচ্ছত্র তলে,
হইয়া পশ্চিম মুখ, করিয়া কছম
করিতেছি অঙ্গীকার। করিয়া বিজয়
কাফরের বাসভূমি, স্থাপিব তোমায়
দিল্লীর আসনোপরি।"
নীরব কুতুব,
নীরব সে মহানিশা, নীরব শিবির;
রজনীর মহাশান্তি। উপরে চন্দ্রমা
ঢালিল তেমনি রম্য চন্দ্রকর-রাশি,
বহিল তেমনি মন্দ মৃদু সমীরণ,
ক্বচিৎ ডাকিল পাখী নেত্রে নিদ্রালস,
দাঁড়াইয়া বীরযুগ উজ্জ্বল, সুন্দর।
আবার কুতুব পানে চাহি মৈজুদ্দিন
কহিল গম্ভীর রবে "হয়নি বিশ্বাস?
এসো তবে" ধরি করে হয়ে অগ্রসর
নিজ হাতে লয়ে বীর পবিত্র কোরাণ
কহিলা জীমূত-মন্দ্রে, "কোরাণ্ পরশি
মহাত্মা নবির নামে করি অঙ্গীকার,
বসাইব ভারতের রত্ন-সিংহাসনে

সেনানী কুতুব তোমা। উদ্দেশ্য আমার
পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম করিব প্রচার
কাফেরের বাসস্থানে। সমগ্র জগত
হাসিছে আনন্দে দেখ অর্দ্ধচন্দ্র তলে ;
কেবল ভারতবর্ষ দেয় টিট্‌কারি।
তোমার জনম ভূমি, বীরেন্দ্র কুতুব,
এখনো পুতুল রাজি করিছে অর্চ্চনা,
সেই দেশোদ্ধার তব পবিত্র করম।”
নোয়াইয়া শির পুনঃ সেনানী কুতুব্
করিলেন অঙ্গীকার, মামুদ-আজ্ঞায়
পশিবে ভারতবর্ষে বীরেন্দ্রের মত
উলঙ্গ কৃপাণ-পাণি, ‘দীন্’ ‘দীন্’ রবে।
এইরূপে বীরযুগ করি অঙ্গীকার
যাঁর যাঁর তাঁবু মাঝে করিলা প্রবেশ ;
দেখিলা ভারতমাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া
যবনের অঙ্গিকার। সে নিশীথ কালে
ঘুরিলা যবন তাঁবু, নাহি কোলাহল,
নাহি কোন শান্তি ভঙ্গ ; সুপ্তির উৎসঙ্গে
শয়িত বীরেন্দ্র-বৃন্দ, প্রহরী কেবল
নিয়োজিত প্রহরায় যমদূত সম।
ভ্রমিলা ভারত-লক্ষ্মী সমগ্র ভারত ;
ভ্রমিলা মিবার রাজ্য, দেখিলা জননী
সজ্জিত মিবার দেশ সংগ্রাম-সজ্জায়,
মুখে ‘হর’ ‘হর’ ‘হর’ ধ্বনি নিঃশঙ্ক-হৃদয়।

ভ্রমিলা দক্ষিণাপথ—দেখিলা জননী
আবৃত সে মহারাজ্য ঘন-ধূমচয়ে ;
জ্বলিছে নীরবে অগ্নি ধূমরাশিচয়ে ;
কখন না জানি অগ্নি উঠিয়া জ্বলিয়া,
ভস্মস্তূপে স্বর্ণ দেশ করে পরিণত।
ওরঙ্গেল, দেবগিরি, দুয়ারসমুদ্র,
চেলা, চেরা, পাণ্ড্য রাজ্য যেখানে জননী
প্রবেশিলা, সবিস্ময়ে করিলা দর্শন
দ্বেষের ভীষণা মূর্ত্তি বৈশ্বানর সম,
ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড পুরী হা হা হা হা করি
দেখাইছে মহাদৃশ্য মহাভয়ঙ্কর।
ভ্রমিলেন আর্য্যাবর্ত্ত, সুন্দর কাশ্মীর,
গুজরাট, মুলতান, বিহার প্রদেশ,
স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গ-রাজ্য, সাগর-সৈকতে
সমৃদ্ধ কলিঙ্গ দেশ—হেরিলা বিস্ময়ে
সেই বিভীষিকাময়ী মূরতি ভীষণা।
উঠিয়াছে আর্ত্তনাদ প্রবল পীড়ন,
দুর্ব্বলের অত্যাচার, মহা অবিচার।
বিষাদে ভারত মাতা কাঁদিলা নীরবে,
ভাসিল বিশাল বক্ষ নয়ন সলিলে,
আকুল জননী আজ পরিণাম তরে।
কতক্ষণে অশ্রুজল মুছিয়া জননী
ভাবিলা নীরবে পুনঃ, নিয়তির পুরে
প্রবেশিয়া ত্বরা করি করিবে দর্শন

আপনার কর্ম্মলেখা। এত বলি মাতা
ছাড়িয়া ভারতরাজ্য, চলিলা ত্বরায়
সেই দেশে, যেই দেশে বসিমূর্ত্তিমান্
পুণ্য রাজরাজেশ্বর করেন বিচার ;
দুঃখীর যাতনা শেষ, মহা অবিচার,
অন্যায় পীড়ন আর নিরর্থ লাঞ্ছনা।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টম সর্গ—ভারতলক্ষ্মীর পুরী।

মাঘী পৌর্ণমাসী রাত্রি স্নাত চন্দ্রিকায় ;
ছাড়িয়া ভারত-রাজ্য, ভারত-জননী
চলিলা নিয়তিপুরে, ভবিষ্য-গুহায়
কি রয়েছে গুপ্তভাবে করিয়া দর্শন,
পূরিবেন মনের বাসনা। অনন্তর
পর্য্যটিয়া, পর্য্যটিয়া চন্দ্রমার পুরী,
উঠিলা ভাস্কর রাজ্যে, সেই রাজ্য ছাড়ি
উঠিতে লাগিলা মাতা ঊর্দ্ধদেশ পানে।
শুনিলা অদূরে যেন মহান্ কল্লোল,
সহস্র সমুদ্র যেন গর্জ্জিছে গম্ভীর
উথলিয়া উথলিয়া, আচ্ছন্ন আকাশ
ঘোর কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জে। বুঝিলেন মাতা
ওই মহা বৈতরিণী, স্বর্গরাজ্য বেড়ি,
প্রবাহিনী বহিছেন মালিকার মত।
মহাভয়ঙ্করী নদী, কলুষীর নেত্রে
দুরন্ত দুর্জ্জয় সিন্ধু রাশি অনলের।
পুণ্য নেত্রে স্থিরা, ধীরা, তমসা সুন্দরী,
কুলু কুলু রুণু রুণু চলে নিশি দিন।
বিরাজিছে স্বর্ণ সেতু অতীব সুন্দর,
দুই ভাগে মহানদী ; যেন নীলাকাশ
বিভাগিয়া রাজিতেছে স্বর্ণদী সুন্দর।
পুণ্যবান্ যাঁরা সুধু তাঁরা ভাগ্যবান্,

দেখে পাশে বিরাজিত মর্ম্মর-খচিত,
মহাপরিসর পথ ; পাপীর নয়নে
স্বধু অগ্নিসিন্ধু যেন গরজি গভীর,
উথলিছে ধূমপুঞ্জ, গরল, অনল।
উতরিয়া সেতুরাজ হাসিয়া জননী
দেখিলা সেতুর পার্শ্বে স্থির দাঁড়াইয়া,
ভুবন-মোহিনী এক ষোড়শী যুবতী ;
কি সুন্দর চক্ষু দুটি, বিধাতার রাজ্যে
এমন সুন্দর কোথা পায় না খুঁজিয়া ;
বিধাতার সৃষ্টি খুঁজি যা কিছু সুন্দর
সকলি লুটিয়া যায় রমণীর পায়।
মৃদু হাসি জননীরে করি নমস্কার
কহিলা রমণীরত্ন "তোমার কারণে
পাঠায়েছে স্বর্গ দ্বারে বিধাত্রী আমায়,
আগুসরি লইতে তোমায়। নাম মোর
মায়াদেবী, নিয়তির চির সহচরী।
ঘুরি সদা যথা তথা তাঁহার আজ্ঞায়,
কামচরী আমি দেবি ; সৌর রাজ্য যত,
যত যত সৃষ্ট বিশ্ব দেখ দেবি তুমি
সকলি আমার জ্ঞাত ; তব আশীর্ব্বাদে
সবে ভালবাসে মোরে আদরে সতত।
কার্য্য মম স্বধু মাত্র আনন্দ-সঞ্চার,
আশা মোর জীবন-সঙ্গিনী ; আমার দর্শনে
ভুলে যায় নর নারী যাতনা বিষাদ।

পারি আমি দেখাইতে নবীন রসাল
রম্য দৃশ্য, ভুলে নর দেখিয়া আমায়,
নাহি করি অপকার। জগদ্-বন্দিতে!
এসো দেবি, সেই পুরে বসিয়া যেথায়
রাজরাজেশ্বরী দেবী বিধাত্রী সুন্দরী
ন্যায় তুলাদণ্ড করে সদা বিরাজিত,
হাস্যময়ী, প্রেমময়ী, মূর্ত্তি করুণার।
এত বলি মায়াদেবী চক্ষের নিমিষে
ঘুরাইলা চাবী যেন কোন্ দূর রাজ্যে,
খুলিল দুয়ারখানি, বিস্ময়ে জননী
হেরিলা—বিস্তৃতি পুরী ইন্দ্রপুরী সম।
প্রাসাদের শ্রেণী তথা কাতারে কাতারে,
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত নানা বরণের,
দাঁড়াইয়া স্থির, ধীর, রূপে করি গ্লানি
তপনের কিরণ উজ্জ্বল। 'কোন্ দেশ'
জিজ্ঞাসিল ব্যগ্র-চিত্তে ভারত-জননী,
বড়ই সুন্দর পুরী, চতুর্দ্দিকে আহা,
রত্ন-মহীরুহ-রাজি, রত্নফল তায়
ঝুলিছে সমীর স্পর্শে; সোণার বরণ
ঝাঁকে ঝাঁকে বিহঙ্গম করি কলরব
ঢালিছে অমৃত রাশি পুরীর মাঝারে।
সুন্দর বল্লবীরাজী পাদপের কোলে
দুলিতেছে মহানন্দে মলয়-পরশে,
আনন্দে নাচিছে যেন সুন্দরী যুবতী

নৈশ নীলাকাশ তলে, মুগ্ধ মনঃ প্রাণ
প্রকৃতির রূপরাশি করি নিরীক্ষণ।
সূর্য্যের কিরণ মালা, স্নিগ্ধ, মনোরম,
সমুজ্জ্বল, যেন দেবী বরণ তোমার।”
কহিলেন মায়াদেবী “ধর্ম্মরাজপুরী
ইহা বড়ই সুন্দর ; ন্যায়-অবতার
জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মরাজ রত্ন-সিংহাসনে,
স্মেরানন করে সুধু কর্ম্মের বিচার ;
যার যেই কর্ম্ম মাতঃ, সেই কর্ম্মরাজি
লিখি রাখি, ধর্ম্মরাজ বিতরে সতত
কালক্রমে তার ফল আলস্যবিহীন।
এসো দেবি, দেখাইব তাঁহার বিচার
পুণ্যময়, প্রেমময়, পক্ষপাত-হীন।”
এতবলি মায়াদেবী ধরি মাতৃকর,
পশিলা বিস্তৃত মাঠে, শ্যামল, সুন্দর,
তার বক্ষে বিরাজিত হর্ম্ম্য স্বর্ণময়,
সুবিশাল, সমুজ্জ্বল ; তার মাঝে বসি
জ্যোতিষ্মান্ ধর্ম্মরাজ করেন বিচার
সূক্ষ্ম ন্যায়দণ্ড করে ; স্থানে স্থানে বসি
দূত-বৃন্দ, কোন দূত গর্ব্বে দাঁড়াইয়া
রাখিছেন শাস্তি তথা, অন্য দূত কেহ
আনিছেন রাজপার্শ্বে পাপী পুণ্যাত্মায়।
জননী কৌতুক-মগ্না, স্থির দাঁড়াইয়া,
দেখিলেন শান্ত-চিত্তে কর্ম্মের বিচার।

আনিলেন দূত এক সম্মুখে রাজার
কোন পুণ্য-কর্ম্মী বীরে, চাহি' ধর্ম্মরাজ
খুলিলেন ধীরে ধীরে হিসাব তাহার,
কহিলেন হৃষ্টচিত্তে গম্ভীর আরাবে,
"বীরবর! ত্যেয়াগিছ আপন জীবন
পর-উপকার-তরে। আজন্ম তোমার
সাধিয়াছ মহাব্রত পর-উপকার;
বুঝিয়াছ মনে প্রাণে সৌর বিশ্ব যাহা
সকলি তাঁহার খেলা; সেই সর্ব্বময়,
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, উৎপত্তি, প্রলয়।
বিশ্বের সকল জীবে ভগিনীর মত
ভাল বাসিয়াছ দেব, আমি ভাগ্যবান্
তোমা হেন বীর-শ্রেষ্ঠে করিয়া দর্শন;
যাও তুমি, তব তরে সপ্তম অলকা;
ভুঞ্জ কোটি বর্ষ সুখ; তার পরে দেব,
যাবে তুমি দেবগুরু বৃহস্পতিপুরে,
লভি পরমার্থ জ্ঞান মিলিবে তাঁহায়,
যিনি জগতের লক্ষ্য, পাইবে নির্ব্বাণ।"
কহিলা সুকর্ম্মা ধীরে মধুর বচনে,
"ধর্ম্মরাজ, ইচ্ছা মম নহে ভোগ আর;
সেই সিংহাসন তলে করিব যাপন
এজীবন চিরকাল, বাসনা আমার।"
হাসিলেন ধর্ম্মরাজ, মধুর বচনে
কহিলেন চাহি তাঁরে, "শুন কর্ম্মবীর,

মোরা বিচারক বটে তবু পরাধীন ;
তোমার বিচার-কর্ম্মে তোমার অধীন,
কর্ম্ম-ফল-দাতা মাত্র, স্বাধীনতা-হীন।
যেইকর্ম্ম সাধিয়াছ ভুবন মাঝারে,
বহুদিন ভাবিয়াছ সেই কর্ম্ম-ফলে
ভুঞ্জিবে অক্ষয় লোক, কোটি বর্ষব্যাপি,
মরতের সব দুঃখ যাবে মিলাইয়া।
তুমি কর্ম্ম কর বীর, ফলের জনক ;
আমি মাত্র তব কথা কহি নিজ মুখে।
ছাড়িয়া সপ্তমস্বর্গ, দেবগুরু-পুরে
বঞ্চি কত সুখ-বর্ষ, লভি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,
বুঝিবে নিষ্কাম ধর্ম্ম, হইবে নিষ্কাম,
পাবে মুক্তি। দূতবর, স্বর্ণরথে চড়ি
রাখ এই নররত্নে সপ্তম স্বরগে।”
আরোহিলা নর-শ্রেষ্ঠ, নয়ন-নিমেষে
উতরিলা সেই রাজ্যে, পুণ্য, জ্যোতির্ম্ময়।
তারপর অন্য জনে অন্য কোন দূত
আনিলা ধর্ম্মের পাশে ; চাহি তার পানে
খুলিয়া সুন্দর পুঁথি, দেখি কর্ম্মাবলী
কহিলা মৃদুল রবে “পঞ্চম স্বরগে
যাহবীর, দেশ প্রাণ ভ্রাতৃ-প্রিয় তুমি।
লক্ষবর্ষ যাপি তথা, করিবে প্রয়াণ
পুনরায় মর্ত্ত্যভূমে। তথা হতে আসি
বঞ্চিবে অযুত বর্ষ সপ্তম স্বরগে,

তথাহতে যাবে তুমি বৃহস্পতিপুরে,
লভিবে বিমল জ্ঞান ; সেই দেশ হতে
উঠি ঊর্দ্ধে, প্রবেশিবে প্রহ্লাদের পুরে,
মুক্তকর্ম্মা, প্রচারক নিষ্কাম কর্ম্মের,
তার পরে প্রবেশিবে সিংহাসন-তলে
চিরতরে, চাঁদ ডুবে চাঁদের সাগরে।"
পুনরায় অন্য দূত করিলা প্রবেশ,
সঙ্গে বিচারার্থীনর, হাসি ধর্ম্মরাজ
খুলিলা হিসাব তার, কহিলা গম্ভীর,
"তৃণ-ধ্বজ-কূপতুল্য, দেখায়েছ তুমি
শ্যামল, নবীন ক্ষেত্র, ধর্ম্ম-পরায়ণ ;
যেই কেহ তব বক্ষে করে পদক্ষেপ,
সেই হতভাগা ডুবে গর্ভে মৃত্তিকার।
দেখায়েছ উচ্চ করে, ডাকি উচ্চ কণ্ঠে,
দেশ-হিত-কারী তুমি ; স্বার্থ-প্ররোচনে
দিয়েছ ডুবায়ে পাপী মানব-মঙ্গল
অতল জলধি-গর্ভে। তোমার লাগিয়া
নির্ম্মিত হয়েছে এক পুরী সুবিশাল,
নাহি তথা নরনারী, পশুপক্ষী যত।
উঠেনা সে দেশে সূর্য্য, নাহি শশধর,
অন্ধকারে পরিপূর্ণ ; শোঁ শোঁ রব করি
বহে তথা অবিরত উত্তপ্ত পবন ;
প্রদীপ্ত শ্মশান, পাপী যাও সেই দেশে ;
যাপি লক্ষ বর্ষ তথা অনুতাপানলে

দগ্ধপ্রাণ, প্রবেশিবে মর্ত্ত্যভূমে পুনঃ,
করিয়া নবীন কর্ম্ম, কর্ম্মের ভুবনে,
আঁকিবে নিজের চিত্র নিজ তুলিকায়।
তখন স্বাধীন তুমি, নহ পরাধীন,
কর্ম্মকর্ত্তা তুমি নিজে ; করিবে যেমন
ভুঞ্জিবে তেমন ফল, যাও ত্বরা করি।"
আসিলা অপর নর, চাহি তার পানে
কহিলেন ধর্ম্মরাজ "বিলাস-ব্যসনে
দিয়েছ ডুবায়ে তব অতুল জীবন ;
নহে বিলাসের তরে মানব-জীবন।
মহামূল্য নর জন্ম, লক্ষ্য জ্ঞানার্জ্জন,
কর্ম্ম পরউপকার, উদ্দেশ্য-বিহীন,
কাম-শূন্য ; সেই কর্ম্ম অবহেলা করি,
বিলাস-ব্যসনে মগ্ন, আপাত-সৌন্দর্য্যে
ভুলায়েছ তব মন। যাও ত্বরা করি
সুন্দর সুধাংশু-লোকে সৌন্দর্য্যের ভূমি,
আমিত বিলাস রাশি, যাপ কোটিবর্ষ,
দেখিবে, যখন তব খুলিবে নয়ন,
ফাঁকা, প্রহেলিকাময়, সকল বিলাস।"
অন্যদূত অন্যে আনি, করি সংস্থাপন,
দাঁড়াইলা নাসিকায় করিয়া কুঞ্চিত,
ধর্ম্মরাজ তার দিকে ফেলিয়া নয়ন,
কহিলা জীমূতরবে, "পরদার-রত,
পাপী তুমি কাটায়েছ নিজের জীবন

ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-সুখে। মানবের হৃদে
বিবেকের রূপে পূর্ণ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত ;
লাথি মারি নিক্ষেপিছ নিরয় মাঝারে ;
যাও, কোটিবর্ষ থাক রৌরবনরকে,
কৃমিকীট-পরিপূর্ণ, মহাভয়ঙ্কর,
তমোময় ; তারপরে পুনঃ কর্ম্মভূমে
বেশ্যারূপে পাপী তুমি লইবে জনম।"
দেখিতে দেখিতে মাতা, মায়াদেবী সহ,
বিস্ময়-সাগর-মগ্না, চলিলা সত্বরে,
ছাড়াইয়া সেইরাজ্য, শুনিলা অদূরে
মহাকোলাহল ; যেন সৌররাজ্য যুড়ি,
গ্রহে গ্রহে উপগ্রহে মহা সঙ্ঘর্ষণ
আরম্ভিল, আকর্ষণ বিশ্ব-স্থিতি মূল,
ডুবে গেল আচম্বিতে কাল পারাবারে।
জিজ্ঞাসিলা ভীতা, এস্তা, ভারত-জননী,
"মায়াদেবি, ওকিসের মহা কোলাহল,
শুন পূর্ব্বরাজ্য যুড়ি, বধির শ্রবণ।"
কহিলেন মায়াদেবী, "ওই যে দক্ষিণে
দেখ অন্ধকারময়ী পুরী ভয়ঙ্করী,
উঠিছে অনল-শিখা লিহি লিহি করি,
আসিছে ক্রন্দন-ধ্বনি অস্ফুট, দুর্ব্বল,
সেই রাজ্য খ্যাত সদা ভীষণ নিরয়।
সে রাজ্যের কোলাহল দেখ ডুবাইয়া,
পূর্ব্ব প্রান্ত হতে তীব্র আসিছে কেমন

ভীষণ কল্লোল ; নিযুত যোজন দূরে,
শুনাযায় যেন পার্শ্বে উঠিছে আরাব ;
চল মাতঃ, আজি মোরা দেখিব সেস্থান।”
এতবলি মায়াদেবী চলিল ত্বরায়,
মায়ার মায়ায় মুগ্ধা চলিলা জননী,
দেখিলা বিস্তৃত পুরী ; চতুর্দ্দিকে তার
গিরিচূড়াসম উচ্চ প্রাচীর সকল
পড়িতেছে খসি, ধীরে, স্তূপের আকার ;
বিবর্ণ, মলিন, সেথা সৌন্দর্য্য-বিহীন।
কত মঠ, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন আদি
দাঁড়াইয়া সুবিমল আকাশের পটে
সুচিত্রিত, আহা মরি ! জীবনমোহন।
বৃদ্ধের ললাটদেশে যেমতি কুঞ্চন,
শিরে শুক্ল কেশরাজি, করে বিজ্ঞাপিত
বয়োমান ; বিজ্ঞাপিত করিল তেমতি
মঠচিহ্ন জীবনের অবসান ওহ !
সুন্দর শিখররাজি, ভুবন-মোহন,
কোন কোন মঠশির করি শূন্যময়,
পতিত ভূতল মাঝে ; স্থানে স্থানে স্থানে
ভাঙ্গিছে ইষ্টক রাজি পড়ি মহীতলে।
মায়াসহ চমকিতা ভারত-জননী
হৈলে কতদূর আগু, দেখাইলা মাতা
বিশাল বিস্তৃত পুরী, মিশিয়াছে দূরে
অনন্বর সহ, স্থির, সুনীল, উজ্জ্বল।

"কোন্ পুরী এই দেবি" জিজ্ঞাসিলা মাতা,
"শীতে যথা ঝরে পত্র বিবর্ণ, মলিন,
মহামহীরুহরাজি নিস্তেজ, শ্রীহীন;
দৈন্যের মূরতি হেন দেখ মহাদেবী,
তেমতি এ মহাপুরী। বিশাল ভবনে
ক্বচিৎ দু এক নর চলিছে মন্থর;
নাহি মাত্র এইদেশে উৎসাহের লেশ।
আলস্য, জড়তা যেন ভীষণ আকারে
আবরিছে মহাপুরী, কুয়াসার মত;
রাজ্য যেন রাজাশূন্য; দেহ প্রাণহীন;
হারাইল নারী যেন পতি আপনার।"
"এইপুরী শিল্পপুরী, জননি ভারত,"
মায়াদেবী মহাব্যগ্রে কহিতে লাগিল,
"জগতে অতুল শিল্প করিয়া প্রচার,
এই পুরবাসিবৃন্দ, মহান্ গরবে,
কহিলা জলদ-মন্দ্রে, বিশ্বের সকল
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, শোভাময়, আজ্ঞাধীন তার।
উঠিল এদেশ যুড়ি রম্য অট্টালিকা,
মঠরাজি, দুর্গশ্রেণী, মন্দির সকল,
পূরিল বিশাল রাজ্য; কৌশল যেমন
সবার জননী পৃথ্বীজঠর হইতে,
উঠিলেন রম্য, স্থির, অনন্ত-সুন্দর।
যেন মরি! বন রাজ্যে মহামহীরুহ
বাড়াইলে তুঙ্গশৃঙ্গ সুনীল আকাশে,

প্রশারি বিশাল বাহু, স্থির অবিচল,
কলকণ্ঠে ভরপুর, আনন্দে মগন ;
দাঁড়াইল বন-রাজ্য, আহ্লাদে অধীর।
গড়িলা পাষাণ-মূৰ্ত্তি, মূৰ্ত্তি মৃত্তিকার,
কেবা নাহি চমকিত, উচ্চকণ্ঠ করি,
বলিবেন, মূৰ্ত্তিচয় নহে প্রাণহীন,
জীবন্ত, সুন্দর, অহো, জগত-মোহন !
এই পুরী হতে নর, স্মরি জগদীশ,
মহামহীধর তলে বসিয়া গুহায়,
নিরমিলা সুবিচিত্র ভুবন সুন্দর,
মূৰ্ত্তি শত, মহাহর্ষে ভরিল পরাণ।
কিন্তু আজ দেখ দেখি, কিবা ভয়ঙ্কর
চন্দ্রমার হাট যেন ভীষণ শ্মশান !”
আরো কতদূর মায়া জননীর সহ
হৈলে অগ্রসর, দেবী দেখিলা বিস্ময়ে,
বিশাল, বিস্তৃত, রম্য অলকার মত,
ঝলসিয়া দিঙ্মণ্ডল রূপের ছটায়,
বিরাজিত মহাপুরী। প্রাসাদে প্রাসাদে
আকাশ ছুঁইয়া গর্ব্বে, সুনীল কেতন
বায়ুক্রোড়ে মনোরম হতেছে দুলিত ;
নয়ন ভুলিয়ে যায় রূপের বিভায়।
সারি সারি রম্য হর্ম্ম্য, সুন্দর, উজ্জ্বল,
কেহ স্বর্ণ, কেহ নীল, কেহ রৌপ্যময় ;
মণিমুক্তা, মরকত, পাটল, প্রবাল,

নিরমিয়া সৌধরাজি ভানুর কিরণে
হাসিতেছে, হাসাইয়া সীমায় সীমায়
মহারাজ্য। অগণিত মানব সন্তান,
ধনগর্ব্বে মহাগর্ব্বী বিচিত্র বসনে,
চলিতেছে মহাদম্ভে ; গুন্ গুন্ রবে,
কেহ ধীরে, প্রকাশিয়া আনন্দ, অতুল,
চলিছে আপন পথে। হর্ষে মাতোয়ারা
মহাপুরী ; সুবিস্তৃত রাজপথরাজি,
মহামূল্য, সমুজ্জ্বল প্রবাল নিকরে
বাঁধানো, পিছলে যেন নয়নযুগল।
বহুদূর-বিসর্পিনী তরঙ্গিনীরাজি,
যৌবন-উন্মত্তা যেন রহিয়া রহিয়া,
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ঢালিছে অসীম,
অগণিত অর্থ-রাশি ; তরণী নিকর
নানা বর্ণে বিরাজিত তটিনী উপর ;
যেন দূর নালাকাশ লক্ষ্য করি মনে,
দিবসের শেষ ভাগে রম্য কলহাঁস,
ছড়াইয়া পক্ষদ্বয়, ধবল, সুন্দর,
উড়িলা নমিয়া সূর্য্যে, ভাবি পরমেশ।
পৃথিবীর প্রতিদেশ, অতীব যতনে,
পাঠায়েছে পুত্র-বৃন্দে এ সুন্দর পুরে ;
জগতে অতুল ইহা জগত-বিস্ময়।
আনন্দ-মগনা মাতা, মায়ার মায়ায়
মুগ্ধা, চাহি মায়া পানে, জিজ্ঞাসিলা ধীরে

"কহ দেবি, কোন্ দেশ ? কেমন সুন্দর !
বড়ই আনন্দে মগ্ন পুরের সৌন্দর্য্যে।
উত্তরিলা মায়াদেবী, "জগতে অতুল
জগতের লক্ষ্মীরূপা ভারত জননী ;
তাঁহার বাণিজ্য-গৃহ এমত সুন্দর।
ধন্যা তুমি, জগতের মস্তকের মণি,
জগতের অন্নদাত্রী ; তোমার ভবন
মণিমুক্তা-মরকত-প্রবাল-আধার।
কিন্তু মাতঃ ! কি বলিব দুঃখের কাহিনী ?
আনন্দে বিষাদ যথা, যমুনার জলে
যেমতি দুরন্ত অহি থাকে লুকাইয়া,
তেমতি এ পুরী মাঝে আছে লুক্কায়িত
আশীবিষ, তার বিষে জ্বলিবে শরীর।
শ্যামল সুন্দর মেঘ বিজলীতে ভরা,
নিক্ষেপি অশনি রাজি, গুরু গুরু রবে,
ভাঙ্গে যথা শোভাময় নিকুঞ্জ কানন,
তেমতি মা এই পুরী (কে বলিতে পারে ?)
নিক্ষেপিবে কোন্ দিন অশনি ভীষণ।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ভল্লুক যেমন,
গুম্ গুম্ রবে ছুটে দিগ্ দিগন্তরে,
তেমতি সম্পদ্ লোভে, বিদেশী দুর্দ্দম,
ছুটিতেছে মহাদম্ভে, লুটি এই পুরী
সাজাইবে আপনার রাজ্য সুবিশাল।"
যেমতি শিয়র-দেশে গোক্ষুর গর্জ্জনে

ভীত, ত্রস্ত, চমকিত উঠে নিদ্রাভাঙ্গি
পান্থ জন, চমকিতা ভারত জননী
তুলিলা নয়ন দুটী লক্ষ্যি চারি দিক্
শূন্য পানে, মনে মনে উঠিলা শিহরি।
কতক্ষণে সম্বরিয়া চাঞ্চল্য মনের
কহিলা গভীর রবে "শুন মায়া দেবি,
এখনো অগণ্য মম ক্ষত্রিয়-সন্তান,
দাঁড়াইয়া বীর গর্ব্বে, করি অঙ্গীকার,
রাখিবেন জননীর বৈভব, সম্পদ,
আপন শোণিত-দানে। এ ক্ষত্রিয়-গিরি
কোন্ বীর আসিবেক করি চূর্ মার?
হাসিলেন মায়াদেবী, কহিলা গম্ভীরে,
"জগতের পূজ্যাতুমি ভারত-জননী,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা নহে, এসো মহাদেবি,
অদূরের কোলাহল ঘনাইছে ক্রমে,
যেন কোন্ দূর যুগে, দেবাসুর মিলি,
মথিল ভীষণ অম্বু মন্দর-দণ্ডেতে;
উঠিল কল্লোল মহা, উঠিল গরল
শোঁ শোঁ রবে ব্যাপ্ত করি অবনী মণ্ডল।"
চলিলা ভারত মাতা সঙ্গে মায়া দেবী,
অগ্রসরি কতদুর, দেখিলা বিস্ময়ে,
প্রলয়ের মূর্ত্তি সম মহারক্তাকার
বিপুল জনতা; কারো হাতে করবাল,
কারো হাতে ভীম বর্ষা, কারো ধনুর্ব্বান,

কারো করে ভীম গদা, আগ্নেয়াস্ত্র ধরি
বিশাল শোণিত ক্ষেত্রে করিছে বিহার,
যারে পায় হানিতেছে চিত্তে অকলুষ।
উড়িছে পতাকা রাজি সুনীল আকাশে,
খোদিত কেতন-বক্ষে দেশ নামাবলি ;
অবহেলে মায়াদেবী, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
দেখাইলা সেইক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের দল।
কহিলা বিষাদে মায়া, "দেখগো জননি,
ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দ আজি এ সময়ে,
ভুলি রাজ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম, লোক-হিতৈষিণী
রাজ্য-রক্ষা, প্রজা-রক্ষা, বিবেক-বিহীন
পরস্পর ব্যতিষক্ত আন্তর বিগ্রহে,
ভাসাইতে বক্ষ তব রুধির-প্রবাহে।
যেই জাতি হতে মাতঃ, একদা তোমার
জনমিল রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ অতুল,
ভীষ্মদেব মহাবলী, বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
সর্ব্বশেষ শাক্যসিংহ ক্ষত্র-কুল-চূড়া ;
জনমিল 'মহাবীর' ; সেই জাতি হতে
জনমিছে দেখ আজ এ নগর যুড়ি
কেবল স্বার্থের দাস, দাস ইন্দ্রিয়ের।
দিল্লী, কান্যকুব্জ, চোল, বাঙ্গালা, মগধ,
উৎকল, কাশ্মির, রেবা, মিবার দুর্জ্জয়,
সিন্ধু, গুজরাট্, ওই পাঞ্জাব ভীষণ,
চোলা, চেরা, পাণ্ড্য, আর চালুক্য কেমন

প্রমত্ত গৃহ-বিবাদে উড়ায়ে নিশান।”
এতবলি মায়াদেবী নিমেষের মাঝে
ধরি জননীর কর, আনিলা টানিয়া,
দেখাইয়া সমুজ্জ্বল, ইন্দ্রপুরী সম,
কিছু দূরে রাজিতেছে পুরী শোভাময়ী।
উঠিলা পুরীর দ্বারে, দেখিলা জননী
কি বীভৎস মহাকাণ্ড, ইন্দ্রিয় সেবায়
লিপ্ত মহাদম্ভে দম্ভী ভারত-রক্ষক।
ঘৃণায় মুদিয়া আঁখি ভারত-জননী
কহিলা গভীর ক্ষোভে “জানি মায়াদেবী
ক্ষমতার পরিণাম। সেকারণে আমি
সর্ব্বোপরি স্থেপেছিনু প্রিয় পুত্রমম,
ভূতলে, ‘ব্রাহ্মণ’ খ্যাত পরার্থ-জীবন।”
নীরবে মায়ের কর ধরি মায়াদেবী
আরো কতদূর ধীরে হৈলে অগ্রসর,
দেখিলা বিস্তৃত দেশ; সেই কোলাহল
উঠিতেছে অবিরত ভেদি নীলাম্বর।
“সেকি দেবি,” উচ্চ কণ্ঠে ভারত জননী
চাহি মায়াদেবী পানে কহিলা উচ্ছ্বাসে,
ঢাকিল বদন-শশী রাহু-অন্ধকার;
ডুবে গেল তারা রাজি নীল আকাশের
গভীর জলদ-জালে; নীরবিল পিক্
আকাশের গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জনে।
“সেকি দেবি, এই মোর ব্রাহ্মণ-কানন?

কোথা মম 'শ্যাম' বট ভূতলে অতুল ?
কোথা মম পুণ্যময় গিরি রৈবতক ?
কোথা মম শোভাময় তমসার তট ?
কোথা মম কুঞ্জরাজি ? এই হাতে করি
অভাগিনী সাজাইনু কত যে যতনে,
সকলি গ্রাসিল কি গো কাল দুরাচার ?
এ কাননমাঝে দেবি, হিংসা-দ্বেষ-হীন
চরিত শ্বাপদ-বৃন্দ মানবের মত।
কোথা মম জনস্থান ? পুণ্য সিদ্ধাশ্রম ?
মানস-সরস কোথা ? কোথা স্থাণুবন ?
কোথায় ধবলগিরি বিশ্বে অতুলন ?"
কাঁদিলা জননী পুনঃ, বিষাদ-কাতরা ;
উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি, সুনীল আকাশ
সীমা হ'তে সীমান্তরে উঠিল কাঁদিয়া,
আকাশে কাঁদিল পাখী, সেই পুরী মাঝে
একটি সলিল রেখা কাহারো নয়নে
নাহি হলো প্রবাহিত। ধীরে মায়াদেবী
আপন আঁচলে মার মুছি অশ্রু-নীর,
কহিলেন সবিষাদে "দুঃখ যদি মাতঃ,
দেখিতে এ পুরী তব, কি কাজ দেখিয়া ?
মনে যদি পাও দুঃখ শুনিলে এ কথা,
থাকুক্ এসব কথা ; এই পুরী ত্যজি
চল যাই দুই জনে নিয়তির পুরে :
দেখিব তোমার চিত্র, কোন্‌রূপ ধরি,

কোন্ খেলা খেলিবেক মুহূর্ত্তেক পরে।”
কহিলা বিষাদে মাতা “দেখিব এ পুরী ;
বিশাল ধর্ম্মের রাজ্য করি নিরীক্ষণ,
বুঝিয়াছি এই পুরী অদৃষ্ট আমার ;
সব লেখা লিখা আছে এই পুরী মাঝে।”
“দেখ মাতঃ”, মায়াদেবী কহিতে লাগিলা
“যেই পুত্রগণ তব তেয়াগি সংসার,
লইলা দারিদ্র্য-ব্রত জগত-মঙ্গলে,
ছাড়িলা প্রাসাদরাজি, দূর বনপ্রান্তে
নিরমিলা নিজ-করে লতার কুটীর ;
সেই পুত্র, আজি তব মহাব্রত ভুলি,
তুলিছে প্রসাদ রাজি, যুড়ি মহাদেশ,
নিকুঞ্জ কাননরাজি উৎপাটি সমূলে,
নিরমিছে, দেখ মাতঃ, বিলাস ভবন।
কি কুক্ষণে, দেখ মাতঃ, মোহ-মুগ্ধ-নর,
বাণীর চরণ-পূজা, বিশ্বে অতুলনা,
করি পরিহার, ভ্রান্ত, ক্ষণ-সুখ-তরে
সঁপিয়াছে, আপনার অতুল জীবন,
বিলাস-ব্যসন-করে। পরার্থ মহান্
পরিহরি, স্বার্থে মগ্ন ব্রাহ্মণ-সন্তান ;
ইন্দ্রপুরী বিজয়িল দৈত্য মেঘাকার।
জগত-মঙ্গল ছাড়ি, আত্ম সুখ-তরে,
ভ্রান্তি-মগ্ন, ডুবে গেলো তোমার সন্তান,
অতল জলধি তলে ডুবিল ভারত।

ব্রাহ্মণ ভারত-শিরঃ, বাহু ক্ষত্রগণ ;
বৈশ্যবৃন্দ ভারতের জঠর বিশাল ;
শূদ্রগণ পাদযুগ। সেই শিরঃ আজ,
কালক্রমে, কর্ম্ম-দোষে হইল বিকৃত,
ভারত-সমাজ-দেহ চেতনা-বিহীন।
এই যে ব্রাহ্মণপুরী, ঝরণার মত
ছড়াইত পুরে পুরে পুণ্য সুধাধারা,
সঞ্জীবিত এ অমৃতে ভারত বিশাল,
হাসিত শরতে যথা কোকনদ-রাজি ;
হায় মাতঃ, এ ঝরণা গেলো শুকাইয়া।”
এত বলি মায়াদেবী জননীর কর
ধরি অতি ধীরে ধীরে, মৃদুল গমনে,
অগ্রসরি কতদূর, দেখাইলা মায়,
বিস্তৃত কানন-দেশ, গর্ব্বে দাঁড়াইয়া
অনম্বরলেহী কত মহামহীরুহ,
সুন্দর, শ্যামল, কিবা নয়ন-রঞ্জন!
“এই কাব্য-বন”, মায়া লাগিলা কহিতে,
“ওই পুণ্য ‘রামায়ণ’, পবিত্র ‘ভারত’,
অর্দ্ধকাব্য বন যুড়ি, বিস্তৃত, বিশাল,
হিমাদ্রির চূড়াসম ঊর্দ্ধে তুলি শির।
দেখ মহীরুহযুগ জীবন্ত কেমন,
ফলে ফুলে সাজাইয়া, বপু কমনীয়,
দাঁড়াইয়া স্থির, ধীর ; মলয় অনিল
বীজনিছে পদযুগ। ভাদ্রে গঙ্গা যেন,

আপনার রূপরাশে মগ্ন আত্মহারা,
অচঞ্চল, পূর্ণাঙ্গিনী, গজেন্দ্র-গামিনী,
কুলু কুলু করি নাদ চলিছে হরিষে,—
মহা পারাবার লক্ষ্যি,—লক্ষ্য জীবনের।
বাজিছে মধুর বাদ্য, বিশ্ববিমোহন,
সেই মহীরুহচূড়ে অদৃশ্যে সতত ;
মনে হয় যেন বসি নীলাকাশ-চূড়ে,
মেঘ সিংহাসন, 'পরি বাঁশরী বাজায়,
ব্রজ ছাড়ি, শত্রুভীত আপনি মাধব,
চাঁচর চিকুরজাল পড়িছে এলায়ে,
ত্রিভুবন সেই দৃশ্যে রয়েছে চাহিয়া।
এই মহীরুহ-ফলে তৃপ্ত বসুন্ধরা ;
কোন কোন ভাগ্যবান্, এই ফল খেয়ে,
রোপিয়াছে বীজ-রাশি, লুটি চন্দ্রপুর,
সিঞ্চিলা অমৃত তথা স্বর্ণকুম্ভে পূরি,
মন্দার পাদপচয়ে বীথিকা নিরমি।
'শকুন্তলা', 'রঘুবংশ', 'উত্তর চরিত',
'শিশুপাল-বধ', মায়া দেখিলা হরিষে,
অনন্ত-যৌবন, রম্য, অক্ষয়, অতুল,
দাঁড়াইয়া স্বর্গে যেন কিন্নরী কিন্নর।
কিন্তু মায়া সূক্ষ্ম দৃষ্টে দেখিলা চাহিয়া
সেই রাজ্যে নাহি কোন পাদপ নবীন।
কেবল আগাছা কত উঠিছে সগর্ব্বে,
উরিছে কদলীবৃক্ষ ভুতুড়ির সার,

তেতুল, এরণ্ড বৃক্ষ, যুড়িয়া কানন;
কেবল কণ্টকরাজি ব্যাপি সর্ব্ববন।
অদূরে শুনিলা গীতি প্রাণবিমোহিনী,
অগ্রসরি কতদূর, হেরিলা বিস্ময়ে,
সুন্দর নিকুঞ্জবন। কিন্তু ধীরে ধীরে
পড়িয়াছে সুশোভন পাদপের রাজি
বিস্তৃত ধরণী তলে: বিটপনিচয়
প্রাণ-হীন, সার-হীন, দেহ মাত্র ধরি,
দাঁড়াইয়া, বল্লীব্রজ পড়িল ঢলিয়া।
কেহ নাহি কে নিকুঞ্জে আগাছা তুলিয়া,
কাটিয়া কণ্টকবৃক্ষ, ছাটিয়া সুন্দর,
সিঞ্চিতে অমৃত-বারি পাদমূলে তার।
সহস্র বৎসর পরে, হায়রে যেমতি
ভগ্ন স্তূপীকৃত ইট করে বিজ্ঞাপিত
প্রাচীন রাজার পুরী, তেমনি এ কুঞ্জ
কহিলেক ধীরে ধীরে, মায়ের শ্রবণে,
আপন গৌরব-গাথা, বিহঙ্গম যেন
মধুর নিক্কণে পুরি, উড়ি নীলাকাশে,
শূন্য হতে মহাশূন্যে হইল বিলীন।
কহিলেন মায়াদেবী 'এই মা তোমার
গীতিবন, অযতনে গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
যেন কোন দুষ্ট কপি, মহাভয়ঙ্কর,
খেয়ে ফল, ছিড়ি লতা, ভাঙ্গিয়া পাদপ,
শ্মশান করিল এই নিকুঞ্জ কাননে।

মুছি অশ্রু বিষাদিনী, ভারত জননী,
চলিলা মায়ার সঙ্গে, দেখিলা অদূরে,
কিবা মনোরম বন বিশ্বে অতুলন,
সহস্র নন্দন ডুবে চরণ সীমায়।
যেন বিধি নামি নিজে, অতি সন্তর্পণে,
শ্যামল-পল্লব-শোভী, প্রাণ-মনোহর,
নিজ করে একানন করিলা তৈয়ার
বিশ্বের সম্ভোগ তরে। কানন-অনিলে
বাড়ে কান্তি, বলবান্ দেহ কমনীয়;
ফলাহারে ভ্রান্তি যত হয়ে যায় দূর,
ভেঙ্গে যায় আপনিই মোহের বন্ধন।
"দর্শন-উদ্যান তব", কহিলেন মায়া,
"সহস্র বৎসর পরে তেমনি সুন্দর,
যুগে যুগে এইরূপ প্রাণ-বিমোহন।
ওই দেখ 'বেদ'-বৃক্ষ, বিস্তারিয়া ভুজ
রাখিছে ভারতবর্ষ নিজ ছায়া তলে,
জননী যেমন রাখে আপন সন্তানে
দূরি মশকাদি জীবে। দেখ ভুজদ্বয়,
'জ্ঞান' 'কর্ম্ম' নামে খ্যাত, কেমন মহান্,
দিতেছে শীতল ছায়া ভারত যুড়িয়া,
এর ফলে সঞ্জীবিত ভারত-সন্তান।
এই 'ঋক্', এই যজুঃ, 'অথর্ব্ব' মহান্,
উঠিল গরব ভরে, যবে ভূমণ্ডল
আবৃত তিমিরপুঞ্জে, গিরির গুহায়,

পশুসহ নিয়োজিত ভীষণ আহবে,
জগতের নরবৃন্দ। ওই শুন মাতঃ,
কিবা মধুময়ী গীতি, ভরিল শ্রবণ ;
গাহিছে ওবৃক্ষ, রম্য, "সাম-বৃক্ষ" নাম,
অশ্রান্ত, অনন্তকাল এমনি সুস্বরে।
চির নব ওই দেখ 'বেদান্ত' সুন্দর,
দেখ মাতঃ 'সাংখ্য'—দ্রুম জগতে অতুল ;
ওই মাতঃ বৈশেষিক, যাহার প্রচার
আনিবে নূতন যুগ জগত-মাঝারে,
সহস্র বৎসর পরে, রূপরাশে তার
ভাসিবে জগত রম্য, সীমায় সীমায়।
ওই দেখ "যোগ-দ্রুম", যার ফলাহারে
বিশ্ব যত প্রজারূপে হয় পরিণত ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, হয় বিমলিন
তার কাছে, যেই জন খায় তার ফল।
ওদিকে "পূর্ব্ব মীমাংসা" কিবা নব সাজে,
নয়ন ভরিয়ে গেল সৌন্দর্য্যে তাহার।
আর দেখ ওই "গীতা" কিবা অপরূপ
কবিত্ব-দর্শন দুই পুণ্য সম্মিলন!
কিন্তু মাতঃ, দেখ আজি উদ্যান যুড়িয়া
উঠিছে এরণ্ড শ্রেণী, বক্ষ ফুলাইয়া
মহাগর্ব্বে, কণ্টকেতে ঘেরিল কানন।
দেখ মাতঃ, নিয়তির ভীম অট্টহাসি,
যেই পুত্রবৃন্দ তব করিল নির্ম্মাণ,

অতুল অলকাপুরী, বিশ্ববিমোহিনী,
সেই পুত্রগণ তব, মাটির পুতুলে,
উৎসর্গিল মনঃ প্রাণ, ক্ষমতা অসীম।
এত বলি মায়াদেবী, জননীর সঙ্গ,
অগ্রসরি কত দূর, দেখিলা তথায়
বসিয়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তি চারু তরুতলে ;
কুঞ্চিত ললাট-দেশ, নিমগ্ন চিন্তায়,
কতক্ষণে প্রচারিলা গভীর আরাবে,—
"সর্ব্বত্র ভাগ্যের জয়, কর্ম্ম চেষ্টা যত,
জলের তিলেক যেন শোভন ললাটে।"
আরো কিছু দূরে বসি, আরো কয়জন
নিমগ্ন চিন্তায় গাঢ়, একাদশী ব্রতে,
নবমীর ভক্ষ্যাভক্ষ্যে ; কোন্ শব্দ করি,
কোন্‌রূপে পড়ে ফল মৃত্তিকা উপর।
বিষাদে দেখিলা মাতা, এই পুরী মাঝে,
ছিল যে অমৃত-উৎস, সলিলে যাহার
জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা হতো বিদূরিত,
সে ঝরণা তীব্র গ্রীষ্মে গেলো শুকাইয়া।
কাঁদিলা দুঃখিনী মাতা বিষাদে আবার,
কে শুনে দুঃখের কান্না সে বিচিত্র স্থানে ?
ঘুরিলেন অঙ্কবন, জ্যোতিষ বিটপী,
আয়ুর্ব্বেদ অরণ্যানী, দেখিলা জননী,
সর্ব্বত্র শৃঙ্খলাশূন্য, বিভীষণ কীট,
প্রবেশিছে দম্ভভরে, জ্যোতিষ-পাদপে,

ছারখার অঙ্ক-বন, মরুভূ-সদৃশ।
শীতে যথা বৃক্ষ-পত্র, বিবর্ণ, মলিন,
পড়ে ঝরি, দেখাইয়া দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
অঙ্ক-বন সেইরূপ ভীষণ-দর্শন,
দাঁড়াইয়া হতশ্রীক, চিতার মতন,
ধূঁ ধূঁ করি জ্বলে সদা মহাবৈশ্বানর।
আবার কাঁদিলা মাতা করুণ নিক্কণে,
ভাসিল বিশাল বিশ্ব সে করুণ রবে ;
আপনি সে মায়াদেবী উঠিল কাঁপিয়া,
কাঁপিলনা শুধু সেই ভারতভুবন।
ধরি করে মায়াদেবী, মুছি অশ্রু মার,
কহিলেন ব্যগ্রচিত্তে, "জগতে অতুল,
পুণ্যময়ী, স্থৈর্য্যময়ী, প্রকৃতি-গম্ভীরা,
তুমি মাতঃ! নাহি সাজে কখনো তোমার
এহেন করুন কান্না। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসূতি,
দাঁড়াও গরবভরে এলায়ে কুন্তল.
রণচণ্ডীসম উচ্চে তুলি ভুজযুগ ;
'মাভৈঃ 'মাভৈঃ' রবে তুলিয়া ত্রিশূল,
নাম নিজে রণ-স্থলে, যবন-শোণিতে,
লিখ তুমি আপনার অদৃষ্টের লেখা,
রক্ষ নিজে পুরী তব বীরেন্দ্রাণী সম।"
এইরূপে সম্বোধিয়া ভারত মাতায়,
মায়াদেবী, কত দূর হয়ে অগ্রসর,
ঘুরাইয়া আপনার স্বুবর্ণ অঞ্চল,

দিলা শিশু ; আচম্বিতে দেখিলা জননী,
ভাসিছে আকাশদেশে কনক ভুবন,
শত-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল, মানস-মোহন।
উঠিলা ভারতমাতা লক্ষ্যি সে ভুবন,
মায়াদেবী, মুহূর্ত্তেকে হৈলা উপনীত,
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনটী রমণী।
তাঁর মাঝে বৃদ্ধা যিনি বড়ই সুন্দরী,
প্রকৃতি-গম্ভীরা, স্থিরা ; জননী ভারত
মুগ্ধ নেত্রে তাঁর পানে রহিল চাহিয়া।
অপরা সুন্দরী বটে, তবু মুখে তাঁর
যেন কত কালি রাশি ; দিন রাত্রি যেন
মহা পরিশ্রমে মগ্ন ; বিষাদ-ছায়ায়
ছাইয়াছে রমণীর সর্ব্ব কলেবর।
তৃতীয়া রমণী, দূরে, মলয় অনিলে,
দুলিছে ব্রততী যেন নিকুঞ্জ কাননে ;
হেরে না সর্ব্বাঙ্গ মূর্ত্তি ; অস্পষ্ট দর্শন
কয়ে দেয় যেন তিনি অতুল রূপিণী।
সবে বিধাত্রীর দাসী ; তাঁহার আজ্ঞায়
ঘুরে ফিরে ইচ্ছা মত সৌর বিশ্ব যুড়ি,
ঘুরে চতুর্দ্দশ বিশ্ব ; প্রচারে সতত
বিধাত্রীর পুণ্যময় মহিমা অতুল।
নিকটে অশ্বত্থ বৃক্ষ, বিটপ নিচয়
ছুইয়াছে মহাগর্ব্বে বৈকুণ্ঠ ভুবন,
মূলরাশি পরশিছে অতল পাতাল ;

প্রতি পত্রে মহীরুহে মানব জীবন।
সতত মলয় বহি স্বন্ স্বন্ রবে,
বিশ্বের অস্তিত্ব ধীরে করিছে প্রচার;
বিশ্বের সকল কাণ্ড যথাযথরূপে,
হয় প্রতিভাত এই মহামহীরুহে;
বড়ই আশ্চর্য্যময় বিটপী বিশাল,
বিস্মিতা ভারত মাতা দেখিতে লাগিলা;
আপনি বিমুগ্ধা মায়া। দেখিলা আকাশে
উড়িছে অসংখ্য পাখী মাথার উপরে,
কল কণ্ঠে গাহি গীতি ভুবনমোহিনী;
মুগ্ধপ্রাণা মাতৃ-দেবী অবশ শরীর।
কহিলেন মায়াদেবী "এ রমণীগণ
কাল এয়; বৃক্ষ এই সৌররাজ্য ময়;
কর্ম্মপাখী সর্ব্বোপরি করিছে সঙ্গীত,
মনঃসুখে অনম্বরে উড়িয়া পড়িয়া,
আপনার ইচ্ছামত, সর্ব্বত্র স্বাধীন।"
এই রূপে দেখি মাতা ঘটনা অদ্ভুত,
চলিলেন মায়া সহ কনক ভুবনে,
যথা রত্নসিংহাসনে বিধাত্রী নীরবে
বসি স্থিরা, করে ধরি শঙ্খ মহানাদ।
দেখি দেবী মায়া সহ ভারত মাতায়,
উঠি সিংহাসন হতে করি নমস্কার,
দাঁড়াইলা মহনীয়া জগত-ঈশ্বরী।
বিস্মিতা ভারত মাতা, দেখিলা পার্শ্বেতে,

দাঁড়াইয়া অন্যকোন ভারত-কমলা,
একরূপ, একদেহ, এক ঠামে স্থিরা ;
সুধু মাত্র অচঞ্চলা বিধাত্রী সুন্দরী,
চঞ্চলা ভারত-মাতা ; কালিমা বিহীন,
ভুবন-ঈশ্বরী দেবী ; চিন্তা কালিমায়
ম্লান-মুখ, বিষাদিনী, ভারত-জননী।
"আমারি সন্তান যেন", জননী ভারত,
আন্দোলিয়া মনে মনে, তীব্র দৃষ্টি রাখি,
কহিলেন, দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিমূঢ়া।
হাসিয়া বিধাত্রীদেবী কহিলা গম্ভীরে,
"সত্য বটে যা ভাবিছ ভারত-জননি,
তোমার সন্তান আমি ; তুমিই আমায়
করিছ সৃজন, দেবী, হলো বহুদিন।
কহ মাতঃ! কোন কর্ম্ম করিব সাধন।"
কহিলা ভারতমাতা, "জগত ঈশ্বরী,
বাঞ্ছা মম নেহারিব, ভবিষ্যে আমার,
কোন্ দৃশ্য, কোন্ রূপে, আছে লুকায়িত।
দেখ ওই সংবেষ্টিয়া ভুবন আমার,
মহাগর্ব্বে দাঁড়াইয়া অরাতিনিকর,
ডুবাইতে লক্ষ্মী মম অতল সলিলে।"
"যে আজ্ঞা তোমার মাতঃ!" হাসিয়া নিয়তি
কহিলা মধুর স্বরে, "তব চিত্র দেবি,
দেখিবে আপনি তুমি। শুন মায়াদেবী,
ধরি জননীর কর, খোল সন্তর্পণে,

ভবিষ্য-দর্পণ খানি, নির্ম্মল, সুন্দর ;
দেখাও তাঁহারে যত্নে, ভবিষ্যের তরে,
কি রয়েছে লুকায়িত অদৃষ্টে তাঁহার।"
আচম্বিতে মহাদেবী বিস্তারি কুহক,
খুলিলা আপন করে দর্পন বিশাল,
পরশি মায়ের কর কহিলা গম্ভীরে,
"দেখ এবে মহাদৃশ্য !" চকিতে জননী,
দেখিলা সম্মুখ দেশে, চিত্র সুচিত্রিত,
দেখিলা আকাশ দেশ স্বর্বর্ণে রঞ্জিয়া,
ডুবিছেন ধীরে ধীরে দেব দিনমণি ;
আসিছে তিমিরপাখী ব্যাদানি বদন,
বিস্তারি সুকৃষ্ণপাখা। দেখিতে দেখিতে,
ডুবিলেন ধীরে ধীরে দেব দিনকর,
অন্ধকারে অন্ধকারে ব্যাপিল জগত,
ব্যাপিল বিশাল নভঃ, বিশাল সংসার,
অট্টালিকা, রম্যপুরী, মহীরুহ রাজি ;
জগতের সর্ব্ব সৃষ্টি ডুবিল আঁধারে,
কাঁদিয়া উঠিল ক্রমে বিহঙ্গম রাজি,
কাঁদিল দিগ্বধূবৃন্দ হা হা রব করি ;
হা হা রবে পরিপূর্ণ সৃষ্টি বিশ্বেশের !
যেদিকে চাহিলা মাতা, দেখিলা সেদিকে,
কেবলই অন্ধকার বিভীষিকাময় !
"হায় ! হায় !" করি রব বিষাদিনী মাতা
ছিন্নমূল লতা সম পড়িল ভূতলে,

ভাসিল সে রম্য বক্ষ নয়ন সলিলে ;
লুটিল কনক দেহ, সুকৃষ্ণ কুন্তল,
ছড়াইল চারি পাশে, বিঁধিল নিষাদ
রম্য নিকুঞ্জের তলে, দুরন্ত, নির্দ্দয়,
গীতি-মগ্ন, হৃষ্ট-প্রাণ, কোকিলে যেমন ;
পড়িল কানন-প্রিয়, কলকণ্ঠবর,
অসহায়, গত-প্রাণ, বন্ধুর ভূতলে।
উঠিয়া বিধাত্রীদেবী, ধরি মাতৃকর,
বসাইয়া অতি যত্নে রত্ন সিংহাসনে,
কহিলা মধুর রবে, "জননী ভারত!
কাঁদিয়োনা, নহে কিছু শুধু অমঙ্গল।
বিচিত্র সংসার এই স্রষ্টার সৃজন,
প্রেমময়, পুণ্যময়, বড়ই সুন্দর ;
স্বেচ্ছাচার নহে কভু মানদণ্ড তার।
বিশ্ব পূর্ণতার সৃষ্টি, পূর্ণতা উদ্দেশে,
ছুটিছে এ মহাবিশ্ব তরঙ্গিনীসম,
অবিশ্রান্ত, কুলু কুলু গাহিয়া মধুর,
অনুদিন প্রেমময়ী, পাগলিনী প্রায়,
তার জন্যে বৃথা শোক করোনা জননি।
ভাবিছ পতন যাহা, সে নহে পতন ;
সেই উন্নতির পথ, পুণ্য, মনোরম,
শান্ত মনে সেই পথে হও অগ্রসর।
আপাত-পতন এই তব কর্ম্মফল,
বৃথা কেন তার সনে করিবে বিরোধ ?

শুন মা, তোমার পুরে মহা কোলাহল,
মহাবিশৃঙ্খলা আজি করিছে তাণ্ডব ;
হিংসা, দ্বেষ, মহাভেদ, মানবে মানবে।
জগত-রক্ষক যাঁরা, সাজিছে ভক্ষক,
যাঁরা অধ্যাপক, তাঁরা বিদ্যালয় ছাড়ি,
নিয়োজিত আত্মভ্রান্ত ইন্দ্রিয় সেবায়,
বিলাস-ব্যসন-মগ্ন। একেশ্বরবাদ
ভুলিয়া সন্তান তব, নির্ব্বোধের মত,
ফাঁকা পূজার্চ্চনে মন করি নিয়োজিত,
"বিষকুম্ভ পয়োমুখ", সাজি প্রতারক,
তুলিছে মহান্ বিঘ্ন। জগতে অতুল
বীরেন্দ্র যবন আজ জানিও নিশ্চয়।
পঞ্চশত বর্ষগত পবিত্র মক্কায়,
জন্মিয়া পুরুষরত্ন, বিশ্বে শিখাইল,—
'পিতা এক, ভ্রাতা সব মানব সন্তান,'
সেই শিক্ষা এভারতে হইবে প্রচার ;
নব ছাঁচে ঝলসিবে মন্ত্র পুরাতন,
দলিত সন্তান কোটি, এই ধ্বজা তলে
লভিবে বিমল শান্তি, স্মরি জগদীশ।
কে জানে বিভুর ইচ্ছা, ভারত উদ্ধার
যদি তাঁরা নাহি পারে করিতে সাধন,
কাড়িয়া ভারতবর্ষে অন্য ভাগ্যবানে
করিব অর্পণ আমি। অথবা তোমারে
তোমার ভারতবর্ষ করিব অর্পণ,

হও যদি যোগ্য তার; আজি এ জগতে
সভ্যতম জাতি এই বীরেন্দ্র যবন,
ধর্ম্মভীরু, বলশালী, যোগ্য আত্মা লাভে।
যদি না ভারতবর্ষ অর্পি করে তাঁর,
সোনার ভারতবর্ষ হইবে শ্মশান।
রাখিবে বিশাল দেশ করিয়া যতন,
লক্ষ্মীমান্ কৃষী সম করিবে উর্ব্বর,
ঈপ্সিত ফলে আশে; দাতা ভগবান্,
পুণ্যময়, প্রেমময়, মূর্ত্তি করুণার;
বিষাদে কালিমাচ্ছন্ন করোনা বদন,
তাঁহার বিচার ফলে পক্ষপাতহীন।"
উঠিয়া ভারতমাতা, মুছি অশ্রুজল,
কহিলা বিষন্ন রবে, "এই কি দেখিতে
এসেছিনু এতদূর? পুত্রবরে আমি
উত্তেজিয়া পাঠাইনু যবন-সমরে;
ফিরাইব দিল্লীশ্বরে। যা ইচ্ছা তোমার
কর দেবি, মম কান্না অরণ্যে রোদন।"
এতবলি বিষাদিনী, ভারত-জননী,
পুত্রপ্রিয়া, অশ্রুপূর্ণা, কাঁদিতে কাঁদিতে,
মলিনা, বিবশা-মূর্ত্তি, ছুটিলা আবার,
সুদূর ভারত লক্ষি, রক্ষিতে সন্তানে।

ইতি হিন্দুর জীবন সন্ধ্যা নামক কাব্যে অষ্টম সর্গ
সমাপ্ত।

নবম সর্গ—সংগ্রাম।

মাঘী পৌর্ণমাসী নিশি, হাসি শশধর,
উঠিল সুনীলাকাশে প্রাণ-বিমোহন ;
বেষ্টিয়া চৌদিকে তার তারকানিকর,
সমুজ্জ্বল, শোভাময়, ঝিকমিকি করি,
ঢালিল কিরণ মালা, ভাসিল জগত।
রজতের থালা সম, সুগোল, সুন্দর,
প্রাচীমুখ উদ্ভাসিয়া, ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠি,
প্রচারিলা ক্রমে নিশি অতীত প্রহর।
একটি জলদ নাহি বিস্তৃত আকাশে,
সুনীল, বিশাল, স্থির, নির্ম্মুক্ত, সুন্দর,
শীতের কুয়াসা সুধু দিগ্‌বধুবদন,
আবরিয়া, অন্তরালে করিল গোপন,
দূরের প্রকৃতি শোভা, দৃশ্য মনোহর।
ক্বচিৎ ডাকিল কোথা বিহঙ্গ নিকর,
বহিল শীতল বায়ু, শোঁ শোঁ রব করি,
সঙ্কুচিত দৃশদ্বতী, ভয়ে থর হরি,
চলিলা গন্তব্য পথে, মৃদুল আরাবে,
তীরোপরি সুসজ্জিতা বিপুল বাহিনী।
বিশাল বিস্তৃত মাঠ, চন্দ্রের কিরণে
শুভ্র স্নাত ; যেন কোন মায়াবী মানব,
বিস্তারি কুহক-জাল, করিয়া বাহির,
ছড়াইলা মাঠ যুড়ি ধবল বসন,

নিরমল, কালিহীন নয়নরঞ্জন।
এই থানেশ্বরক্ষেত্র, সমর-প্রাঙ্গণ,
যেই খানে পৃথ্বীরাজ সমরে অতুল,
রঞ্জিলা মেদিনী গর্ব্বে যবন-শোণিতে,
বহাইলা রক্ত স্রোত, পূজিলা মাতায়,
একবর্ষ মাত্র গত, ক্ষত্র-কুল-রবি।
আবার সাজিয়া রণে, বীরেন্দ্র যুবক,
স্থাপিলা ক্ষেত্রের পার্শ্বে বিশাল শিবির ;
অগণিত সৈন্যবৃন্দ, হয়, গজযূথ,
তীরন্দাজ সুশোভিত যার যার স্থানে।
বসিয়া বিস্তৃত কক্ষে বীর পৃথ্বীরাজ,
বীরেন্দ্র সমরসিংহ, মিবার-ঈশ্বর,
নীরবে দক্ষিণ পার্শ্বে উজ্জ্বল আসনে ;
বাম পার্শ্বে ভুম্‌রাজ, রাঠোর-প্রসূন।
বীরত্রয় সে নিশীথে বসিয়া নিভৃতে,
নিয়োজিত পরামর্শে, কেমন করিয়া,
আক্রমিয়া যবনের বিপুল বাহিনী,
করিবেন বিতাড়িত। অদূরে সজ্জিত,
তটিনীর পর পারে যবনের চমূ,
রণ-গর্ব্বে, অগ্নি সম প্রতিশোধ-বাঞ্ছা,
হৃদয় দহিতেছিল তিল তিল করি।
বীরবর মৈজুদ্দিন ডাকিয়া গম্ভীরে,
নিভৃতে নির্জ্জন দেশে, সেনানী নিকরে,
কহিলা জীমূতমন্দ্রে, "বীরেন্দ্র সেনানী-

বৃন্দ! ইস্‌লামের প্রস্ফুটিত ফুলদল!
জান সবে কিবা গর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্রধ্বজা,
আমরা বীরেন্দ্রবলী, জগত যুড়িয়া,
করিয়াছি উত্তোলিত। পশ্চিমে হিস্পানী,
পূরবে সিন্ধুর নদ, করি অধিকার,
ইস্‌লামের বাহুবল করিনু ঘোষিত;
লুটিয়াছি ইয়ুরোপ, আফ্রিকা বিশাল,
অর্দ্ধেক এশিয়ারাজ্য করতল-গত,
সর্ব্বত্র কাফেরবৃন্দ প্রণত চরণে।
মনে কর সেই দিন, যে দিন মহাত্মা,
আল্লার পবিত্র ভক্ত, নবীকুল-চূড়া,
ঐশী বাণী প্রচারিল অশনি-নির্ঘোষে,
ছুটিল বিদ্যুৎ যেন শিরায় শিরায়,
ছুটিল ইস্‌লামধর্ম্মী, 'দীন্‌' 'দীন্‌' রবে,
শতবর্ষে বিজয়িল পৃথিবী বিশাল,
জগত জানিল ভয়ে অজেয় ইস্‌লাম।
আর দেখ, পঞ্চশত বৎসর ব্যাপিয়া,
মুহুর্ম্মুহু আক্রমিছে কাফেরের স্থান,
পঞ্চনদ সুধু মাত্র অধিকারে তার।
শুন, অদ্য হয় মোরা দিব বিসর্জ্জন,
এই ছার ক্ষুদ্র প্রাণ, নতুবা সমরে
ভাঙ্গিব হিন্দুর গর্ব্ব চিরকাল তরে;
এ প্রতিজ্ঞা সেই নামে, যেই মহাপ্রাণ
সঞ্চারিল জগতের নবীন জীবন।

আছে কি শঙ্কিত কেহ এই সেনাদলে,
নাহি পারে যারা প্রাণ করিতে বর্জ্জন,
একমাত্র সত্য, পুণ্য, ইস্‌লামের তরে ?
উপহাসে অদ্য মম দহিছে অন্তর,
দেখ সেনাপতিবৃন্দ, সেনানী কুতুব।”
এতবলি ঘোর-শ্রেষ্ঠ, আরক্ত নয়নে,
নিক্ষেপিলা সভামাঝে ক্ষুদ্র লিপি এক,
পড়িলা সেনানীশ্রেষ্ঠ কুতুব্ উদ্দিন,
“যবনের সেনাপতি !
বিহিত সম্মান বীর, করি প্রদর্শন,
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ কহিছে তোমায়,
এসেছিলা গতবর্ষে করিতে বিজয়
স্বর্ণপ্রসূ হিন্দুস্থান। দেখেছ তখন
হিন্দুবৃন্দ ক্ষীণহস্তে ধরেনা কৃপাণ,
জানে তাঁরা যুদ্ধবিদ্যা, সংগ্রামকৌশল,
জানে তাঁরা দিতে প্রাণ শোণিত-সমরে।
থাকুক্ সে সব কথা, শুন সেনাপতি,
দুরবল, ক্ষীণ, যারা, যুদ্ধশাস্ত্র মম,
তার সনে বিরোধিতে করিছে নিষেধ,
অলক্ষ্যে বিচার থাকি, করে তিরস্কার।
তাই বলি বীরবর, যাহ পলাইয়া,
দিতেছি অভয় মোরা, বিনা রক্তপাতে।
ছুটিব না পাছু পাছু, নির্ভয় অন্তরে
যাহ আপনার স্থানে ; অথবা মানস,

যদি বা সমরক্ষেত্র করিতে রঞ্জিত
নির্ব্বোধ সৈন্যের রক্তে, তুলি হাহাকার
বিধবার, পিতৃ-হীন নির্ব্বোধ শিশুর,
চাহ যদি বাড়াইতে যাতনা বিশ্বের,
শিখ তবে, কতদিন বসি হিন্দুস্থানে
যুদ্ধ-বিদ্যা, অতুলন সংগ্রাম কৌশল।”
পাঠান্তে সেনানীশ্রেষ্ঠ, কুতুব উদ্দিন্,
কহিলা বিনম্র বাক্যে, “বিধির বিধান,
জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান বিজয়ে তোমার।
জানি আমি হিন্দুস্থান, ক্ষত্রিয়-চরিত,
মহাগর্ব্বী, অভিমানী ; পাঠাও সত্বর
দূত এক, লিপি দিয়ে কর বিজ্ঞাপিত,
পরের অধীন তুমি, তার আজ্ঞাবিনা,
নাহি পার তেয়াগিতে স্বর্ণ হিন্দুস্থান ;
ভীত তুমি, অনিচ্ছুক হিন্দুর সমরে।
গর্ব্বিত রাজন্যবৃন্দ, দেখিবে নিশ্চয়,
নির্ব্বোধের মত তোমা করিবে বিশ্বাস ;
তখন রজনী যোগে কুয়াসাআবৃত,
করিব শার্দ্দূলসম, শত্রু আক্রমণ
লুটিব শিবির রাজি, রঞ্জিব মেদিনী
শত্রুরক্তে, উড়াইব অর্দ্ধচন্দ্র কেতু।”
সকলে দিলেন সায়, উঠি ঘোরশ্রেষ্ঠ
কোলদিয়ে কুতুবেরে, কৃতজ্ঞতাপ্লুত,
কহিলা গম্ভীররবে, “ভারত বিজয়ী

মৈজুদ্দিন এই কথা করিবে স্মরণ,
যাবৎ রহিবে প্রাণ এই দেহ মাঝে।”
সেথায় শিবির মাঝে, দৃশদ্বতী তীরে,
নীরবে বসিয়া স্থির, বীর তিন জন,
চিন্তামগ্ন,—দুম্‌রাজ, বীরেন্দ্র সমর,
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ। অদূরে দাঁড়ায়ে
কোষে ভীম করবাল, সেনানীপ্রধান,
বীরবর কুম্ভসিংহ, ক্ষত্রিয়তিলক।
কতক্ষণে নীরবতা করিয়া বিঘ্নিত,
কহিলা রাঠোরশ্রেষ্ঠ, বীর দুম্‌রাজ,
‘মহারাজ! বিদেশীরে করোনা বিশ্বাস;
সহজে কুক্রিয়াসক্ত, দুরাত্মা যবন,
গোখাদক, হিন্দুদ্বেষী, দানবের মত,
লুটে অহরহঃ তারা দেবের মন্দির,
ভেঙ্গে করে চুরমার বিগ্রহ সুন্দর।
দেখ আজ, পঞ্চনদ হয়েছে শ্মশান,
প্লাবিত গাভীর রক্তে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
যবন কৃপাণাঘাতে ছিন্নশিরা হয়ে,
হইতেছে নিপতিত কর্কশ ভূতলে,
ঝঞ্ঝাবাতে নিপতিত যেন মহীরুহ।
লুটিছে মন্দির রাজি, ভাঙ্গিছে বিগ্রহ,
প্লাবিত ব্রাহ্মণ-রক্তে পবিত্র বসুধা,
সতীর সতীত্ব রত্ন করিছে হরণ,
অট্টহাস্তে পরিপূরি বিশ্ব চরাচর।

নরকের জীব তারা, লাহোর-সমরে
অগণ্য গাভীর দল, স্থাপি সৈন্যমুখে
ঝাঁপ দিল হিন্দু-রণে (হায় কি বলিব ?)
ভাঁগিল ধর্ম্মান্ধ হিন্দু না করিয়ে রণ ;
কি জানি আপন হস্ত হবে কলুষিত,
গাভী রক্তে,—মাতৃ-রক্তে ; এসুযোগ করি
পঞ্চনদ বিধর্ম্মীর করতল গত।
আকাশে সুস্থির শিলা করিব বিশ্বাস,
করিব বিশ্বাস এই বিশাল সলিল
ছুটিয়াছে উর্দ্ধমুখে শোঁ শোঁ রব করি ;
কিন্তু মহারাজ, আমি করি না বিশ্বাস
যবনের অঙ্গীকার, জলের তিলেক।
ছাড়ি সব পরামর্শ, উতরি তটিনী,
নিশা যোগে যবনেরে কর আক্রমণ,
প্লাব অরাতির রক্তে ভারত বিশাল ;
ছুট তার পাছু, পাছু, উড়ায়ে ত্রিশূল,
করি অধিকার গর্ব্বে পুণ্য পঞ্চনদ,
কর আক্রমণ আজ গান্ধার বিশাল।
ক্ষত্রিয়ত্ব-ভ্রান্তি-মোহে ভুলোনা কখন,
আত্মরক্ষা মানবের ধর্ম্ম সনাতন ;
আমরা আক্রান্ত নিজ গৃহাঙ্গণে বসি,
বিদেশী যবন-দস্যু লুটিছে ভারত।"
বসিলেন ভুম্‌রাজ, অমনি সময়ে
প্রবেশি মন্ত্রনাকক্ষে বীর কুম্ভসিংহ

কহিলা, "রাজেন্দ্রশ্রেষ্ঠ, রাঠোরের চমূ
পঞ্চাশ সহস্র-প্রায়, বিস্তৃত চত্বরে
রহিয়াছে যুদ্ধ সাজে পঞ্চ ক্রোশ দূরে।"
উত্তরিলা পৃথ্বীরাজ, "যাও বীরবর,
পঞ্চাশ-সহস্র-সৈন্য-সেনাপতি সাজি,
রাখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুষ্ট রাঠোর উপরি ;
নিশা শেষে, দিবামুখে কার আক্রমণ,
ভাঙ্গিয়ো রাঠোর-গর্ব্ব চিরদিন তরে।
চৌহান-কুলের পুষ্প, চৌহানের মত,
কর বিতাড়িত গর্ব্বে রাঠোর-কুকুরে।"
এমনি সময়ে দূত প্রবেশি অপর,
অর্পিলা রাজেন্দ্র-করে লিপিকা সুন্দর ;
পড়িয়া রাজেন্দ্র-রত্ন, মিবারের করে,
সঁপিলা লিপিকা খণ্ড। খুলিলা মিবার,
"জাঁহাপনা !
বুঝিয়াছি আপনার শুভ উপদেশ,
নাহি আর মম মনে সমর বাসনা।
কিন্তু আমি পারাধীন, অগ্রজ আমার
সংস্থাপিত ঘোর রাজ্যে, রত্নসিংহাসনে ;
তাঁর উপদেশ বিনা পারি না ফিরিতে।
একপক্ষ কাল ভিক্ষা, এসময় মধ্যে
ফিরিব আপন সৈন্যে, আপনার পুরে,
আর নাহি আক্রমিব পুণ্য হিন্দুস্থান।"
'বড়ই সমস্যা' ধীরে কহিলা সমর,

যবনের অঙ্গীকার পদ্মপত্রে জল,
খ্যাত ইহা সুবিশাল জগত যুড়িয়া।
ভীতের অভয় দান ধর্ম্ম সনাতন,
প্রাণ বিনিময়ে তাহা আচরে সতত
জ্ঞানবীর, ভুলে যায় কলহ ভীষণ।”
“যেমতি মাকড় দুষ্ট বেড়ে ধীরে ধীরে
সূত্ররাজি, বিস্তারিছে অপূর্ব্ব কৌশল,
ঘৃণিত যবন দুষ্ট ; সেই জাল মাঝে
মক্ষিকার মত তুমি পড়োনা রাজন!
সহজে বিশ্বাস-হন্তা দুরন্ত যবন ;
আসিয়াছে করিবেক ভারত বিজয়।
তোমার সৈন্যের ত্রাসে এস্ত মহারাজ ?
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইহা জানিও নিশ্চয়।
যবন ‘ভীরুত্ব’ আখ্যা ঘৃণে শতবার,
হেলায় করিছে জয় পৃথিবী বিশাল ;
নিজ মুখে সেই ভীরু করিছে স্বীকার ?
সাপুড়ের মত দুষ্ট, যবন পামর,
বিমোহিছে বীণারবে সর্পে আশীবিষে,
সবংশে তাহার ধ্বংশ জানিও নিশ্চিত।
মহারাজ, বৃথা মন্ত্র করি পরিহার,
কর আক্রমণ বেগে যবনবাহিনী,
ভাসুক সমরক্ষেত্র, শত্রুর শোণিতে,
জননী জনমভূমি হউক শীতল।”
থামিলেন দুম্‌রাজ, দিল্লীশ্বর তবে

চাহি তুম্‌রাজ পানে কহিতে লাগিল,
"মহারাজ, রাঠোরের প্রফুল্ল প্রসূন,
বীর তুমি, প্রতিহিংসা বীরত্বে কলুষ।
আসুক যবন-সৈন্য পরীক্ষিতে বল,
দাঁড়াইব বীরগর্ব্বে আমরা রাজন!
নহি মোরা ফেরুপাল, ভীরু কাপুরুষ;
চাহিছে সময়ভিক্ষা একপক্ষ কাল,
তারপরে বাসভূমে ফিরিবে যবন;
এই ভিক্ষা যদি নাহি পূর মহারাজ!
হাসিবে বীরেন্দ্রবৃন্দ জগত ব্যাপিয়া,
কহিবে অস্ফুট হাস্যে, "ক্ষত্রিয়-সন্তান
হানিয়াছে পদযুগ ক্ষাত্র ধর্ম্ম শিরে,
আর নাহি ক্ষত্রধর্ম্ম ভারত ভুবনে,
শঙ্কিতে অভয়দান, ধর্ম্ম অতুলন।"
একপক্ষ বীরবর, থাকিব আমরা,
নীরবে, তটিনীতীরে, সংগ্রাম সজ্জায়,
তার পরে যদি নাহি পলায় যবন,
আক্রমিব ভীমবেগে যবন-শিবির।
কি বলেন মহারাজ মিবার-ঈশ্বর?"
সেই মতে দিলা সায় বীরেন্দ্র সমর,
নাহি যুদ্ধ একপক্ষ হইল প্রচার।
এইরূপে গতনিশি দ্বিতীয় প্রহর,
বাজিল প্রহর-ঘণ্টা, শিবিরে শিবিরে;
প্রহরীর ডাক হাঁক তুলিল কল্লোল।

ক্রমে ক্রমে অবসান কল্লোল মহান্,
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে পড়িল হেলিয়া
সুধাকর, শান্তিময়ী পৃথিবী সুন্দরী।
ধীরে ধীরে হিন্দু চমূ পড়িল ঢলিয়া
বিরাম দায়িনী নিদ্রা-সুখদ-উৎসঙ্গে,
ডাক হাঁক প্রহরীর গেল মিলাইয়া
অনন্ত অম্বর-কোলে। বীর কুন্তসিংহ,
পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য চলিল ত্বরিতে,
রোধিতে রাঠোর-শক্তি রজনী-প্রভাতে।
আকাশ, কানন, মঠ, দূরবিসর্পিণী
তরঙ্গিণী, আবরিল কুয়াসা ভীষণ;
কুয়াসামণ্ডিত যেন বিশ্ব চরাচর।
আবার প্রহর-ঘণ্টা বাজিল গভীর,
পৃথ্বীরাজ, হুম্‌রাজ, বীরেন্দ্র সমর,
আপনার শয্যাকক্ষে করি পায়চারি,
শুইলেন শয্যাপরি, বিরাম দায়িনী
শ্রান্তি-ক্লান্তি-বিনাশিনী, নিদ্রাদেবী আসি,
লইলেন কোলে করি বীরেন্দ্র সন্তানে।
আচম্বিতে উঠিলেক মহা কোলাহল,
উঠিল সমর-ধ্বনি নৈশ নীলাকাশে,
"দীন্ দীন্" "আকবর আল্লোহু" ভীষণ,
উঠিল অশনি নাদে, বিদারি ভারত।
আক্রমিল হিন্দুসৈন্যে দুর্দ্দান্ত যবন,
নিদ্রালস হিন্দু সৈন্য হেরি আচম্বিতে

শিবিরে উঠিল শত্রু, ছত্রভঙ্গ হয়ে,
হতাশ্বাস পলাইল ঘোর কোলাহলে।
নিদ্রিত, জাগ্রত, কিংবা যেই অবস্থায়,
অস্ত্রশূন্য, সজ্জাহীন, হিন্দু সৈন্যবৃন্দে,
দেখিতে পাইল, দন্তে করবাল করে,
আক্রমিল ভীমবেগে যবন সন্তান;
ছিন্নশির দেহরাজী পড়িতে লাগিল,
ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিল আকাশে।
কোন হিন্দু, বীরগর্ব্বে ধরি করবাল,
যুজিল সাহস করি, মুহূর্ত্তের মাঝে,
পড়িল যবন করে, হায়রে যেমতি
পড়ে কদলীর বন ভীম প্রভঞ্জনে।
যেমতি আঁধার রাত্রে, সহায়-বিহীন,
অস্ত্রশূন্য, বলহীন, পাণ্ডব-শিবিরে
প্রবেশিয়া, অশ্বত্থামা, কৃতান্তের মত,
হানিল নির্ম্মম হৃদে পাণ্ডব সেনায়,
দুরন্ত যবন সৈন্য কাটিতে লাগিল
যারে পায় সম্মুখেতে, অক্লান্ত, দারুণ।
অসম্ভব আত্মরক্ষা, ভাবি কোনজন,
পলাইল উৰ্দ্ধশ্বাসে ছাড়িয়া শিবির,
ছত্রভঙ্গ দলে দলে লাগিল দৌড়িতে,
বহিল শোণিত-স্রোত শিবির যুড়িয়া।
কোলাহল গাঢ়তর, প্রবেশিল ক্রমে,
যথাবীর দুমরাজ শুইয়া সজ্জায়;

লম্ফদিয়া উঠি বীর, ভেরী বাজাইয়া,
আদেশিলা রক্ষিবর্গে, রাঠোর সন্তানে,
ঘেরিতে রাজেন্দ্র তাঁবু, যথা পৃথ্বীরাজ,
নিশ্চিন্ত শয্যার প'রে শুয়ে মহীয়ান্।
দেখিলা ভূম্‌রাজ তথা মহা গোলমাল,
আক্রমিছে সে শিবির যবন পামর ;
ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি কহিলা ডাকিয়া,
"বীরেন্দ্র রাঠোর-বৃন্দ, ভারতের আশা
বীরবর পৃথ্বীরাজ, চৌহান-তিলক ;
ভূম্‌রাজ আহ্বানিছে রক্ষিতে তাহায়।"
ছুটিল রাঠোর শত উন্মত্তের মত,
ভেদিয়া যবন সেনা, রণমদে মাতি
প্রবেশিলা তাঁবুমাঝে, দেখিল তথায়,
বাধিতেছে দিল্লীশ্বরে কয়েক যবন।
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সম, মহারব করি,
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইলা সমন সদনে
নিদারুণ শত্রুবৃন্দে, বীর ভূম্‌রাজ ;
পঞ্চাশ রাঠোর বীর লইয়া শয়ন
চিরতরে রণক্ষেত্রে। আজি অবসান
ভারতের সব আশা, উন্মত্তের মত,
ঘুরাইয়া করবাল, বীর ভূম্‌রাজ,
কহিলা সবায় ডাকি রক্ষিতে রাজায় ;
অচেতন পৃথ্বীরাজ পতিত ভূতলে,
আনন্দিত স্বর্ণ তরু মহীতলে পড়ি।

বাহিরে আল্লাহুরব ক্রমশঃ গভীর,
পলায়িছে হিন্দুসৈন্য জীবন রক্ষায়,
বুঝিলা বীরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ সব অবসান,
বৃথা যুদ্ধজয়আশা। কহিলা ডাকিয়া
চতুর্দ্দিকে হিন্দু সৈন্যে, জীবন প্রদানি,
রক্ষিতে চৌহানরাজে। স্মরি জগদীশ,
পঞ্চাশ রাঠোরসৈন্য, চৌহান শতেক,
নিরমিল চক্রব্যূহ, তার মাঝে বীর
ভূম্‌রাজ কোলে করি দিল্লীর ঈশ্বরে,
বাহিরিল ক্রমে ক্রমে তেয়াগি শিবির ;
আক্রমিল চক্রব্যূহ যবন-সন্তান।
শতেক সাহসী সৈন্য, যবন কৃপাণে,
চিরতরে হইলেন শয্যা আপনার,
সে শোণিত রণক্ষেত্রে ; ছাড়িয়া শিবির
ক্রমে ক্রমে রণস্থল করি পরিহার,
পৃথ্বীরাজে বক্ষে করি, রাঠোর-গৌরব,
ভীষণ কুহেলি জালে ঢাকিলা শরীর ;
বিংশতি রাঠোর মাত্র অনুচর তাঁর,
অন্যযত চিরতরে মুদিল নয়ন।
ডাক হাঁক, ভয়ঙ্কর সৈন্যের চীৎকার,
অশ্বের গভীর হ্রেষা প্লাবিল প্রাঙ্গণ,
পালাইল হিন্দু সৈন্য, 'দীন্ "দীন্' রবে,
ছুটিল যবনসেনা ইন্দ্রপ্রস্থ পানে।
কতক্ষণে আসিএক চৌহান সৈনিক

বিজ্ঞাপিল, তুম্‌রাজে রক্তাক্তশরীর,
নিহত সমরসিংহ আপন শিবিরে।
ভারতের দীপরাজি হলো নির্ব্বাপিত,
ঢাকিল ভারতবর্ষ ঘন অন্ধকারে ;
সৃষ্টিকর্ত্তা পূর্ণ মাত্র বাসনা তোমার,
আর যত ভেসে যায় জলের প্রবাহে।
কাঁদিলেন তুম্‌রাজ, বহিয়া নয়ন
পড়িতে লাগিল অশ্রু, মুকুতার মত।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ—জহর ব্রত।

ভারতের মহানিশা হলো অবসান ;
উঠিল লোহিতবর্ণে, লোহিত তপন,
পূর্ব্বাশার শিরোপরি, লোহিত কিরণে
বিশাল ভারতবর্ষ করিয়া রঞ্জিত।
শাখে শাখে বিহঙ্গম উঠিল চীৎকারি,
চীৎকারি’ চলিল নদী আপনার পথে,
বৃক্ষে বৃক্ষে পত্ররাজি লড়িয়া বিষাদে,
নিষেধিলা সূর্য্যদেবে উদয় শিখরে।
সুরম্য প্রাসাদ’পরি, সংযুক্তা সুন্দরী,
ভারতের শেষ হিন্দুসম্রাজ্ঞী অতুলা,
দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে, ফিরায়ে বদন,

আলুলিত কেশরাশি, বিষন্ন-বদনা,
চিন্তাক্লিষ্টা, হেরিলেন কেমন করিয়া,
সুবর্ণ সায়কবৃন্দে, ব্যাপিয়া আকাশ,
ঘোরতর রণক্ষেত্রে বিজয়ি' তিমির,
শত রাজেন্দ্রের রূপে, ভারত আকাশে,
ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব উঠিতে লাগিল।
ক্রমশঃ রাণীর মন ঘন ঘন রাশে
পূরিল, সংযুক্তা দেবী ঊর্দ্ধবাহু করি,
সকলের পিতা যিনি তাঁহার উদ্দেশে,
কৃতাঞ্জলি করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
"অভাগী সন্ততি পিতঃ! করে আকিঞ্চন,
ভাঙ্গায়োনা কভু তার সুখের কানন।
সর্ব্বজনে প্রেমময়, অতি ক্ষুদ্র আমি,
তবুও তোমার পুত্রী; দীনের তারণ!
ভুলিয়োনা অভাগীরে, প্রার্থনা চরণে।"
ভাঙ্গিল চমক, দেবী শুনিলা সহসা,
পারাবত যেন কোন, সেই সৌধ'পরি,
পড়িল গভীর রবে, ছুটিয়া তথায়
দেখিলা ছাদের'পরি কবুতর যুগ,
পত্রীহীন, ভীত, ত্রস্ত বিপন্ন, কাতর।
যথা যাবে পান্থজন, অনম্বর তলে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘাচ্ছন্ন, চকিত চরণে,
ঊর্দ্ধ মুখে সন্তর্পণে, চাহি বার বার,
চলিতে চলিতে পার্শ্বে, অশনি পতনে

নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, ভীত, রহে দাঁড়াইয়া ;
মুহূর্ত্ত সংযুক্তা দেবী, ভীষণ প্রভাতে
রহিলেন দাঁড়াইয়া হেরি কবুতর।
বুঝিলা ভারতেশ্বরী ভেঙ্গেছে কপাল,
ভারতের হিন্দুসূর্য্য চিররাহুগ্রাসে,
অকস্মাৎ অদ্রিচুড়া ঘোর ভূকম্পনে
গেল চুরমার হয়ে, মিশিল ভূতলে।
"হায় মহারাজ !" দেবী অস্ফুট আরাবে,
পড়িলেন ছিন্নমূল ব্রততীর মত,
লুটায়ে সুবর্ণ দেহ ছাদের উপর।
কাটিয়ে ললাট, দেহ, পড়িল শোণিত ;
সোনার প্রতিমা হায় ! কঠোর ভূতলে,
অশ্রুজলে তিতে গেল সর্ব্বাঙ্গ রাণীর।
যেন আজ কোন্ দৈব হয়ে নিষ্করুণ,
গলাইল হিমরাশি হিমালয়-শিরে,
ভাসিল সলিল—স্রোতে বিশাল ভারত।
কতক্ষণে মহারাণী পাইয়া সম্বিত,
আলুলিত কেশরাশে, পাগলিনী সম
দাঁড়াইলা, দিল্লী যুড়ি উঠিল ক্রন্দন।
ছড়াইল মুহূর্ত্তকে, বিজলীর মত
যবন বিজয়-বার্ত্তা, হিন্দু-পরাজয়,
রাজেন্দ্রের মৃত্যু-কথা ; ইন্দ্রপ্রস্থ যুড়ি,
উঠিল ক্রন্দন রোল, ঘন ঘটারোলে।
ছাদ হতে নামি দেবী, উন্মাদিনী বামা,

মুছি অশ্রুজলরাশি, কহিলা গম্ভীরে,
ডাকিয়া স্বজনী বর্গে পার্শ্বে আপনার,
"আজি মম সখী বর্গ প্রতিষ্ঠা ব্রতের ;
লয়েছিনু মহাব্রত আপন ইচ্ছায়,
দিল্লীর ঈশ্বর-পুণ্য চরণ-যুগল,
সেবিতে সেবিতে আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনী,
একদা করিব যাত্রা রাজেন্দ্রের সাথে।
না বলিয়া মহারাজ—"ছুটিল সলিল,
রুদ্ধ কণ্ঠে মহারাণী কাঁদি কতক্ষণ,
"না বলিয়া মহারাজ, ফেলিয়া আমারে,
স্বর্ণময় ইন্দ্রপ্রস্থে, গেলেন চলিয়া
চিরহাসিময় পুরে, শোকদুঃখহীন।
পালিব জহরব্রত, হিন্দুর নন্দিনী
পতি সহ এক মার্গে করিব প্রবেশ,
সেই পুণ্যময় দেশে সস্মিত-বদনা,
রাজেন্দ্রাণী, স্থিরচিত্তে ইন্দ্রাণীর মত।
সাজাও আমার শয্যা, সর্ব্বশুচিকুণ্ড,
আরোহিব সে শয্যায়—বিবাহ আমার ;
ওই দেখ দাঁড়াইয়া প্রাণেশ্বর মম,
সোণার মুকুট পরি, উজলিয়া রূপে,
সীমা হতে সীমান্তরে বিশ্ব চরাচর,
বিশ্বের সম্রাট্ যেন! আহা মরি মরি!
সহস্র সূর্য্যের রশ্মি হইল মলিন!
এস মোর অন্ত সখি, সাজাও আমারে ;

বলেছিল প্রভু মম, জগতে অতুল,
সুন্দরীললামভূতা, জগত-মোহিনী,
আমি সই, আজি রূপ করিব বিস্তার,
ভারত-ঈশ্বরী আমি রাঠোর-নন্দিনী।”
সাজিল ভীষণ কুণ্ড, মহাবৈশ্বানর,
লিহি লিহি বিস্তারিয়া রসনানিকর,
প্রলয়ের মূর্ত্তিরূপে ব্যাদানি বদন।
আবরিল ধূমপুঞ্জে বিশাল আকাশ;
ভারে ভারে, স্তূপে স্তূপে, বাহকনিকর,
বহিল ইন্ধন রাশি, কুম্ভে কুম্ভে পূরি,
বর্ষিল অমিত ঘৃত, শোঁ শোঁ রব করি,
জ্বলিল প্রচণ্ড অগ্নি দাবানল সম।
সাজিলা সংযুক্তাদেবী নানা অলঙ্কারে,
অমূল্য বসনচয়ে, সুন্দর ললাটে
পরিলা সিন্দূরফোটা বিশ্ববিমোহন,—
সাজিলেন যেন আজি জগত-ঈশ্বর,
সুনীল সাগর পারে, দেব-দৈত্য মাঝে,
জগত-মোহিনীরূপে, আপনার হাতে
সুধারাশি দেব দৈত্যে করিতে বণ্টন,
মায়ামুগ্ধ, স্তব্ধ, শান্ত, মহান্ কল্লোল।
সাজিলা স্বজনীবৃন্দ দানিতে জীবন,
প্রচণ্ড-অনল-কুণ্ডে, পুরনিবাসিনী,
একে একে দাঁড়াইলা অসংখ্য রমণী,
গর্ব্বে স্ফীত বক্ষরাজি, উন্নত ললাট;

কি যেন মহিমারাশে মণ্ডিত আনন।
আজি সব জীবনের ক্রীড়া অবসান।
হিন্দুর রমণীরত্ন, জীবন-প্রভাতে,
বরেছিল জীবনের চির সাক্ষী করি',
ও মহাসাগরে করি আত্মবিসর্জ্জন,
মহানন্দে ক্রীড়াময়ী তরঙ্গিণীরূপে।
আজি এ সাগর যবে গেল শুকাইয়া
শুকাইল তরঙ্গিণী সাগরের সনে।
এ মহতী প্রেম-লীলা জগতেঅতুল!
ইহা নহে আত্মহত্যা; আত্মবিসর্জ্জন
প্রেমময়, পুণ্যময়, প্রাণ-বিমোহন!
এরূপ অনল পারে সংযুক্তা সম্রাজ্ঞী,
বিশ্বস্তা স্বজনীবৃন্দে করি আলিঙ্গন;
রাজপুত-নারীরত্ন, প্রণমি উদ্দেশে,
আপনার প্রাণধনে, প্রদক্ষিলা সতী,
সাতবার বৈশ্বানরে বিষাদ-বিহীন।
তার পরে মহারাণী প্রণমি অনলে,
কহিলা গম্ভীর রবে "প্রভো তুমি দেব;
তুমি নও বিনাশক; নও শত্রু তুমি,
মহামিত্র তুমি মম পুষ্পক স্যন্দন;
লও মোরে ত্বরা করি যেথা প্রভু মোর।"
ঝাঁপ দিলা মহারাণী চাহি ঊর্দ্ধ পানে;
একে একে সখীবৃন্দ ঝাঁপিতে লাগিল,
পুরের রমণীবৃন্দ সেই পথে চলি,

অকালে অনল-কুণ্ডে লাগিল পড়িতে।
মহারাণী স্থিরা, ধীরা, অগ্নিকুণ্ডে বসি,
যুক্ত করে উর্দ্ধদিকে সংস্থাপি নয়ন,—
অগ্নিপ্রতিষ্ঠাত্রী দেবী, যেন স্বর্গ হতে,
নামি' এই পুণ্যক্ষণে, রত্ন-সিংহাসনে,
বসিলেন এলাইয়া সুন্দর চিকুর।
এইরূপে ভারতের হইল বিগত
সেই দিন, ভস্মশেষ রাজ্য-লক্ষ্মী আজ।
ইন্দ্রপ্রস্থপুরী যুড়ি উঠিল ক্রন্দন,
গৃহে গৃহে; সেই নাট্য মহা অনলের,
স্থানে স্থানে অভিনীত হইল তেমন;
স্বর্ণময় ইন্দ্রপ্রস্থ সাজিল শ্মশান।
যবনের কোলাহল ক্রমশঃ গভীর,
প্লাবিল কান্তার, মাঠ, বিস্তৃত নগর;
কাঁপিল বিশাল নভঃ, দিল্লীর কমলা
বিষাদে ত্যজিলা দিল্লী সজল-নয়না।
"আল্লাহু আক্‌বর" রোল, 'দীন্' 'দীন্' রব,
প্লাবিল বিশাল দেশ, হিমাদ্রি হইতে
কন্যা কুমারীকা ভয়ে উঠিল কাঁপিয়া।
এইরূপে রণরবে দুর্দ্দান্ত যবন,
রক্তাক্ত শার্দ্দূল সম, করবাল করে,
প্রবেশিলা ইন্দ্রপ্রস্থে বিজয়-মণ্ডিত।
বাহিরিলা হিন্দুগণ ভাবি জগদীশ,
অসি হস্তে প্রবেশিলা যবন-সাগরে,

মুহূর্ত্তে জীবন-দীপ হলো নির্ব্বাপিত।
রহিল যবন-সেনা করিতে লুণ্ঠন
স্বর্ণময় ইন্দ্রপ্রস্থ, হিন্দুর শোণিতে,
বহাইল স্রোতস্বিনী বিপুল নগরে।
যেথানে যাহারে পায় বাল-বৃদ্ধ-যুবা,
অস্ত্রহীন, রণে পরাঙ্মুখ ; নিরদয়
দস্যু সম, হিন্দুবৃন্দে যবন সন্তান
হনিতে লাগিল স্থির, অশ্রান্ত-শরীর।
উঠিল ভীষণ রোল, ভীষণ ক্রন্দন,
বহিল শোণিত-স্রোত ; হিন্দু-শবদেহে,
কর্ত্তিত চরণ, হাতে, পূরিল নগর,
বিশাল, কান্তার, মাঠ, তটিনীর কূল।
নারীর সতীত্ব নাশ, হিন্দুর বিনাশ,
বিদেশী পামর দস্যু, দিবস যুড়িয়া,
এইরূপে সাধি গর্ব্বে, প্রদোষ সময়ে,
প্রবেশিল রাজপুরে ; রাজ-সিংহাসনে
বসিলেন মৈজুদ্দিন ভারত-বিজয়ী।
হোথা বীরগর্ব্বে হৃষ্ট, রাঠোর-ঈশ্বর,
জয়চন্দ্র, বিদলিয়া চমূ চৌহানের,
শোণিত-আহব-ক্ষেত্রে, সমরের রঙ্গে,
ছুটিল লক্ষ্যিয়া দিল্লী। অপরাহ্ন বেলা,
ধীরে ধীরে দিনকর পড়িল হেলিয়া,
পশ্চিম আকাশ-প্রান্তে ; ভারতের লক্ষ্মী
পড়িল হেলিয়া ধীরে পশ্চিম গগনে ;

রণক্ষেত্রে কুন্তসিংহ লইল শয়ন,
সুবিশ্বস্ত, বীরবর, চিরদিন তরে ;
চিরদিন তরে, ডুবিল চৌহান লক্ষ্মী
যমুনার জলে। হায় কে বলিবে তাহা ?
যে দুই প্রবল স্রোতঃ, হাস্য রঙ্গে মিলি,
পুণ্য প্রয়াগের মুখে, আনন্দে নাচিয়া
পারিত দানিতে মুক্তি পুণ্য ভারতের,
সেই দুই মহাস্রোতঃ, ভ্রান্তির কুহকে,
আঘাতিয়া পরস্পর, হায়! ডুবাইল,
শতখণ্ডে বিভাগিয়া পবিত্র প্রয়াগ।
বিদেশীর অঙ্গীকারে করিয়া বিশ্বাস,
দেশদ্রোহী জয়চন্দ্র সাম্রাজ্যের লোভে,
আনন্দে উৎফুল্ল-মনা, ভীমসিংহে ডাকি',
কহিল' নিভৃতে, ধীরে, "দেখ সেনাপতি,
যবনের কোলাহল ছাইছে ভারত।
কি জানি লুণ্ঠন-রত ভুলি দিগ্‌বিদিক্,
যদি বা যবন সেনা পশি কান্যকুব্জে
তুলে কোন গোলমাল, যাও ত্বরা করি
বীর গর্ব্বে রাখিবারে কনোজ প্রদেশ ;
করোনা কলহ কোন যবনের সহ।"
এইরূপে ভীমসিংহে করিয়া প্রেরণ
নিজ রাজ্যে, বলহীন বিশ্বাসি' যবনে,
চলিলেন জয়চন্দ্র, সঙ্গে সহচর
ধনীন্দ্র বিমল শেঠ। ক্রমে দিনকর

ডুবিল পশ্চিম নভে, করি কোলাহল,
বিজ্ঞাপিল আগমন ভয়াল সন্ধ্যার,
পাখিরাজি, শোঁ শোঁ রবে পবন বহিল,
ঢাকিল গভীর তমঃ ভারত আকাশ,
আবরিল দিঙ্মণ্ডল কুহেলি ভীষণ।
দেখিলেন জয়চাঁদ, সুনীল গগন,
আলোকিয়া করজালে, রূপের বিভায়
সৌর বিশ্ব উদ্ভাসিয়া, ঠেলি দূরে দূরে
দারুণ কুজ্ঝটিবৃন্দে, হাসি শশধর,
উঠিলেন ধীরে ধীরে পুরব আকাশে।
উঠিল তারকাবৃন্দ, এক দুই করি,
বিস্তৃত অনন্ত নভে, হাসির লহরে
আমোদিয়া ভূমণ্ডল, দেখিল হরিষে—
নীচে এই পৃথ্বীতলে, এই সন্ধ্যা কালে
পুণ্যবান্, জ্যোতিষ্মান্, রাঠোর-ঈশ্বর।
এরূপে দেখিল, বুঝি স্বর্গের দুয়ার
খুলিয়া আনন্দভরে, দেববালাগণ,
ছড়াইয়া পারিজাত অলকানগরে,
গুণ্ গুণ্ গীতিরবে মোহিল অমরা।
এইরূপ ভাবি মনে, হিন্দু-কুলাঙ্গার,
প্রবেশিল ইন্দ্রপ্রস্থে, নগর-দুয়ারে
দেখিলা মানব মুণ্ড, দেহ মানবের ;
ভাসিল শোণিত-স্রোতে সেই সিংহদ্বার।
দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে সচিব-রতন,

শঙ্কর ব্রাহ্মণ-চাঁদ, মন্ত্রি-কুল-ভূষা,
মাতা ধরিত্রীর কোলে লইল শয়ন।
পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে, যেদিকে রাঠোর,
ফিরাইলা আপনার নয়ন যুগল,
দেখিলা সেদিকে কিবা দৃশ্য শ্মশানের।
কর্ত্তিত মানবদেহ, হস্ত, মুণ্ড, পাদ,
গড়াগড়ি করিতেছে ভয়াল সন্ধ্যায়।
কিছু দূরে দূরে থাকি ভীষণ অনল,
এখনও উঁকি মারি উঠিছে চাহিয়া,
যেখানে সতীত্ব-রত্ন রাখিতে যতনে,
হিন্দুর রমণীরত্ন, জীবন-মধ্যাহ্নে,
সাঙ্গ করি লীলা খেলা, করি আলিঙ্গন,
সর্ব্বশুচি বৈশ্বানরে করিলা পবিত্র।
কহিলা বিমল শেঠ, "হের মহারাজ,
সংগ্রামের পরিণাম কেমন ভীষণ!
নিপতিত মহাদম্ভী চৌহান পামর,
শোনিত-আহব-ক্ষেত্রে, সঙ্গে সঙ্গে তার,
ডুবিল দিল্লীর লক্ষ্মী শোণিত-সাগরে।
শুন মহারাজ, ওই উঠিছে ক্রন্দন,
এখনো লুঠিছে সেনা, শার্দ্দূলের মত,
মহাপুরী, এখনও হত্যা ভয়ঙ্করী
তাণ্ডবিছে ব্যাদানিয়া করাল বদন।
রমণীর আর্ত্তনাদ উঠিছে করুণ,
শুন কিবা যবনের ভীষণ হুঙ্কার,

নিরাশ্রয়া, নিঃসহায়, রক্ষকবিহীন।"
এরূপে রাঠোররাজ ইন্দ্রপ্রস্থ যুড়ি,
দেখিয়া শ্মশান-দৃশ্য, বিষন্ন বদনে,
চাহিতে চাহিতে ধীরে, দেখিলা অদূরে,
উন্মত্তের মত কয় যবন-সৈনিক,
"আল্লাহু আক্‌বর" রবে, কোন রমণীর
ধরিয়া কুন্তলদামে, হিহি রব করি,
অট্যহাস্যে দ্রুতবেগে করিল প্রস্থান।
ক্ষত্রিয় রাঠোর আজ বুঝিলা নীরবে
আপনার কর্ম্মফল ; আবার অদূরে
হেরিলা যবন কোন শার্দ্দূলের মত,
জ্ঞানহীন, ভাঙ্গিতেছে দেবের মন্দির।
ক্রোধে কড়মড়ি দন্ত, কান্যকুব্জেশ্বর,
কহিলা যবনে ডাকি, দেবের মন্দিরে
না করিতে অত্যাচার ; হাস্যে যবনের
ডুবে গেল রাঠোরের প্রচণ্ড আদেশ ;
মানে মানে জয়চাঁদ করিলা প্রস্থান।
এরূপে অনেক দৃশ্য করি নিরীক্ষণ,
চলিলা রাঠোররাজ রাজপুরী মাঝে,
বসিয়া যেথায় দীপ্ত বীর মৈজুদ্দিন,
উচ্চ স্বর্ণসিংহাসনে বিজয়-গর্ব্বিত।
দেখিয়া কানোজেশ্বরে, সিংহাসন হতে,
নামি শান্ত মৈজুদ্দিন, সম্ভাষি সাদরে,
বসাইয়া আপনার অর্দ্ধেক আসনে

কহিলা বিনম্র, স্থির, "ধন্য মহারাজ!
কৃতজ্ঞ তোমার পাশে যবন-সন্তান,
সনাতন ইস্‌লাম; সাহায্যে তোমার
ভারতে পবিত্র ধর্ম্ম হবে প্রচারিত।"
শিহরিল জয়চন্দ্র, কহিল গম্ভীরে,
"যবন-প্রসূন, তুমি, বীরকুলেশ্বর;
বিজয়ী বিজয়-গর্ব্বে, বিজিতের প্রতি,
চিরদিন অনুকম্পা করে প্রদর্শন;
তবে কেন এশ্মশান, প্রদীপ্ত অঙ্গার,
স্বর্ণময় ইন্দ্রপ্রস্থ? দেবের মন্দির
দেখিলাম পথি পার্শ্বে ভগ্ন স্তূপাকার,
রক্ত-স্রোতে পরিপ্লুত বিশাল নগর;
রমণী সতীত্বরত্ন রক্ষিতে অক্ষম।
যোদ্ধার এ রীতি নহে"——
"থাম মহারাজ," কহিলা যবনপতি
মাঝ খানে বাধা দানি' কান্যকুব্জেশ্বরে,
"কাফেরের অত্যাচারে নাহি কোন দোষ,
নাহি কোন পাপ নৃপ, পুতুল-মন্দির
বিনাশিতে; সত্য মাত্র পুণ্য ভগবান্,
সত্য মাত্র সনাতন পবিত্র ইস্‌লাম।
সেই পুণ্যময় মন্ত্রে নবীন জীবন,
আনিব এ হিন্দুস্থানে, করেছি মানস,
নিরমিব কপিগণে সোণার মানুষ;
তুমি মহারাজ, মাত্র ভরসা আমার।"

জয়চাঁদ।—সে কি কথা, কিছু নাহি পারি বুঝিবার,
সন্ধিপত্রে সেই কথা হয়নি লিখিত।
এই মাত্র আছে কথা, বিজয়ি' ভারত
লুটিয়া এ ইন্দ্রপ্রস্থ, ত্যজি' হিন্দুস্থান
কান্যকুব্জেশ্বর-করে, যাইবে ফিরিয়া
আপনার বাসভূমে আপনি যবন।
ভুলেছ কি সে প্রতিজ্ঞা ?

মৈজুদ্দিন।—না, না, মহারাজ,
প্রতিজ্ঞা ভুলেনি কভু যবন-সন্তান।
একদিন করেছিনু প্রতিজ্ঞা ভীষণ,—
হব স্নাত চৌহানের রক্তে সুশীতল,
সে প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ বিধির কৃপায়।
তার পরে করিয়াছি মহা অঙ্গীকার,
বিশাল ভারতবর্ষে করিব প্রচার
'নবী'র মহতী বাণী, মুকুতি-দায়িনী,
পবিত্রিব হিন্দুস্থান। প্রতিজ্ঞা অপর
হিন্দুস্থান তব করে করিব অর্পণ।
সন্ধি পত্রে বহু কথা হয়নি লিখিত ;
বুঝেছিনু মহারাজ, তুমি বুদ্ধিমান্
অনায়াসে সেই কথা বুঝিবে সত্বর।
যে দেশে যখনি মোরা করি পদক্ষেপ,
সেই দেশে এ বিচার, অত্যাচার বলি
কহ যারে তুমি রাজা ; নহে অত্যাচার
যুদ্ধের নিয়ম এই ; লুণ্ঠনের লোভে

দুরজেয় সৈন্যবৃন্দ সমরে অতুল।
আর নৃপ, তবকরে অর্পিয়া ভারত,
স্থাপিয়া ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম পুণ্য হিন্দুস্থানে ;
দুইটী প্রতিজ্ঞা মম পালিব কেমনে ?
কেমনে বা করি ভঙ্গ সত্য-অঙ্গীকার ?
বড়ই দুরূহ প্রশ্ন।" কুতুবউদ্দিন,
দাঁড়ায়ে সঙ্কেত ক্রমে কহিতে লাগিলা,
"জাহাপনা, অনুমতি পায় যদি দাস,
পারে তবে বিজ্ঞাপিতে মত আপনার।
বীরেন্দ্র রাঠোর-পতি, তাঁর করে যদি
ভারতের রাজদণ্ড হয় নিপতিত
শোভিবে বিমল করে ; সোনার তরীতে
যেন স্থির কর্ণধার দেবের কুমার।
যে বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ বীরেন্দ্র রাঠোর,
পবিত্র অমল তাহা, করবালাঘাতে
কখন ও কোন মতে ছিন্ন নাহি হয়।
তবে আজ এই পুণ্য মাহেন্দ্র লগনে,
উঠিয়া বীরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ, রাঠোর-ঈশ্বর,
আলিঙ্গি ইস্‌লাম ধর্ম্ম, পুণ্য, সনাতন,
বসুন দিল্লীর তক্তে, শতসূর্য্য-রূপে,
ভাসুক ভারতবর্ষ আনন্দ-কিরণে।"
'কেরামৎ' 'কেরামৎ' উঠিল আরাব
চতুর্দ্দিকে, জয়চন্দ্র লোহিত নয়নে
চাহি মৈজুদ্দিন পানে, কুপিত আরাবে

কহিলা,—“যবন-পতি, পারি না বুঝিতে
কি বাসনা লুকায়িত হৃদয়ে তোমার।
আমার পবিত্র ধর্ম্ম করি পরিহার,
হইব যবন আমি এই অভিলাষ!”
মৈজুদ্দিন।—তাই মহারাজ, তুমি হয়ো না বিষণ্ণ,
ইস্‌লাম পবিত্র ধর্ম্ম, মুকুতির পথ;
আল্লার পবিত্র বাণী বিশাল জগতে।
ছাড়ি পুতুলের পূজা, কাফেরত্ব ছাড়ি
পুণ্য-স্রোতে অবগাহি সকল কলুষ,
ধুয়ে দেও, ভাস তুমি শত চন্দ্র-রূপে।”
রোষ-কষায়িতনেত্রে বীরেন্দ্র রাঠোর,
চাহি যবনের পানে, ধরি করবাল,
কহিলা জীমূতমন্দ্রে “বুঝেছ যবন!
থানেশ্বরযুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষসম,
গভীর নিশীথ মাঝে করি পরাভূত
ক্ষত্রিয় চৌহান বৃন্দে, হিন্দুস্থান তব
নিপতিত পদতলে চির দিন তরে।
এইরূপ প্রবঞ্চনা মিথ্যার কুহকে,
ভুলাইয়া করিতেছ পৃথিবী বিজয়;
এ বীরত্বে, এ বিজয়ে হানি পদাঘাত।
ইস্‌লাম পবিত্র ধর্ম্ম; ঘৃণিত যবন,
যেই ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় বীরত্ব এমন,
হেন অঙ্গীকাররক্ষা, সেই ধর্ম্মশিরে
করে পদাঘাত শত ক্ষত্রিয় রাঠোর।

ধরে না দুর্ব্বল হস্তে কৃপাণ রাঠোর,
এখনো রাঠোর-দেহে বহিছে শোণিত
অঙ্গীকার-ভঙ্গ-ফল দেখিবে অচিরে।'
এত বলি জয়চাঁদ ত্যজিয়া আসন,
উঠিল ভীষণ ক্রোধে, সহচর যত
উঠিল পশ্চাতে তাঁর; অমনি জনেক
দাঁড়াইলা সম্মুখেতে যবন-সেনানী।
মহাক্রোধে জয়চাঁদ, যবনের পানে,
ঘুরাইয়া রক্ত চক্ষু, করিলা জিজ্ঞাসা,
'কিবা অভিপ্রায় তব?' হাসিয়া যবন
কহিলা বিনম্র গর্ব্বে, 'থানেশ্বর ক্ষেত্রে,
পরাভবি' দিল্লীশ্বরে যবন-ঈশ্বর,
ভারত-সাম্রাজ্য তাঁর হলো পদানত;
তিনি আজ বিধি মতে ভারত সম্রাট্,
অন্য যত সব প্রজা অধীন তাঁহার।
তিনি রাজা, দ্রোহ তাঁর করোনা রাজন্!
রাজদ্রোহপঙ্করাশে লেপোনা ললাট।"
কহিলা যবন-পতি, ধীর মৈজুদ্দিন,
"সে জন্য করিনু ক্ষমা রাঠোর-ঈশ্বরে;
কিন্তু তিনি যেইরূপে কাপুরুষ প্রায়,
পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে হানিল চরণ।
তাহা অক্ষমার্হ; আমি পারিনা ক্ষমিতে।
ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ প্রভু বিশ্বাসী-নায়ক
খলিফা, তাঁহার মাত্র আছে অধিকার।

অতএব বন্দী আজ কান্যকুব্জেশ্বর,
যাবৎ বিচার তাঁর না করে খলিফা।"
অগ্রসরি সেনাপতি কুতুবউদ্দিন,
আদেশিলা সৈন্যবৃন্দে বাঁধিতে রাঠোরে,
মিলাইতে বন্ধুবরে হৃদয়ে হৃদয়ে,
কি জানি বন্ধুত্ব পাছে ছিন্ন হয়ে যায়।
ধাইল কয়েক সৈন্য, ক্রোধে জয়চাঁদ
ভীম করবালাঘাতে করিয়া প্রেরণ,
পাঁচটি যবন সৈন্যে, শমন সদনে,
পড়িলা যবন-হস্তে অস্ত্রবল-হীন।
তখন কহিলা ডাকি যবন-ঈশ্বর,
"ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্থান করিয়া বিজয়,
বসাইবে হিন্দু কোন আপনার করে
তক্তে তার; নাহি কিরে উপস্থিত হেথা
কোন ভাগ্যবান্, যিনি পবিত্র ইস্‌লামে
সঁপিয়া আপন প্রাণ, গর্ব্বে দাঁড়াইয়া,
ইস্‌লাম-কেতন-তলে, পারে বসিবার
কানোজের রত্নময় সুখ সিংহাসনে।"
উঠিলেন ধীরে ধীরে ধনীন্দ্র বিমল,
স্মিত আস্যে মনোভাব কহিতে লাগিলা,—
"জাঁহাপনা! জয়চাঁদ রাঠোর ঈশ্বর,
যদি তব আজ্ঞা নাহি করেন পালন,
আমি তাহা অনায়াসে করিব সাধন,
লইব ইস্‌লাম ধর্ম্ম, পুণ্য, সনাতন।

এ সংসার সুখময়, আনন্দ-পূরিত,
চারিদিকে হর্ষরাশি সুখের ভুবন;
যদি নর ভুলি মোহ, বৃথা আকর্ষণ,
খুজে নেয়, চিনে নেয়, জহরীর মত।”
তার পরে মনে মনে ভাবিলা বিমল,
“এতদিনে পরিপূর্ণ বাসনা মনের।
ইন্দ্রিয়-লালসা, আহা! সুখস্বর্গসম
এতদিনে করগত; জাহ্নবীর মত
অনন্ত আমার ধন, আমি রাজ্যেশ্বর;
ধন্যরে বুদ্ধির খেলা শেঠ-শ্রেষ্ঠ তোর।”
নীরবে কানোজ-পতি ভুমি পানে চাহি’
দেখিলেন মন্ত্রিবরে, দেখিলেন এবে
ভারতের ভাগ্যাকাশ কেমন ভীষণ।
লইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম, যবন সজ্জায়
মুহূর্ত্তে বিমল শেঠ হইয়া সজ্জিত,
কহিলা কানোজরাজে, “শুন মহারাজ,
আবদ্ধ যবন-জালে তোমার জীবন;
প্রাণ-রক্ষা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার; সে রক্ষায়
মহারাজ, করিয়োনা হেলা; উঠ, কর,
এ মূহূর্ত্ত মাঝে দেব, যবন-সজ্জায়
সজ্জিত আপন বপুঃ; কর আলিঙ্গন
ইস্‌লাম্, অভিমানে মজোনা রাজন্।”
ক্রোধে দন্ত কড়্মড়ি, রাঠোর ঈশ্বর,
হানিলা ভীষণ পদ বিমলের বক্ষে,

লুঠিল বিমল শেঠ গৃহাঙ্গণ তলে।
ক্রোধে রক্তবর্ণ-চক্ষু বীর মৈজুদ্দিন
আদেশিলা জয়চাঁদে করিতে নিক্ষেপ,
যবনের অন্ধকূপে কাটিয়া রসনা।
কাটি রাঠোরের জিহ্বা জল্লাদ নির্দ্দয়,
নিক্ষেপিলা জয়চন্দ্রে অন্ধকূপ মাঝে,
দ্বিতীয় নিরয় সম। দুনয়ন বহি
পড়িতে লাগিল অশ্রু আজ রাঠোরের।
ক্ষুদ্র পরিসর কক্ষ, অন্ধকারময়।
আলোশূন্য, বায়ুশূন্য, মশক-সঙ্কুল,
কীট-পূর্ণ; জয়চন্দ্র ভুঞ্জিতে লাগিল,
হতভাগা, নিজ দোষে অকথ্য যাতনা।
হোথা বীর ভীমসিংহ কান্যকুব্জে পশি,
শুনিলা বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, দুরাত্মা যবন,
বিনাশিবে রাঠোরের অতুল জীবন,
ভাসাইবে নৃপ-রক্তে সোনার কানোজ।
যথা বঙ্গ-অম্বু হতে ঘূর্ণিবায়ূ উঠি,
মুহূর্ত্তে সুন্দরবন করি ছার খার,
লুটিয়া কলিঙ্গ রাজ্য, রম্য বরিশাল,
ভাঙ্গি গৃহ, ভাঙ্গি তরু, পাদপ কানন,
পশে ভয়ঙ্কর বেগে উত্তর বঙ্গেতে;
ছুটিলা বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, অরুণ লোচনে,
দ্রুত তুরঙ্গম-গতি, ইন্দ্রপ্রস্থ পানে,
উদ্ধারিতে প্রাণ-প্রিয় কানোজ-ঈশ্বরে।

ছুটিল যবন সৈন্য ; বিশাল প্রান্তরে
মিলিল উভয় দল ; বীর ভীমসিংহ
দেখাইয়া আপনার অপূর্ব্ব কৌশল,
লোকাতীত শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজার কারণে,
লইলা আপন শয্যা চিরদিন তরে,
সে বিশাল রণভূমে ; ভাসিল ভারত
রাঠোরের রক্তস্রোতে ; সেই স্রোতোমাঝে
ডুবিল রাঠোরলক্ষ্মী চিরকাল তরে।
আবার 'দীন্ দীন্' রবে কাঁপায়ে প্রান্তর,
কাঁপাইয়া কান্যকুব্জ, আমূল ভারত,
পুত্রের শোণিতে রঞ্জি, দেহ জননীর,
ছুটিলা কানোজ লক্ষি' বিজয়ী যবন।
হেরিলা অনল কুণ্ডে কান্যকুব্জ যুড়ি,
হিন্দুর জননীবৃন্দ, ভগ্নী, ভার্য্যা যত,
পশিয়া সানন্দ মনে লভিলা নির্ব্বাণ ;
প্রস্ফুট কুসুমাবলী গেল শুকাইয়া
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-করে। হায়! কে বর্ণিবে তাহা ?
জন্মিয়া মানব রূপে, বিশাল ভুবনে,
তুমি মাত্র কাপুরুষ হিন্দুর সন্তান ;
তুমি মাতা ভগ্নীবৃন্দে রক্ষিতে অক্ষম।
বাহিরিয়া দুর্গ হতে বন্দিনী পদ্মিনী,
পতিপ্রাণা, সে অনলে ত্যজিল পরাণ ;
ভস্ম কানোজের রমা অনল-কবলে।
সেই শ্মশানের দৃশ্য নামিল আবার,

তেমতি আর্ত্তের রব উঠিল আকাশে,
আবার নামিল হত্যা। শ্মশান! শ্মশান!
স্বর্ণ-সৌধ-কিরীটিনী কানোজনগরী।
উন্মত্তের মত, যত যবন সৈনিক,
প্রবেশিল পুরী মাঝে, বিজয় হুঙ্কারে,
লুটিতে লাগিল রত্ন, অর্থ, ধনজাল,
ভাঙ্গিতে লাগিল গর্ব্বে দেবের মন্দির,
মহাহর্ষে বৈশ্বানর জ্বলিতে লাগিল।
শুনিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে ধনীন্দ্র বিমল,
যবন-বিজয়-বার্ত্তা, নগর-লুণ্ঠন;
হিতাহিত-জ্ঞান-হীন, কি জানি যবন,
যদি বা তাহার গৃহ করি চুরমার,
অগ্নিরাশে ভস্মীভূত করে, লক্ষ্যহীন,
ভাবি মনে, নিয়ে সঙ্গে পঞ্চ অনুচর,
চলিলেন কান্যকুঞ্জে। প্রবেশি কানোজে,
হেরিলা নগর ব্যাপি জ্বলিছে অনল,
উঠিছে অনল-শিখা লিহি লিহি করি,
আবরিয়া ধূমপুঞ্জে অনন্ত অম্বর।
হায়! হায়! আর্ত্তরবে ধনীন্দ্র বিমল,
হেরিলা আপন গৃহে জ্বলিছে আগুন।
যত্ন করি সঙ্গোপনে যেই গৃহকক্ষে,
রাশি রাশি মনিমুক্তা রেখেছিলা শেঠ,
আনন্দে বিভোল-প্রাণ সৌন্দর্য্যে যাহার,
জ্বলিল সে গৃহে অগ্নি অতি ভয়ঙ্কর।

ভুলিয়া প্রাণের মায়া, ভুলিয়া সকল,
প্রবেশিয়া গৃহ-কক্ষে শেঠেন্দ্র বিমল,
কক্ষে কক্ষে ছুটাছুটি করিতে লাগিলা,
দেখিলা সকলি শূন্য। করি হায়! হায়!
প্রবেশিলা গুপ্ত কক্ষে, গুপ্ত দ্বার খুলি,
খুলিলা আপন হাতে মণিমুক্তা রাশি;
অমনি সময়ে ঘোর গভীর গর্জ্জনে,
সমগ্র প্রাসাদখানা পড়িল ভাঙ্গিয়া।
সেই ভগ্ন 'রম্য হর্ম্ম্যে' ভগ্নস্তুপতলে,
লইয়া আপন বক্ষে মণিমুক্তারাজি,
মুদিলা নয়নদ্বয় শেঠেন্দ্র বিমল।
এইরূপে কান্যকুঞ্জ করি অধিকার,
লুটিয়া সে রাজপুরী, বিশাল নগর,
স্বর্ণধাম শ্মশানেতে করি পরিণত,
রাঠোরের সিংহাসনে বসিল যবন;
ভাসিল হিন্দুর লক্ষ্মী হিন্দুর শোণিতে।
সেই অন্ধকূপ হতে শুনিলা সকল,
কাতর কানোজ-পতি; শুনিলা কুক্ষণে
ভাসিতেছে কান্যকুঞ্জ রাঠোর-শোণিতে;
হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে, তেমতি আবার,
নরমুণ্ড গড়াগড়ি দিতেছে শোণিতে,
কর্ত্তিত মানব-হস্ত, ঊরু, পদযুগ।
ভস্মশেষে কান্যকুব্জ হলো পরিণত!
আরও শুনিলা রাজা, রাঠোর রমণী,

কঠোর জহরব্রত করি উদযাপন,
ভীষণ অনলকুণ্ডে, পিপীলিকা সম,
নিক্ষেপিছে আপনার অতুল জীবন,
অক্ষম রাঠোরবৃন্দ জননী রক্ষায়।
ভাবিলেন জয়চাঁদ, কান্যকুব্জেশ্বরী,
রাজরাণী ডুবিলেন অনল-কবলে!
অতুল বৈভবরাশি, ক্ষমতা অতুল,
পৃথিবীর নানাবিধ সুখ অতুলন,
সকলি অঙ্গারমাত্রে হলো পরিণত,
পূর্ব্ব কথা একে একে হইল স্মরণ।
ভুলিল মুহূর্ত্ততরে অসহ্য যন্ত্রণা,
রসনার মহাজ্বালা, মূষিক-দংশন;
ভাবিতে লাগিলা রাজা, কেমনে আপনি
নিজ হাতে নিজ পায়ে হানিলা কুঠার।
সেই দিন জ্যোৎস্নাস্নাত, ফুল্ল যামিনীতে,
মায়ের করুণ কান্না, তাঁর অপমান,
অনর্থক অনুজের লাঞ্ছনা দারুণ,
উঠিল স্মরণ পথে; রাজা জয়চাঁদ
উঠিলা বিকটস্বরে করিয়া ক্রন্দন।
কি হইবে পরিণাম? কাঁপিল শরীর,
ভয়হীন অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল;
যেই মৃত্যু আলিঙ্গিতে ছিলা অভিলাষী
সেই মৃত্যু এতক্ষণে নাচিল ভীষণ।
ভাবিলা মৃত্যুর পরে আছে একদেশ,

বড় ভয়ঙ্কর তাহা ; ঈশ্বর তাহার,
নির্দ্দয়, নিঠুর-প্রাণ, দয়া-মায়া-হীন ;
তাঁর কাছে ভয়ঙ্কর বিচার কঠোর।
"হো হো" রবে জয়চাঁদ করিলা চীৎকার,—
দেখিলা সম্মুখে যেন, মহা ভয়ঙ্কর,
বিপুল অনলকুণ্ড, লিহি লিহি করি,
উঠিছে অনল শিখা অনন্ত অম্বরে ;
তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শত যমদূত,
ভীমাকৃতি, মেঘাকার, পুড়িছে অনলে,
আয়স-শলাকা-রাজি, প্রচণ্ড, লোহিত।
যম এক, হাতে করি লোহের শলাকা,
আসিয়া, কানোজরাজে বজ্র হাতে ধরি,
কহিলা বিকটরবে, "স্বদেশ বিদ্রোহী,
ভ্রাতৃ-দ্রোহী, মাতৃ-দ্রোহী, তুই পাপাচারী ;
লিখিব ললাটে তোর এই শলাকায়,
মাতৃদ্রোহী, জীবকীট।" এতেক বলিয়া,
মহাক্রোধে বিস্তারিয়া বিকট দশন,
লিখিলা শমনদূত 'মাতৃদ্রোহী' 'পাপী'।
অতঃপর, অন্য যম গভীর গর্জ্জনে,
আসি রাঠোরের পার্শ্বে, ভীম দংষ্ট্রাখুলি,
কড়্মড়ি, রক্তনেত্রে কহিতে লাগিলা,
"এই চক্ষুঃ দিয়া পাপি, দেখিছিলি তুই
অন্যের বিভব রাশি ; তার লালসায়
তুলেছিস্ অগ্নিকুণ্ড ভারত হৃদয়ে,

নরদ্রোহ-মহাপঙ্কে লেপিয়া ললাট।”
এতবলি যমদূত, নির্ম্মম হৃদয়,
উৎপাটিলা রাঠোরের নয়ন-যুগল ;
চীৎকারি উঠিলা রাজা মহাযন্ত্রনায়।
আসি অন্য যমদূত, তুলিয়া আকাশে,
ঘুরাইয়া সাতবার, পূরি দিঙমণ্ডল
অট্টহাস্যে, নিক্ষেপিলা রাঠোর-ঈশ্বরে
মহাতরঙ্গিণীবক্ষে, শোঁ শোঁ রব করি,
ছুটিল যে বিস্তারিয়া তরঙ্গ উত্তাল,
অগ্নিময় ; পরিপূর্ণ কুম্ভীর হাঙ্গরে ;
অস্থিসার জলজন্তু, মহান্ কৌতুকে,
রাঠোরের কলেবর লাগিল খাইতে,
অর্দ্ধমৃতসম আজি ভাসিতে লাগিল,
কানোজের মহারাজ, সর্ব্বশক্তি-হীন।
আবার দেখিলা যেন, মহা ভয়ঙ্কর,
তিমিরজলদসম মন্দ্রিতে মন্দ্রিতে,
আসি’ অন্য যমদূত, তুলিয়া তাহায়
মহাশূন্যে, নিক্ষেপিলা ত্বরিতে হঠাৎ
প্রচণ্ড অনলকুণ্ডে। ‘রক্ষ’ ‘রক্ষ’ বলি,
অবলার মত নৃপ করিলা চীৎকার,
জিহ্বাহীন, শোনা গেল সুধু ভো ভো রব।
এরূপে চেতনাহীন কখনো রাঠোর,
কখনো চেতনাময়, দেখিতে লাগিলা
চতুর্দ্দিকে বৈশ্বানর, মহাতরঙ্গিণী,

বিকট-দানব-মূর্ত্তি, থাকিতে জীবন
নরকের মহাশাস্তি ভুঞ্জিতে লাগিল।
এরূপে দিবস ত্রয় ভুঞ্জিয়া নিরয়,
অনাহারে, অনিদ্রায়, ঘোর যাতনায়,
যবনের অন্ধকূপে ত্যজিল পরাণ,
রাঠোর-কুল-কলঙ্ক, রাখি ইতিহাসে
কলঙ্কের কালিরাশি ভীষণ-দর্শন।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।—মহাপ্রস্থান।

সেথায় অরণ্যতলে, বীর ধূম্‌রাজ,
পার্শ্বে রাখি পৃথ্বীরাজে, শেষ হিন্দুরাজা,
শোকাকুল, দেখিলেন পূরব গগনে,
বসুন্ধরা রক্তরাগে করিয়া রঞ্জিত,
তেমনি উঠিল ভানু, তীব্র রশ্মি জালে
আলোকিয়া দিঙ্‌ মণ্ডল, ঠেলি কুয়াসায়।
অহো কিবা বিষময় সুন্দর প্রভাত!
সে প্রভাতে, এ প্রভাতে, পার্থক্য কেমন!
এক বিধাতার সৃষ্টি, একই প্রকৃতি,
তবুও কেমন ভেদ মহা ভয়ঙ্কর!
শুনিলা ধূম্‌রাজ যেন, বনদেবী নিজে,
উচ্চৈঃস্বরে, মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলা;
কাঁদিলা বিহঙ্গরাজি পাদপ শাখায়,
বিলাপিলা বেগে বায়ু গভীর উচ্ছ্বাসে;
বিষাদে বিটপীশ্রেণী ফেলিলা নীরবে,
অজস্র শিশির-অশ্রু, শোকেতে আকুল।
মাথার উপর দিয়া, শোকেতে মগন,
উড়ি গেল, কাঁদি কাঁদি, বিষন্ন পাপীয়া।
কাঁদিল কুররী পাখী কুলায় কুলায়,
প্লাবিল ভারতবর্ষ কাতর ক্রন্দনে;
আপনি কানন-রাণী ত্যজিলা বিষাদে,
পুষ্পরাজি, আপনার প্রিয় আভরণ।

প্রভাতের আলো পেয়ে, পাইয়া সম্বিত,
জিজ্ঞাসিলা মৃদুরবে, রাজা পৃথ্বীরায়,
"কাহার হইল জয় ?" বিষাদে রাঠোর,
কহিলা রাজেন্দ্রে চাহি, "জয় পরাজয়
বিধাতার অভিলাষ, নহে নরাধীন ;
কহ নৃপ, বুঝিতেছ জীবন কেমন।"
অতি কষ্টে পৃথ্বীরাজ, অতি দীন রবে,
কহিলা, "রাঠোর-শ্রেষ্ঠ, বিজয়ী যবন,
ওই শুন 'দীন্' 'দীন্' বিজয় হুঙ্কার।
ও—হো !" অচেতন রাজেন্দ্র আবার,
ছুটিল আহত স্থানে শোণিতের স্রোত,
বীরবর ভুম্‌রাজ গনিলা বিপদ।
প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে, জানিত রাঠোর,
ছিল পুণ্যময় এক দেবের মন্দির ;
তায় যদি বীরবর হত উপস্থিত,
পাইত সাহায্য বহু, হয়ত রাজার
পারিতেন বাঁচাইতে অতুল জীবন,
ভারত-ভরসা। তাই বীরবর
লইলা উৎসঙ্গে করি দিল্লীর ঈশ্বরে।
অগ্রসরি কতদূর শুনিলা রাঠোর,
কাঁদিছে দিগ্‌পালাবৃন্দ, 'হায়' 'হায়' রবে,
প্লাবিল বিশাল বন আর্ত্ত-কান্না রোলে।
আরও শুনিলা বীর, দূর নীলাম্বরে,
উড়িয়া উড়িয়া পাখী দূরদেশগামী,

স্বদেশ করিয়া লক্ষ্য কাঁদিলা করুণ।
কান্নার এ রঙ্গভূমি বিশ্বচরাচর!
হাসিল না পুষ্প আজ, হাসিল না ভানু;
নাচিল না লতারাজি, গাহিল না আর
রম্য তরঙ্গিণীরাজি নাচিয়া নাচিয়া,
শ্মশান, শ্মশান, আজ প্রকৃতি সুন্দরী!
আসি কতদূর, বীর দেখিলা অদূরে,
ভগ্ন মন্দিরের চূড়ে শোভিছে কেতন,
অর্দ্ধচন্দ্র, শাসাইয়া সমগ্র ভারতে।
ধীরে ধীরে তুম্‌রাজ, মন্থর গমনে,
মন্দির সম্মুখে যবে হৈল উপনীত,
দেখিল লুঠিছে পার্শ্বে বিগ্রহ সুন্দর,
শূন্যশিরা, ভগ্ন-পাদ, আপ্লুত শোণিতে।
প্লাবিত মন্দির দেহ গাভীর শোণিতে,
পরিত্যক্ত অস্থি মাংসে; যমুনা দক্ষিণে
যবনের এই মাত্র প্রথম আহার,
ভাসাইয়া গাভীরক্তে বক্ষ ভারতের।
সাশ্রু কণ্ঠে তুম্‌রাজ, দিল্লীশ্বরে চাহি,
কহিলা করুণ রবে, "দিল্লীর ঈশ্বর!
হিন্দুর চরম সূর্য্য! ভারতে তোমার
বসিবার নাহি স্থান; অকালে জননী
গাভীরক্তে পরিপ্লুতা, রক্ষক-বিহীনা;
লুঠিছে হিন্দুর ধর্ম্ম কঠোর ভূতলে।"
এইরূপে ধীরে ধীরে মুছি অশ্রুজল,

পাহাড়ে লাগিলা বীর করিতে ভ্রমণ,
উচ্চ, নীচ, সমতল, বন্ধুর, কর্কশ।
আবার শুনিলা বীর কাতর ক্রন্দন,
উঠিল অনতি দূরে পুরি বনরাজি,
উথলিল প্রভাতের বায়ু; ঊর্দ্ধ কর্ণে
হুম্‌রাজ চিন্তাকুল করিলা শ্রবণ,
ক্রমশঃ আসিছে কান্না নিকটে তাঁহার।
হুম্‌রাজ ধীরে ধীরে হৈলা অগ্রসর,
দেখিলা রমণী এক, কাঁদিতে কাঁদিতে,
ঘন ঘন অশ্রুনীর মুছিয়া আঁচলে,
আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে, গদগদস্বরে
কহিলা বিষাদ-মূর্ত্তি, ভুবন-মোহিনী,
"দাড়াও রাঠোর পুষ্প, সমগ্র ভারতে
নাহি আর কোন স্থান, যথা পৃথ্বীরাজ
লভিবে বিরাম শান্তি মুহূর্ত্তের তরে;
ওই মম নিরিবিলি শান্তির কুটীর,
এস সেথা, দিল্লীশ্বরে দানিব আশ্রয়।"
এতবলি নিজ ক্রোড়ে লইলা সুন্দরী
পৃথ্বীরাজে, হুম্‌রাজ বিস্ময়-বিহ্বল,
দেখিলা, মা বসুমতী যেন ক্রোড়ে করি,
লইলা কাঞ্চন-জঙ্ঘা কাঞ্চন-বরণ।
আনি অতি সন্তর্পণে কুটীর প্রাঙ্গণে,
পাতিয়া অজিন খানা, রমণী-প্রসূন,
শোয়াইলা তার মাঝে দিল্লীর ঈশ্বরে,

অনিন্দিত স্বর্ণতরু, জ্যোতির্বিমণ্ডিত।
পদ্মকরে বুলাইয়া রাজার শরীর,
কহিলা করুণ কণ্ঠে, "বীর ভূম্‌রাজ,
ওই দেখ কুঞ্জবন, যথা পৃথ্বীরাজ
শিশুকালে হাসি হাসি খেলিত সুন্দর ;
পড়িছে প্রসূনরাজি মুদিয়া আপনি,
গুঞ্জেনা ভ্রমরকুল, বহেনা মলয়,
যদিও এ কুঞ্জবন বসন্ত-নিবাস !
দেখ ওই ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গগনে
উঠিছে তপন দেব, তবু দাঁড়াইয়া
কুরঙ্গ করভ ওই, দেখ চক্ষু দিয়া,
পড়িতেছে অবিরল নয়ন-সলিল।
দেখ হায়, ধীরে ধীরে আসিয়া কুরঙ্গ,
ঘুরিয়া রাজার পাশে, বজ্রাহতসম,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া। দিল্লীর ঈশ্বর
কত যে খেলিত তথা, কোলে কার তারে
ভাসিয়াছি হর্ষ-নীরে ; হায়রে, অভাগী
আমি বনদেবী, সুধু নিয়মের দাসী।"
এত বলি দুই নেত্রে বরষি আসার,
কাঁদিলা অবলা দীনা বালিকার মত ;
'ওই দেখ ধর্ম্ম-সর, যার তীরোপরি,
আসি মহাব্রহ্মচারী, পবিত্র সলিলে,
করাইয়া তাঁরে স্নান, পরাইলা ভালে
রাজটিকা, আর্য্যাবর্ত্তে একচ্ছত্র নৃপ।

সকলি ডুবিল হায়! অতীত-গহ্বরে;
দাঁড়াও নীরবে হেথা, সরোবর নীরে
ভাঙ্গিব রাজার নিদ্রা।” উঠিয়া রমণী,
পূরিয়া কাঞ্চন কুম্ভে সরোবর বারি,
ঢালিলা রাজার দেহে, নয়ন মেলিয়া
জিজ্ঞাসিলা পৃথ্বীরাজ, ‘কে তুমি জননী,
কোথায় এসেছি আমি? কি বার্ত্তা সমরে?’
‘আমি তোর বনদেবী, এই ‘কুঞ্জ’ তোর;
বিশাল সমরক্ষেত্রে সকলি শায়িত,
ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের আশা;
বিজয়ী যবন সেনা, উন্মত্তের মত,
প্রবেশিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে, তব সিংহাসন
করিয়াছে অধিকার; মুহূর্ত্তের মাঝে
সোণার সুন্দর পুরী হইল শ্মশান!”
কাঁদিল কানন-দেবী, গম্ভীর রাঠোর,
কাঁদিলেন পৃথ্বীরাজ, সেই আর্ত্তস্বর
দূরে দূরে নীলাকাশে গেল মিশাইয়া;
নিয়তির অট্টহাস্য, নির্দ্দয়, নিঠুর,
শুনা গেল, রসহীন, ভীষণ, কর্কশ।
চকিতা কানন-দেবী, দেখিলা বিস্ময়ে,
চারিদিকে কুঞ্জবন হইল বিবর্ণ,
বিবর্ণ পাদপশ্রেণী, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্,
দাঁড়াইয়া বন্যপশু, ভুলিয়া আহার;
আরম্ভিল বিহঙ্গম করুণ ক্রন্দন।

উঠিল কাঁদিয়া দেবী, ভূম্‌রাজ পানে
চাহিয়া সজল নেত্রে, কহিতে লাগিলা,
"বীরেন্দ্র রাঠোর, দেখ, ব্যাপিয়া আকাশ,
ব্যাপিয়া বিশালবন, বৃক্ষ, লতা, পাতা,
তরঙ্গিণী, বিবর্ণতা নামিছে বিষাদে।
দেখ ম্লান সূর্য্যদেব মলিন গগনে,
প্রকৃতির হাসি মুখ হলো বিমলিন ;
ও—হো" বনদেবী কাঁদিল আবার।
"ওহো কি ভীষণ দৃশ্য, মহামুখ মেলি',
রাহুদৈত্য, যেন গর্ব্বে করি আস্ফালন,
ছুটিছে গিলিতে সূর্য্যে, ভয়ে দিনকর
পরিম্লান, ম্লান-মুখ বিশ্ব চরাচর।
কাঁদ কেন তুমি মাতঃ! বিধির বিধান
অখণ্ড্য, নরের সাধ্য নহে খণ্ডিবার।"
কহিলা রাঠোর আর্ত্ত। কাননের রাণী
মুছিয়া সজল আঁখি, কহিলা তখন,
"যেই দিন ব্রহ্মচারী ওই সরোবরে
অভিষেকি, বসাইলা কুঞ্জবন মাঝে,
ললাটে রাজেন্দ্রটিকা করিয়া প্রদান,
সেই দিন বলেছিলা, ডাকিয়া আমায়,
সঙ্গোপনে চৌহানের বিবরি জীবন ;
বলেছিলা মৃত্যুদিনে ঘটিবে যে সব।
সকলি ঘটিছে দেখ, 'ম্লান দিনকর'
'ম্লান রশ্মি', 'পরিম্লান নিকুঞ্জ কানন',

'বহেনা মারুত আর', শ্মশানের মত
সোণার ভুবন খানা,' 'বিধবা রমণী
সাজিলেন সবিষাদে প্রকৃতি সুন্দরী।'
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে পড়িছে হেলিয়া
দিনমণি, উঠ বীর রাঠোর-পতাকা,
কোলে করি পৃথ্বীরাজে, নাম বেলাভূমে।"
দেখিলা রাঠোর চাহি চৌহানের পানে,
শিহরিছে রোমরাশি, ময়ূর যেমতি
পাখা বিস্তারিয়া নাচে জলদ-নিঃস্বনে।
"ওই জগঝম্প-রোল", "জগঝম্প-রোল",
কাঁদিলা কানন-রাণী, "ধর তুমুরাজ,
নেও তাঁরে কোলে করি' সাগর-সৈকতে
অবিলম্বে, আজি আমি ভাঙ্গিব কানন,
ভাঙ্গিব সাধের খেলা ভব-রঙ্গভূমে।"
"শুন কি রাঠোর রত্ন", অতি ধীরে ধীরে,
কহিতে লাগিলা তবে চৌহান-ঈশ্বর,
"মৃদুল মধুরনাদ, জগত-মোহন,
পশিল শ্রবণে যেন অমৃতের রাশি ;
ওই অনন্তের রব, বড় মধুময়।
কেমন তাহার টান, পরাণ আকুল,
লও মোরে করি কোলে বীরেন্দ্র রাঠোর।"
"সেকি কথা মহারাজ!" কহিলা রাঠোর,
"ডুবাইয়া অম্বুগর্ভে চিরদিন তরে
ভারতের সব আশা, অত্যাচার-নদে

ডুবাইয়া প্রজাবৃন্দে পুত্রের মতন,
ডুবাইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু কুল-কেতো !
করিবে কি অনন্তের আহ্বানে প্রস্থান ?
থাকুক্ অনন্ত দূরে দাঁড়ায়ে নিশ্চল,
চল দেব, উঠ পুনঃ, বৎসর ব্যাপিয়া
করিব তোমার সেবা, ধুয়াইয়া ক্ষত
লেপিব ঔষধ রাজি ; সবল-শরীর
নামিব তোমায় নিয়ে দেশের উদ্ধারে।"
সাশ্রুকণ্ঠে বনদেবী কহিতে লাগিলা,
"বৃথা আশা ত্রুম্‌রাজ, রাজার শরীর
দেখ ক্রমে রক্তশূন্য ; আজিকার দিন
পারিবে না কোন মতে হইতে উত্তীর্ণ ;
কর বীর রাজেন্দ্রের কর্ম্ম সমাপন।"
মুছি অশ্রু বীরবর, হতাশ-হৃদয়,
দাঁড়াইল ত্রুম্‌রাজ, লইলা উৎসঙ্গে
ভারতের শেষ সূর্য্যে, চৌহান-ভূষণ।
আকা, বাঁকা, ঘুরা, ফেরা, কর্কশ, বন্ধুর,
উচ্চ, নীচ, পথরাজি করি অতিক্রম,
সবিষাদে ত্রুম্‌রাজ ঘুরিতে ঘুরিতে,
নামিলেন বেলাভূমে, শ্যামল, সুন্দর।
কহিলেন বনদেবী, 'দেখ ত্রুম্‌রাজ,
সকলি মায়ার খেলা : কাননের কাছে
নাহি ছিল কোন দিন বিশাল সাগর ;
চিরদিন পাঁচ দিনে, আমি বনদেবী

অতি কষ্টে পারি যেতে সাগর-সৈকতে,
আজি দেখ, চারি দণ্ডে এসেছি হেথায়।”
অশ্রুপূর্ণ হুম্‌রাজ, ততোধিক তাঁর
চিন্তা-কাদম্বিনী-পূর্ণ মানস-গগন।
দেখিলা পশ্চিম নভে, ক্রমশঃ অরুণ,
পড়িতে লাগিল ঢলি', বিষণ্ণ, মলিন ;
বিষাদ-মালিন্য-পূর্ণ জগত বিশাল।
সেই বেলাভূমি 'পরি, নীলাকাশ তলে,
শোয়াইয়া হুম্‌রাজ চৌহান-ঈশ্বরে
নিরখিলা সম্মুখেতে অনন্ত সাগর।
পাশে পাশে ক্রীড়িতেছে তরঙ্গ নিকর,
দূরে দূরে নাচিতেছে রজতের ধারা।
অনন্ত, বিস্তৃত, স্থির, সুনীল, ফেনিল,
কোথা কৃষ্ণ বিরাজিছে মহা পারাবার ;
কোথায় রাজিছে শ্বেত মানস-মোহন ;
বক্ষতলে লুক্কায়িত অনন্ত অম্বর।
দূরে দূরে মিশাইছে অনম্বর নীল,
নীল পারাবার সনে, করিছে চুম্বন
পরস্পরপ্রেমাকুল, নীরব, গম্ভীর।
অহো কি মধুর দৃশ্য ! অনন্ত সলিল
ক্রীড়াময়, হাস্যময়, সুনীল, চঞ্চল,
তট হ'তে ধীরে ধীরে হয়ে প্রবাহিত,
চুম্বিলা অনন্তাকাশ—অনন্তে অনন্তে
মিলিয়াছে কি সুন্দর জীবন-মোহন !

বহুদূরে উঠিয়াছে বাড়ব অনল,
কনক নগর যেন সাগরের কোলে।
দেখিতে দেখিতে বীর অনন্ত-মিলন
স্তব্ধ, স্থির, শোক দুঃখ পাসরি সকল,
আবার শুনিলা দূরে জগঝম্প-রোল।
বাজিল মধুর বাদ্য পূরিয়া আকাশ,
উথলিল সায়াহ্ন পবন; কল্লোলিল
ধীরে ধীরে মহাকায় নীল পারাবার।
বাজিল মৃদঙ্গরাজি মধুর নিঃস্বনে,
গুম্ গুম্ মধুস্বরে পূরিল ভুবন।
সেই সুমধুর নাদ সেই সন্ধ্যাকালে,
বাজিল কাননে যেন সুন্দর মঞ্জুল,
সুরবে সহস্রবংশী হরিণীর কানে।
সবিস্ময়ে মুগ্ধ প্রাণ বাদ্যের আরাবে,
চাহিলা সুতীব্র নেত্রে দূর পারাবারে
বীরবর তুম্‌রাজ, দেখিলা তখন
সাদা পাল উড়াইয়া, জয়-বৈজয়ন্তী
শত শত তুলি ছইয়ে শোঁ শোঁ রব করি,
আসিছে সোনার তরী আনন্দে বিভোল।
শ্বেত পক্ষদ্বয় ছাড়ি অনন্ত অম্বরে,
ভাসাইয়া ধরাতল, বিহঙ্গম যেন
ছুটিলা অম্বর-পথে, মধুর সঙ্গীতে।
শ্বেত-বাস, শ্বেত-কান্তি, মহামুণি যেন,
বীণা যন্ত্র ধরি করে, গাহিতে গাহিতে,

চলিলা আকাশপথে পৃথ্বী পর্য্যটনে।
অথবা আকাশ নীল, বিজলীর মত,
উজলি আনন্দ-মগ্ন খেচর স্যন্দন,
অপূর্ব্ব পুষ্পক রম্য,—স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
ছুটিলা ঝটিতি ছাড়ি, কুবেরের পুরী,
রাখিতে শ্রীরামচন্দ্রে পুণ্য অযোধ্যায়।
ছুটিলা সোনার তরী পাল উড়াইয়া
মুহূর্ত্তেক নীলাকাশ, নীল পারাবার
করিয়া প্লাবিত গানে, মজাইয়া মন,
তুলি শত শত শ্বেত বলাকার শ্রেণী,
অনন্ত আকাশ কোলে, আসিলা এপার।
বিষাদে কাঁদিল মন, ছুটিল নয়নে
অফুরন্ত অশ্রুরাশি; বীর দুম্‌রাজ
ক্ষণ পরে দমি চিত্ত, হেরিলা বিস্মিত,
বিচিত্র সোনার তরী সোনার গঠন,
কত যে দীপিছে তার প্রবালের শ্রেণী
মনিমুক্তা মরকত, হেমহীরা রাজি;
উড়িছে আকাশপথে ধবল পতাকা,
সঙ্গে সঙ্গে রুণু রুণু বাজে ঘণ্টারাজি,
শুনি যাহা উঠিয়াছে নীলাম্বর পথে
অনন্ত বলাকা পুঞ্জ মধুর নিক্কণে।
সেই সমুদ্রের পারে, সে সায়াহ্নকালে,
সে কনক তরণীতে দাঁড়ায়ে নীরবে
চারিটী আনন্দ-মূর্ত্তি; দুইটী পুরুষ,

দুইটি রমণী মূর্ত্তি ধবল-বসনা,
শ্বেত-কান্তি, অবয়ব যেন নিরমিত
পুণ্যময় গন্ধ-পূর্ণ যূথিকা মালায়।
চারিদিকে বসি স্থির কিন্নর কিন্নরী
তরী বক্ষে, কারো হাতে রবাব মৃদুল;
কারো পাশে জগঝম্প, কারো বা মৃদঙ্গ,
কেহ বাজাইছে বীণা, কেহবা সানাই।
কেহবা আনন্দে আজ সুনীল আকাশে
উড়াইছে বৈজয়ন্তী রজত-নির্ম্মিত,
কেহ ঢুলাইছে রঙ্গে রজত-চামর
আপনার দেহোপরি; সোনার তরীতে
নামিয়াছে হাস্যমুখে আনন্দ আপনি।
দৃঢ়কায়, স্থির, ধীর, পুরুষ যুগল,
তীব্র-জ্যোতিঃ, দাঁড়াইয়া তরণী উপরে,
কৈলাস শিখরে যেন দেব মহেশ্বর।
এমনি ভীষণ দেহ, এমনি গঠন,
দুগ্ধপোষ্য-শিশু-নখে ছিন্ন হয়ে যায়,
অস্ফুট কলিকা সম, কোমল, সুন্দর।
নামিলেন দেবীদ্বয়া, পুরুষ যুগল,
হাস্য-রঙ্গে তুলিলেন বক্ষে আপনার
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজে; অতি ধীরে ধীরে
তুলিলেন আপনার তরণী উপর।
বেলা হতে ডুম্‌রাজ ডাকিয়া গভীর,
বাস্পগদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলা,—

"মহারাজ! মহারাজ! এমনি করিয়া
সকলি চলিয়া গেলে আপনার মনে
আপনার পথ লক্ষ্যি; হায়! হতভাগা
আমি মাত্র একেশ্বর ভীষণ প্রান্তরে,
সীমাহীন, বালিময়, ধূ ধূ শূন্যাকার।
আর, আর, মহারাজ কি হবে উপায়,
পুণ্যভূমি হিন্দু-স্থান যবনশৃঙ্খলে;
ভারতের রক্ষাকর্ত্তা করিলে প্রস্থান,
আর নাই হিন্দুস্থানে, যাঁর কেতুতলে,
বিপন্ন, দলিত হিন্দু হবে একত্রিত;
যাঁহার বিশাল ভুজ করিবে আশ্রয়
দলিতা ভারত-লক্ষ্মী; সকলি ডুবিল
কাঁদিবারে দুম্‌রাজ একাকী রহিল।"
তরী হতে নামি এক পুরুষ মহান্,
আসি অতি ধীরে ধীরে, ধরি দুম্‌রাজে,
কহিলা মধুর বাক্যে "শুন বীরবর!
একযায় আর আসে জগতের রীতি;
বিশ্বরাজ্য শুভময় নিয়মে পালিত,
সৃজিত নিয়মাধীন, রক্ষিত নিয়মে।
সেই নিয়মের স্রোতে অবসন্ন নর,
দুরবল, নিরাশ্রয় যেতেছে চলিয়া,
ছাড়িয়া তাদের রাজ্য অপরের করে।
স্রষ্টার মহতী ইচ্ছা; বিশাল জগত
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন, চলে অবিরত,
মঙ্গল-উদ্দেশে শুধু, দলি অমঙ্গল।"

ভূম্‌রাজ।

ভারত শ্মশানসম দ্বিতীয় রৌরব
সাজিতেছে যবনের অস্ত্রের আঘাতে।
তাহাও মঙ্গল তব; তবে অমঙ্গল
বৃথা শব্দ, ফাঁকাময় জগত মাঝারে।
চাহিনা শুনিতে কিছু, দেখিব সকল,
জ্বলিব মরমে পুড়ি আপনার মনে।

মহাপুরুষ।

বৃথা মোহে মুগ্ধ তুমি বীরেন্দ্র ভারত!
জগতের সৃষ্টি স্থিতি পালন যাঁহার
তিনি পূর্ণ দয়াময়, সর্ব্বত্র মঙ্গল
তাঁর রাজ্যে, নাহি আছে অদয়ার ছায়া।
তুমি মাত্র শান্ত নর; অনন্ত, অসীম,
পুণ্যময়, শুভময়, তিনি ভগবান্,
তাঁহার বিচারে তুমি করোনা ক্রন্দন।
এই ক্ষুদ্র সরিতের এই পারে তুমি,
ও পারের কোন বার্ত্তা করনি শ্রবণ,
কেন তবে বৃথা মোহ? আরো স্পষ্ট করি
বলি যদি, শুন বীর, তোমার জগতে
শুভাশুভ সুখ দুঃখ একত্র মিশ্রিত।
অশুভে পরম শুভ; তুমি যদি নর
সাবধানে নিয়োজিত তার আলোচনে,
পাইবে হংসের মত শুধু ক্ষীররাশি;
ভাসিবে অপর পাত্রে অপেয় সলিল।

বৃথা চিন্তা বৃথা মায়া করি পরিহার,
উঠ তুমি বীরবর, যাও গৃহ মাঝে,
ভাবিও সতত বসি তাঁহারি বাসনা
পরিপূর্ণ হয় সদা নশ্বর জগতে ;
করুণারূপিনী মাতা অবোধ সন্তানে
যাহা দেন, ভাল বলি করিও গ্রহণ।”
“আর বাজিবে না কভু শ্যামের বাশরী”—
রহিল মুখের কথা মুখের উপর
তরীপরে উঠিলেন মহান্ পুরুষ ;
আবার আকাশ পৃথ্বী নীল পারাবার,
করি আলোড়িত গর্ব্বে, বাজিল সহসা
শত শত জগঝম্প, মৃদঙ্গ, সানাই ;
বষিল কুসুমাশার কিন্নর কিন্নরী।
কাঁদিল পাহাড়-চূড়ে উঠি বনদেবী,
কহিলা বিকট কণ্ঠে করিয়া চীৎকার,
‘অই ডুবে চিরতরে সোনার তপন।’
পশ্চিম আকাশ মুখে ফিরায়ে আনন,
একদৃষ্টে স্থির নেত্রে রহিল চাহিয়া,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ দূরে চলিল তরণী ;
দেখিতে দেখিতে বীর দেখিলা তখন,
অনন্তে অনন্তে যেথা মিলিছে মধুর,
সেখানে অদৃশ্য হলো সোনার তরণী,
আর নাহি দেখা গেল—সুধু কুহেলিকা।
পশিল শ্রবণে যেন আরাব গম্ভীর,
সুভ্র কণ্ঠেতে যেন ধ্বনি বিজয়ের।

এমনি সময়ে বীর হয়ে চমকিত
দেখিলা আসিছে বামা করিয়া ক্রন্দন,
এলোকেশী মাখি দেহে ধূলির পটল।
'কে তুমি' 'কে তুমি' বীর ভাবিলা নীরবে ;
হৈলে উপনীতা পাশে হেরি কতক্ষণ,
বুঝিলা রাঠোর-শ্রেষ্ঠ ভারত-জননী।
'হায় মা!' 'হায় মা!' বীর মাতৃপদ ছুয়ে
কহিলা কাতর কণ্ঠে 'সব অবসান।'
সন্ধ্যার কালিমারাশি এল ঘনাইয়া,
কালবাসে বসিলেন প্রকৃতি সুন্দরী
বিষাদিনী ; পাখিকুল কুলায় কাঁদিল ;
'হায়,' 'হায়,' প্রবাহিল সান্ধ্য সমীরণ ;
আর্ত্তরবে কলহাঁস ডাকিল সলিলে,
উঠিল বলাকাপুঞ্জ করি আর্ত্তনাদ,
অদূরে সন্ধ্যার রব ঘোষিল গম্ভীর।
মাতা পুত্র দাড়াইয়া সেই সন্ধ্যাকালে ;
উপরে অনন্তাকাশ ঘনমসীময়,
সম্মুখে অনন্ত অম্বু, তিমির-পূরিত,
পশ্চাতে বিশাল রাজ্য, অন্ধকারময়,
মাতা পুত্র দুইজন কাঁদিলা উচ্ছ্বাসে।
হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা ঘন ঘটারোলে
মহা শব্দে বিঘোষিল বার্ত্তা আপনার ;
ডুবিলেন পৃথ্বীরাজ অজানা সাগরে,
কোলে লয়ে দুম্‌রাজে কাঁদিতে কাঁদিতে,
চলিলেন মা আমার, উন্মাদিনী বামা,
মুহূর্ত্তেকে মিশিলেন তিমির সাগরে।

ইতি হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা নামক কাব্যে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।